পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 200 Thursday, 20 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২০০ সংখ্যা ❋ ৫ আষাঢ়, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২০ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

১৭৪৯ কোটি খরচে তৈরি হচ্ছে নতুন ক্যাম্পাস, নালন্দা ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী

রাজগীর, ১৯ জুনঃ দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার নতুন চমক। তৈরি হবে নতুন ক্যাম্পাস। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের কাছেই এই নতুন ভবন তৈরি হবে। বুধবারই সেই ভবনের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন বিহারের রাজগীরে একটি চারাগাছ রোপণ করে ভবনের শিলান্যাস করেন তিনি। পুরনো যে অংশের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, ইতিহাস যেখানে কথা বলে, সে সব এদিন ঘুরে দেখেন মোদি। প্রাচীন ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এই নালন্দায়। আজও সেখানে গেলে চোখে পড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছোঁয়া। কোথাও রয়েছে বৌদ্ধ

স্তূপ। শিল্পকার্যের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। জানা গিয়েছে, নতুন ভবনে থাকবে দুটি ব্লক। ১৭৪৯ কোটি টাকা খরচে তৈরি হচ্ছে ওই ভবন। থাকবে ৪০টি শ্রেণিকক্ষ। ১৯০০ পড়ুয়া একসঙ্গে বসতে পারবেন, এমন জায়গা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া থাকবে দুটি অডিটোরিয়াম, প্রত্যেকটিতে ৩০০ করে আসন রাখা হচ্ছে। ৫৫০ জন থাকার মতো হস্টেল তৈরি করা হচ্ছে পড়ুয়াদের জন্য। এছাড়া ক্লাব, স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জায়গাও থাকছে। পঞ্চম শতকে তৈরি হয়েছিল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা যেতেন সেখানে। ২০১৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে হেরিটেজ বলে ঘোষণা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এদিন নালন্দায় উপস্থিত হয়ে নরেন্দ্র মোদি জানান, ''প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হবে। জ্ঞান বা শিক্ষা কখনও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া যায় না।'' নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা মূলক পঠন পাঠন আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে উল্লেখ করেছেন মোদি।

রাজভবনের সামনে অভিষেকের ধরনার অনুমতি দিয়ে অন্যায় করেছে পুলিশ, আদালতে মানল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ রাজভবনের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরনায় বসার অনুমতি দিয়ে অন্যায় করেছিল পুলিশ। কলকাতা হাইকোর্টের সামনে বুধবার কার্যত স্বীকার করলেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী। ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসতে চেয়ে শুভেন্দু অধিকারী যে আবেদন করেছিলেন তার শুনানিতেই একথা বলেন তিনি। এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের কাছে জানতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪ ধারা অমান্য করায় কী পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। তবে এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি রাজ্য সরকারের এজি। বুধবার শুভেন্দুর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়ালে বলেন, ''এর আগে রাজভবনের সামনে যে জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি থাকে সেখানে রাজনৈতিক কর্মসূচি করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। ৫ দিন ধরে সেখানে কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল।'' একথা শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, ''গত অক্টোবরে রাজভবনের সামনে যে নেতা ১৪৪ ধারা ভেঙে ৫ দিন ধরে ধরনা দিয়েছিলেন তার পর তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করেছে পুলিশ?'' আগামী শুনানিতে আদালতের সামনে এর জবাব দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এদিন আদালতে শুভেন্দুর আইনজীবী বলেন, ''বিজেপি কর্মীরা শান্তিপূর্ণ ধরনায় অংশগ্রহণ করবেন। তাদের যেন অন্তত ১ ঘণ্টার জন্য ধরনায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়।'' কিন্তু সেব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা দেয়নি আদালত। বুধবার বিকেলে শুভেন্দুর ধরনায় বসার কথা থাকলেও এদিন এব্যাপারে আদালত কোনও সিদ্ধান্ত না জানানোয় তাঁর কর্মসূচি স্থগিত হয়ে যায়।

ভর্তিতে স্বচ্ছতা আনতে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের!

একটি পোর্টালের মাধ্যমে সব কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ রাজ্যের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তিতে স্বচ্ছতা আনতে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য। এবার কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পোর্টালের মাধ্যমেই স্নাতকে ভর্তি হওয়ার আবেদন করতে পারবেন উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ''দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম এই পোর্টাল চালু হল।'' এর ফলে অস্বচ্ছতার অভিযোগ যেমন থাকবে না তেমনই তথ্যের জানার অভাবে কোথাও সিট ফাঁকা পড়ে থাকার বিষয়টিও দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীনে থাকা ৪৬১টি কলেজকে নিয়ে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর কেন্দ্রীয়ভাবে এই পোর্টালটি চালু করছে। মোট সিট সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯২১টি। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২৪ জুন থেকে পোর্টালে আবেদন করা যাবে। প্রথম দফায় আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ জুলাই। কাউকে কলেজে কলেজে গিয়ে বা অনলাইনে আলাদা করে ফর্ম ফিলাপ করতে হবে না। এবার সবটাই হবে অনলাইনে একটি পোর্টালের মাধ্যমে। সেখানে নিজের পছন্দ মতো কলেজে পছন্দের বিষয়ে বা বিভাগে আবেদন জানাতে পারবেন পড়ুয়ারা। সর্বোচ্চ ২৫টি বিষয়ে আবেদন জানাতে পারবেন প্রার্থীরা। প্রার্থীদের একটি বিষয়ের জন্যই অর্থ দিতে হবে। কোথাও কোনও আসন খালি থাকলে তখন প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় মেধা তালিকা। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সব সরকারি ও সরকার অনুমোদিত কলেজগুলিতে ভর্তির প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে দীর্ঘদিন ধরেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যেই এবার চালু হল কেন্দ্রীয় পোর্টাল। শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, এই ধরনের পোর্টাল চালু করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। গতবছরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য মন্ত্রিসভা সেই

অনুমোদন দিয়েছিল। তারপর এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছিল রাজ্য শিক্ষা দফতর। এবার চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল পোর্টাল। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, পোর্টালের দেখভাল করবে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর। ভর্তির সময় সংসদের একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছাত্রছাত্রীদের ফি জমা দিতে হবে। ভর্তি প্রক্রিয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে সেই টাকা পাঠিয়ে দেবে শিক্ষা দফতর।

কীভাবে এই পোর্টালে কাজ হবে? ১) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, কোর্স ভিত্তিক মেধা তালিকা একই দিনে প্রকাশিত হবে। ২) একজন শিক্ষার্থী তাঁর আবেদন করা সমস্ত কোর্সের মেরিট র‍্যাঙ্ক নিজের ড্যাশবোর্ডে দেখতে পাবেন। ৩) একজন পড়ুয়ার জন্য একটি আসনই বরাদ্দ। পোর্টালের মাধ্যমে সারা রাজ্যের স্নাতকস্তরের কোর্স সংক্রান্ত তথ্য সব এক জায়গাতেই পেয়ে যাবেন পড়ুয়া। ৪) একজন পড়ুয়া কোনও বিষয় বাছাইয়ের পর বিষয় আপগ্রেড করতে চাইলে তাও পারবেন। ৫) আপগ্রেডেশনের পর বিষয় ভিত্তিক অতিরিক্ত ফি ব্যতীত কোনও টাকা শিক্ষার্থীকে দিতে হবে না। ৬) আপগ্রেডেড কোর্সের ভর্তি মূল্য কম হলে ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট শিক্ষার্থীর অ্যাকাউন্টে রিফান্ড হবে। ৭) ২৪ জুন থেকে আবেদনপত্র গৃহীত হবে। ৮) প্রথম পর্যায়ে ভর্তির আবেদনের শেষ তারিখ ৭ জুলাই। ৯) ভর্তি সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০১০২৮০১৪।

আগস্ট মাস থেকে বাতিল হবে ১৫ বছরের পুরনো বাস, শহরে ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ এবার বাতিল হতে চলেছে কয়েক হাজার বেসরকারি বাস। কারণ এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। পুরনো এই নির্দেশের ফলে বাতিল হতে চলেছে ১৫ বছরের আগের বাস। চলতি জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে রুটি-রুজিতে টান পড়ার আশঙ্কার প্রহর গুনতে শুরু করেছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। কারণ কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশ কার্যকর হলে বেসরকারি বাস পরিষেবা শহরে ভেঙে পড়বে। আর কলকাতা শহরে সাধারণ মানুষের তাতে ভোগান্তি বাড়বে। পথে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেও বাস মিলবে না। মেট্রো পরিষেবা শহরে চালু থাকলেও সব রুটে তো আর ট্রেন যায় না। তাই নির্ভর করতে হয় বাসের জন্য। এই বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা হয়েছিল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন ও পরিবহণ দফতরের অফিসারদের মধ্যে। তার ভিত্তিতে একটি নির্দেশিকা জারি করে পরিবহণ দফতর। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ইউরো ফোরের বাসগুলিকে নতুন পারমিট দেওয়া যাবে। তাতে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। তবে আগামী ১ আগস্ট থেকে ১৫ বছরের পুরনো বাস তুলে নেওয়ার পরেও অন্য রুটের নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে থাকা বাসগুলিকে আবার যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা। এই বিষয়টি নিয়ে বড় আকার ধারণ করে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের ২০০৯ সালের একটি মামলা করার ভিত্তিতে। কলকাতা হাইকোর্ট তখন নির্দেশ দেয়, ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া বাস কলকাতা শহর এলাকায় চালানো যাবে না। পরিবেশ রক্ষার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বাস মালিকদের সংগঠন। তবে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি পাঠিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্টে। তখন পরিবহণ দফতর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন কলকাতার বিপুল সংখ্যক বাসের বয়স ১৫ বছর পেরিয়ে যাবে। তবে যেগুলির বয়স ১৫ বছর পেরোতে এখনও ৫-১০ বছর বাকি সে বাসগুলি পরিবহণ দফতর থেকে পারমিট বদল করে নতুন করে চালাতে পারবে। তবে তাতে কি বিরাট কোনও সুবিধা হবে? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসেসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, ''কোভিডের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেসরকারি গণপরিবহণ। তাই পরিকাঠামোর দিক থেকে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণের সরকারি উদ্যোগকে আহ্বান জানাই।'' এখন নতুন প্রযুক্তির বাস রাস্তায় নামাতে গেলে কমপক্ষে খরচ হবে ৩০ লক্ষ টাকা। এখন এত টাকা ঋণ নিয়ে নতুন বাস নামানো অসম্ভব। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া বাসগুলি বন্ধ করে দিতে হবে।

বুধের বিকেলে নিউটাউনের চক্ষু হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ বুধবার বিকেলে আচমকা নিউটাউনের এক বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল চারটের কিছু পরে সেখানে যান তিনি। প্রায় দেড় ঘণ্টা সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তারপর সন্ধে ৬টার কিছু আগে ওই চক্ষু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান। সূত্রের খবর, চোখ দেখানোর জন্যই ওই চক্ষু হাসপাতালে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরেই চশমা ব্যবহার করেন। তবে ঠিক কী কারণে তিনি চোখ দেখাতে গিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা ভোটে আবারও বাংলায় সবুজ আবির উড়েছে। বিজেপি যেরকম আশা করেছিল বাংলায়, তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি। এবারের ভোটে বাংলা থেকে আরও আসন বাড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমন অবস্থায় জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির বিরোধী রাজনীতির পরিসরে আরও শক্তি বেড়েছে লোকসভা ভোটে সাফল্যের পর। প্রসঙ্গত, এর আগে বাংলায় বিনিয়োগ টানতে স্পেন সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে তাঁর পায়ে চোট লেগেছিল। বিদেশ সফর থেকে কলকাতায় ফিরেই এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার চোখ দেখাতে নিউটাউনের এক চক্ষু হাসপাতালে গেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

ডেটা লগারেই লুকিয়ে সব রহস্য!

তদন্তকারীদের নজরে 'রেলের ব্ল্যাক বক্স'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, 'পেপার ক্লিয়ারেন্স' চলাচলের পথে মালগাড়ির গতি কত ছিল? কার গাফিলতিতে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল? তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিস্তর চর্চা, কাঁটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। রেল দুর্ঘটনার তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে উঠে আসতে পারে ডেটা লগার। মূল রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে ডেটা লগারের মধ্যেই। সেই কারণে এই ডেটা লগার থেকেই তদন্তকারীরা এবার দুর্ঘটনার মূল শিকড়ে পৌঁছে যেতে চাইছেন। এই ডেটা লগারগুলি হল আসলে এক ধরনের বৈদ্যুতিন চিপ। অত্যাধুনিক রেকগুলির চালকের কেবিনে থাকা স্পিডোমিটারে বসানো থাকে এই ডেটা লগার। একটি রেক চলার শুরু থেকে কারশেডে ঢোকা পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য গুরুত্ব সহকারে সঞ্চিত থাকে এই ডেটা লগারের মধ্যে। সূত্রের খবর, মাল গাড়ির চালক রাঙাপানি স্টেশন থেকে 'পেপার সিগন্যাল' নেওয়ার পর কত গতিতে রেকটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই তথ্য পাওয়া যেতে পারে ডেটা লগার থেকে। দুর্ঘটনার ঠিক আগে কী ঘটেছিল, প্রতিটি সেকেন্ডের আপডেট এই ডেটা লগারের মাধ্যম চলে আসতে পারে তদন্তকারীদের হাতে। বিমানে ব্ল্যাক বক্সের ভূমিকা যেরকম, ট্রেনের ক্ষেত্রেও এই ডেটা লগারের কাজও অনেকটা এই একই ধরনের। এখনও পর্যন্ত সূত্র মারফত যা খবর, তদন্তে উঠে এসেছে রাঙাপানি স্টেশন পেরিয়ে প্রথম ৫০০ মিটার মালগাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটারের মধ্যেই রেখেছিলেন চালক। তারপর আচমকা গতিবেগে বেড়ে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই তথ্য কতটা সঠিক, তা স্পিডোমিটারে বসানো ডেটা লগারের মাধ্যমে জানতে পারবেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, মালগাড়ির চালকের কেবিনে থাকা স্পিডোমিটার থেকে ওই বৈদ্যুতিন চিপ ইতিমধ্যেই বের করা হয়েছে। সেই চিপ থেকে পাওয়া তথ্য থেকেই এবার তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখতে চাইছেন, আসলে কার গাফিলতির কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সূত্রের খবর, আদৌ মালগাড়ির চালকের দোষ ছিল, নাকি অন্য কোনওভাবে ব্রেক ফেল করেছিল বা অন্য কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা জানা যেতে পারে এই ডেটা লগার থেকে। তবে শুধু মালগাড়িরই নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসেরও ডেটা লগার খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গতি কী ছিল, সেটাও খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

'রেশন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই'! ইডির ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বললেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলে দাবি করলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা ঘোষ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে বুধবার বেলা সাড়ে ১২টার কিছু পরে সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন অভিনেত্রী। প্রায় ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বাইরে এসে ঋতুপর্ণার দাবি, ''রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই।'' কী কথা হল তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে, এ সম্পর্কে অবশ্য বিশেষ কিছু বলতে চাননি অভিনেত্রী। ঋতুপর্ণা বলেন, ''ওরা আমার কাছে কিছু নথি চেয়েছিলেন, সেগুলো জমা দিতে এসেছিলাম। কয়েকটি বিষয়ে ওনারা আমার কাছে জানতেও চেয়েছিলেন। তদন্তের স্বার্থে এ ব্যাপারে বাইরে কিছু বলতে পারব না।'' ইডি সূত্রের খবর, ব্যাঙ্কে লেনদেনের তথ্যের উপর নির্ভর করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিনেত্রীকে এদিন তলব করা হয়েছিল। ওই সংক্রান্ত বিষয়েই তদন্তকারীরা এদিন অভিনেত্রীকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। এর আগে গত ৫ জুন এই মামলায় অভিনেত্রীকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু ঋতুপর্ণা তখন বিদেশে ছিলেন। তাই মেল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে এখন সিজিও কমপ্লেক্সে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশে ফিরে এলে যোগাযোগ করার আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি। সেই মতো এবার হাজিরা দিলেন অভিনেত্রী। এদিন ইডি দফতরে পৌঁছনোর আগে নিজের হিসাবরক্ষককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা। সেইমতো সকালেই সিজিও কমপ্লেক্সে কাগজপত্র নিয়ে চলে আসেন ঋতুপর্ণার হিসাবরক্ষক। পরে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে হাজিরা দেন তিনি। এর আগে অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় নাম জড়িয়েছিল অভিনেত্রীর। ২০১৯ সালে রোজভ্যালি মামলায় তাঁকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেসময় তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হয়েছিলেন ঋতুপর্ণা।

নিট কেলেঙ্কারি

দেশ ব্যাপী আন্দোলনে কংগ্রেস, মোদির বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণে হাত শিবির

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী পদে তৃতীয়বার শপথ নেওয়ার আগেই শেয়ার কেলেঙ্কারি নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছে রেখেছে কংগ্রেস। আগামী সোমবার সংসদ অধিবেশনের সূচনা দিনেই এই বিষয়ে সরব হবে দল। তার তিনদিন আগে শুক্রবার নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে দেশব্যাপী আংেদালনের ডাক দিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বুধবার রাজ্য কংগ্রেস সভাপতিদের চিঠি

দিয়ে বলেছেন, শুক্রবার প্রদেশ ও জেলা স্তরে নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে হবে। তাতে নেতাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। সূত্রের খবর, দিল্লিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং রাহুল গান্ধি। শারীরিক অবস্থা ভাল থাকলে আন্দোলনে শামিল হবেন সোনিয়া গান্ধিও। দলীয় সূত্রের খবর, নিট নিয়ে দেশব্যাপী পড়ুয়া ও অভিভাবকদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ক্ষোভের কথা বিবেচনায় রেখে কংগ্রেস এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে চেপে ধরতে চাইছে। বেণুগোপাল চিঠিতে কেলেঙ্কারির নানাদিক উল্লেখ করেছেন যেগুলি কংগ্রেস প্রচারে তুলে ধরবে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লিখেছেন, প্রশ্ন ফাঁস ছাড়াও পাশ করাতে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়াই গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছে। ফলে বহু যোগ্য পরীক্ষার্থীর প্রতি বঞ্চনা করা হয়েছে। অভিযোগ, বিপুল টাকার খেলা হয়েছে ওই পরীক্ষায়। বিহার, দিল্লি এবং হরিয়ানা থেকে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে গোটা ঘটনার পিছনে একটি সংঘঠিত চক্র কাজ করছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান গোড়ায় অভিযোগ মানতে না চাইলেও পরে সুর বদলে বলেছেন, কেউ অপরাধ করে থাকলে শাস্তি পাবে। নিট নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিবাদ আন্দোলনকে রাজনৈতিক মহল অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখছে। দেশের প্রধান শাসক দল এবার আসন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার পর গোড়া থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে জনমুখী বিষয় নিয়ে আক্রমণাত্মক থাকার কৌশল নিয়েছে। এতে দলকে চাঙা রাখার পাশাপাশি সংসদে ও সংসদের বাইরে সরকারকে লাগাতার বিরোধীদের চাপের মুখে রাখা সম্ভব। সোমবার ১৮তম সংসদের প্রথম অধিবেশনের পয়লা দিনেই শেয়ার কেলেঙ্কারি এবং নিট নিয়ে সরব হবে হাত শিবির। রাহুল গান্ধি মোদি সরকার শপথ নেওয়ার আগেই অভিযোগ করেন, ভোটের এক্সিট পোলের ফলাফলকে ঘিরে শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বগতি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কাঠগড়ায় তুলে সংসদের যৌথ কমিটিকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি তুলে রেখেছেন। সংসদের শুরু থেকেই কংগ্রেস এই ইস্যুতে সরব হবে। আসলে ভাল ফলে চাঙা কংগ্রেস মোদির তৃতীয় দফায় সংসদের পাশাপাশি রাজপথেও সরকারকে নাস্তানাবুদ করার

লাগামছাড়া তাপপ্রবাহ! দিল্লিতে দু'দিনে মৃত ৫, হাসপাতালে ভর্তি ১২ জন

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমন জানাল হাওয়া অফিস

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ চড়া রোদে নাজেহাল হচ্ছিল দক্ষিণবঙ্গবাসী। এরপর কয়েকদিন হল সেই চড়া রোদ না উঠলেও মেঘলা পরিবেশ ছিল। আর তাতে আরও ভোগান্তি। ভ্যাপসা গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। কবে আসবে বর্ষার বৃষ্টি? সুখবর তেমন কিছুই আপাতত দিতে পারেনি আবহাওয়া অফিস। তবে আগামী আরও দুই থেকে তিনদিন লাগতে পারে বর্ষা ঢুকতে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে বর্ষা আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের কিছুটা অংশে। উত্তরবঙ্গের বাকি অংশ মালদহ,দুই দিনাজপুরেও বর্ষা আসবে আগামী ২-৩ দিনে। তবে বর্ষা এলেই অঝোরধারায় বৃষ্টি পাওয়ার আশা নেই দক্ষিণবঙ্গের। ফলে আপাতত লাগামছাড়া গরম যেমন থাকবে। তেমনই রাত গুমোট থাকায় ঘুমের দফারফা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি এখনই বদলাবে না। প্রবল বৃষ্টি যেমন চলছে চলবে। তিনজেলায় জারি কমলা সতর্কতা। তবে আগামী একুশ তারিখ থেকে কিছুটা হলেও উন্নতি হবে আবহাওয়ার। প্রবল বৃষ্টি না হলেও ভারী বৃষ্টি বজায় থাকবে উত্তরবঙ্গে। অন্যদিকে গরম কাকে বলে তা বাংলার মানুষ একা নয়, দিল্লিবাসীও জানে। লাগাতার তাপপ্রবাহ চলছে রাজধানীতে। বিগত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা একটানা ৪৫ ডিগ্রির ওপরে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনাই নেই। এই পরিস্থিতির মধ্যেই দু'দিনে

৫ জনের মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে। বর্তমানে ১২ জন হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি। তারা সকলেই লাইফ সাপোর্টে রয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আবহাওয়াবিদদের মতে, গত ১২ বছরে এমন গরমের দাবদাহ দেখা যায়নি রাজধানী দিল্লিতে। এই চরম পরিস্থিতির মধ্যে আবার সেখানে জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। দুইয়ে মিলিয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাজধানীর একাধিক হাসপাতাল সূত্রে খবর, হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। গত দু'দিনে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে প্রত্যেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত গরমের সঙ্গে জলের সমস্যা দিল্লিবাসীর অবস্থা আরও কাহিল করছে। হাওয়া অফিস বলছে, এখনই দিল্লির আমজনতা কোনও স্বস্তির খবর পাবেন না। অন্তত আরও ২৪ ঘণ্টা একই রকমভাবে তাপপ্রবাহ চলার আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে গরম নিয়ে শুধু দিল্লি নয়, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবেও লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। সবথেকে অবাক করার বিষয়, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলের শৈলশহরগুলিরও গরম থেকে রেহাই নেই। মুসৌরি, দেরাদুন, নৈনিতালের মতো পার্বত্য এলাকাতেও তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি পার করেছে। হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি ছুঁয়েছে। একই জায়গায় রয়েছে জম্মুও। সোমবার সেখানকার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পেরিয়ে গেছে।

বুধের সকালে কিছুটা বাড়লো শেয়ার সূচক

মুম্বই, ১৯ জুন ঃবুধবার বাড়লো শেয়ার সূচক। এদিন সকাল থেকেই মূল সূচকগুলির মাত্রা কিছুটা উচ্চতায় পৌঁছয়। বুধবার সকাল সকাল মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০২.০২ পয়েন্ট ও ৩০.৩৫ পয়েন্ট ঊর্ধ্বগামী হয়।এদিন বেশি লাভ হয়েছে রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস, স্যানোফি ইন্ডিয়া, দ্য ফার্টিলাইজারস অ্যান্ড কেমিক্যালস ত্রিবাঙ্কোর, দীপক ফার্টিলাইজারস অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস কর্পোরেশন, চম্বল ফার্টিলাইজারস অ্যান্ড কেমিক্যালস, স্যাফায়ার ফুডস ইন্ডিয়া, জোম্যাটো, গুজরাট স্টেট ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যালসে।তবে এদিন পতন দেখা গেছে জেডএফ কমার্সিয়াল ভেহিকেল কন্ট্রোল সিস্টেমস ইন্ডিয়া, শোভা, মাজাগন ডক শিপবিল্ডার্স, ম্যাক্রোটেক ডেভলপারস, ইন্দাস টাওয়ারস, ভারত ডায়নামিক্স, গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারস,ইত্যাদি শেয়ারে। পাশাপাশি এদিন বেশ কিছু সেক্টরের মধ্যে নিফটি রিয়েলটিতে পতন দেখা গিয়েছে। এই সূচক প্রায় ০.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। অন্যদিকে, নিফটি ব্যাঙ্ক, নিফটি অটো, নিফটি আইটি, নিফটি পিএসইউ ব্যাঙ্ক, নিফটি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, নিফটি ফার্মা, নিফটি এফএমসিজি, নিফটি মেটাল, নিফটি মিডিয়া, নিফটি এনার্জি, নিফটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, নিফটি ইনফ্রা, নিফটি কমোডিটিজ, নিফটি কনজাম্পশন, নিফটি পিএসই, নিফটি সার্ভিস সেক্টর, নিফটি হেলথকেয়ার এবং নিফটি অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের সূচকে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

হরিয়ানা কংগ্রেসে ভাঙন ধরালেন কিরণ, মেয়ে শ্রুতিকে নিয়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃহরিয়ানা কংগ্রেসে ভাঙন ধরালেন কিরণ চৌধুরী, যদিও ভাঙন ধরিয়েছিলেন আগেই। আর বুধবার বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। এদিন সকালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন হরিয়ানা কংগ্রেসের প্রাক্তন নেত্রী কিরণ চৌধুরী। মেয়ে শ্রুতি চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কিরণ।হরিয়ানা কংগ্রেসের প্রাক্তন নেত্রী কিরণ ও তাঁর মেয়ে শ্রুতিকে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি এবং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাট্টার এদিন বলেছেন, দু''জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন, যারা বহু বছর ধরে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন...আমি কিরণজিকে সেই সময় থেকে চিনি যখন আমরা বংশীলাল জির সঙ্গে কাজ করেছি।

চেন্নাই থেকে মুম্বইগামী ইন্ডিগোর বিমানে বোমার হুমকি, নিরাপদেই অবতরণ

মুম্বই, ১৯ জুন ঃ দেশে সাম্প্রতিক সময়ে বোমা-হুমকির ঘটনা বো।ইে চলেছে। এবার চেন্নাই থেকে মুম্বইগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানে এল বোমার হুমকি। যদিও মঙ্গলবার রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ মুম্বইয়ে নিরাপদেই অবতরণ করে বিমানটি। ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইন্ডিগো বিমান ৬ই৫১৪৯, চেন্নাই থেকে মুম্বইগামী বিমান বোমার হুমকি পায়।মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতেই নিরাপদে যাত্রীদের বের করে আনা হয়। শুরু হয়ে যায় সেখানে তল্লাশি। ইন্ডিগোর ওই বিমান ঘিরে ছিল বোমা হামলার হুমকি। শুধু এই বিমানই নয়, মুম্বই বিমানবন্দর সহ গত দুই দিনে মুম্বইয়ের ৬০টি হাসপাতালেও একই হুমকি ছিল।

শ্রীনগরে প্রধানমন্ত্রীর সফর আসন্ন, সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা প্রস্তুতিতে প্রশাসন

শ্রীনগর, ১৯ জুন ঃ শ্রীনগরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন সফরকে ঘিরে চূড়ান্ত ব্যস্ততায় পুলিশ ও প্রশাসন। এবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে শ্রীনগরে, সেই উপলক্ষ্যে ২০ জুন শ্রীনগরে এসে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী দিন ২১ জুন, শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর সঙ্গেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন আরও ৬ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী। তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে মোদীর প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর সফর। তাই সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা প্রস্তুতিতে পুলিশ ও প্রশাসন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বয় করতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা এসপিজি ইতিমধ্যেই কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছে। অনুষ্ঠানের একদিন আগে অনুষ্ঠানস্থলের দিকে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে,আর মাত্র একদিন পরই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। দেশজু।ে জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে প্রতিদিনই সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যোগাসনের সুফল তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর বুধবার সকালে শশাঙ্কাসন-এর সুফল তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও আপলোড করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ভিডিও-তে শশাঙ্কাসন আসনের সুফল তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। নিয়মিত শশাঙ্কাসন আসনের অনুশীলন করতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, সংস্কৃত শব্দ

জেল হেফাজতে কীভাবে মৃত্যু বিজেপি কর্মীর,সিবিআই তদন্তের দাবি,মামলার অনুমতি দিলেন অমৃতা সিংহ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ জেল হেফাজতে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এক্স হ্যান্ডেলে সরব হয়েছেন তিনি। জেল হেফাজতে থাকা বিজেপি কর্মীর মৃত্যু কীভাবে হল, তাতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।বুধবার সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি শুনে মামলা করার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি

অমৃতা সিংহ।ডেবরার ওই বিজেপি কর্মীর নাম সঞ্জয় বেরা। বয়স ৪২। আদালতকে সঞ্জয়ের পরিবার বলে, ‘ গত ৪ জুন ডেবরায় সংঘর্ষের পরে সঞ্জয়কে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন তাঁর দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। অথচ তার পরের দিনই যখন সঞ্জয়কে আদালতে পেশ করা হয়, তখন তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ দেখা যায়।'' সঞ্জয়ের পরিবার আদালতের কাছে আবেদন করেছে, সঞ্জয়ের সঙ্গে কী হয়েছিল, তা সিবিআই তদন্ত করে দেখুক। পাশাপাশি সঞ্জয়ের দেহের ময়নাতদন্তও করা হোক কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালে।প্রসঙ্গত শুভেন্দু লিখেছিলেন, ‘ মেদিনীপুরের ডেবরার পুরুষোত্তম নগরের বাসিন্দা বিজেপির এক কার্যকর্তা সঞ্জয় বেরার মৃত্যু হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের হেফাজতে। পুলিশ ৪ জুন তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। পরে তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করাতে হয়। আবার মেদিনীপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। কিন্তু তার পরে আবার ১১ জুন পিজি হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। সাত দিন পরে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়।''

চালকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলেই দাবি কাঞ্চনজঙ্ঘার যাত্রী চৈতালির!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ শিয়ালদামুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সোমবার দুর্ঘটনার শিকার হয়। এই ট্রেনটিকে একটি মালগাড়ি পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। মালগাড়ির লোকো পাইলটের মৃত্যু হয়েছে ঘটনার জেরে। শিলিগুড়ির লেকটাউনের বাসিন্দা চৈতালি মজুমদার নামক এক যাত্রী এই ঘটনায় মালগাড়ির চালক ও সহ চালকের বিরুদ্ধে জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করেন। নথি তেমনটাই বলছে। কিন্তু, চৈতালির দাবি অন্য। তাঁর দাবি, কোনও অভিযোগ তিনি দায়ের করেননি। তাঁকে দিয়ে একটি কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল হাসপাতালেই। যদিও জিআরপি সুপারিটেনডেন্ট বলছেন, অভিযোগ জানিয়েছেন যাত্রীই। তিনি নিজেও ওই এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে ছিলেন এবং আঘাত পেয়ে রেল হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানেই সাদা কাগজে তাঁকে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন চৈতালি। তাঁর কথায়, ‘ আমার কাছে কিছু আরপিএফ এসেছিলেন। বিভিন্ন তথ্য নিয়ে যান। যেমন নাম, ঠিকানা। রাতে কয়েকজন এসেছিলেন। আমি কী অবস্থায় ছিলাম তা ভিডিয়ো করেন তাঁরা। তারপর চলে যায়। রাতে দুই জনে পুলিশ এসে নাম ঠিকানা জানতে চান।'তাঁর কথায়, ‘ আমি অভিযোগ করেছি বলে জানতে পারি সংবাদ মাধ্যম মারফত। কিন্তু, আমি এমন কোনও কাজ করিনি। আমার শারীরিক পরিস্থিতি সেই রকম নয় যে কারও নামে অভিযোগ করতে পারি। ট্রেনে কোন গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে? কেন দিয়েছে? তা বাইরে থেকে বোঝা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। আমি যাঁদের সম্পর্কে কিছু জানি না তাঁদের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর করতে যাব?'অন্যদিকে, চৈতালির বাবার দাবি, ' আমরা কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করিনি।' সেক্ষেত্রে কে এই অভিযোগ করল? এই নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, জিআরপি সুপারিটেনডেন্চট এস সেলভামুরুগন অবশ্য দাবি করেছেন, এই অভিযোগ করেছেন যাত্রীই।

রাতের মেট্রোয় যাত্রী নেই! বিপুল টাকা লোকসান,বন্ধের মুখে পরিষেবা?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এখন কলকাতা মেট্রো রাতেও চলছে। তাতে বিপুল শহরের মানুষের উপকার হবে ভাবা হয়েছিল। আবার একইসঙ্গে মেট্রোর কোষাগার ভরবে ভেবেছিলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই বলে জানা যাচ্ছে এখন। রাতে মেট্রো কলকাতায় চললেও যাত্রীসংখ্যা একেবারেই কম। দৈনিক গড়ে মাত্র ৬০০ জন। এই পরিস্থিতিতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ এমনই রাতের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বলে সূত্রের খবর।স্টিকিট থেকে রোজগার হচ্ছে ৬০০০ টাকা। আর এখানেই এই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্রশ্ন তুলেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি করে তারা জানিয়েছে, একেকটি ট্রিপ চালাতে মেট্রোর খরচ পড়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। অর্থা দুটি মেট্রোয় ২ লাখ ৭০ হাজার। সেইসঙ্গে আরও অন্যান্য খরচ বাবদ আরও ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থা ওই মেট্রোটি চালাতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। আর আয় হয় মাত্র ছহাজার টাকা। স্বাভাবিকভাবেই তাই এই মেট্রো ছোটানো নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তায়।স্আত্রীদের বক্তব্য, শেষ ট্রেন রাত ৯টা ৪০ মিনিটে দমদম ও কবি সুভাষ থেকে ছাড়ার পর এই ট্রেনটি প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে। তাই কেউ যদি শেষ ট্রেন মিস করেন, পরের এই বিশেষ মেট্রো ধরতে তাঁকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে স্টেশনে। কেউই তা করবেন না। তাঁদের বক্তব্য, মেট্রো যদি সত্যিই পরিষেবার সময় বাড়ানো নিয়ে আন্তরিক থাকতো, তাহলে ৯টা ৪০ মিনিটের পর সাড়ে ১০টার মধ্যে অন্তত চারটে মেট্রো চালাত। কিন্তু তা না করে রাত ১১টায় মেট্রো দেওয়া আসলে লোক দেখানো। নির্বাচনের মধ্যে এমন হঠকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় মেট্রোর আধিকারিকদের একাংশ জানিয়েছিল, দেড় ঘণ্টা পর একটা মেট্রো দিলে তা কখনই জনপ্রিয় হতে পারে না। হলও না। ধীরে ধীরে তাই এই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার কথাই জানাবে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অত রাতে মেট্রো চালাতে গেলে বহু কর্মীকেই বাড়তি সময় থাকতে হয়। টিকিট কাউন্টার থেকে কন্ট্রোললরুম সর্বত্রই লোক থাকেন। বাড়তি সময় কাজের জন্য তাঁদের বাড়তি টাকাও দেওয়া হয়। ফলে এত খরচ করেও যাত্রী হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশেষ

বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলে দায়িত্ব বাড়ল,রাজ্যের নতুন মুখ্য সচেতক হচ্ছেন শঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ বিধানসভায় বিজেপির পরবর্তী মুখ্য সচেতক হতে চলেছে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এবার মনোজ টিগ্গা লোকসভায় যাওয়ার পর, তাঁর জায়গায় কে হবেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক? তা নিয়ে গত কয়েকদিনে বিস্তর চর্চা চলেছে রাজনৈতিক মহলে। সেই বৈঠকেই শঙ্কর ঘোষকে মুখ্য সচেতক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে । এই বিষয়ে বিজেপির কেঃদ্রীয় নেতৃত্বের সম্মতি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।স্এর আগে বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা । সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে জন বারলার পরিবর্তে তাঁকে আলিপুরদুয়ার আসন থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছিল । নির্বাচনে জিতে তিনি এখন সাংসদ । ফলে ওই আসনে উপনির্বাচন হবে । মনোজ টিজ্ঞার পর বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক কে হবেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল । বেশ কয়েকবার এনিয়ে বৈঠকেও বসে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব । শেষে শঙ্কর ঘোষকে মুখ্য সচেতক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে । আজ বুধবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে বিজেপির তরফে ।শঙ্কর ঘোষ শিলিগু।রি বিধায়কের পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে রাজ্য বিজেপির সম্পাদক পদে রয়েছেন । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত তিনি । উল্লেখ্য, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭ আসনে জয় পেলে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধী দলনেতা দক্ষিণবঙ্গ এবং মুখ্য সচেতক উত্তরবঙ্গের কোনও বিধায়ককে করা হবে । সেই মতো মনোজ টিজ্ঞাকে মুখ্য সচেতক করা হয়েছিল । শেষ লোকসভা নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গে খুব ভালো ফল করেছে বিজেপি । ফলে এবারও মুখ্য সচেতক বাছাইয়ের সিদ্ধান্তে অন্যথা হয়নি ।স্বিজেপির পরিষদীয় দলের সূত্রে খবর, বিধানসভায় পরবর্তী অধিবেশন ডাকা হলে, তখন শঙ্কর ঘোষের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে । তবে, বিজেপির পরিষদীয় কমিটির তরফে শঙ্কর ঘোষ যে মুখ্য সচেতক হচ্ছেন, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই বিষয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, আমাকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাব কিছু জানানো হয়নি । দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে আমি তা সব রকমভাবে পালন করব ।

বছর বছর পুকুর নদী, নালা শুকিয়ে কাঠ, হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে মোরলা-মাছ

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,বর্ধমানঃবছর বছর পুকুর নদী নালা শুকিয়ে কাঠ হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ। নদিনালো পুকুরে নিজে থেকেই অনেক রকমের মাছ হয় ।(মানে চাষ করতে হয় না। এদের আ মাছ বলে অনেকে।)সেখানে বেড়ে ওঠে ।বছরের পর বছর ঘুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। কিন্তু বছর বছর বেশীরভাগ নদীনালা পুকুর বড়ো বড়ো জলাসয় গ্রীষ্মে প্রখর তাপে জল শুকিয়ে যাচ্ছে।ফলে জলের অস্তিত্ব না থাকায় হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে অনেক জলজ প্রাণী। টেঙারী, কই, মাগুর, শোল, বোয়াল, সিঙ্গি কমে গেলেও যে পুকুরে মাছ চাষ হয় তাদের সাথে মিশে অনেকটা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। চাহিদা তুলনায় কম হওয়ায় দাম হচ্ছে আকাশছোঁয়া। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। তবে এই মাছের চাষও শুরু হয়েছে। কিছু নদীনালা পুকুরে চুনোপুঁটি ট্যাঙারী কই চাঁদকুড়ো কাজলী দেখা যায়। সাথে শামুক গুগলি কেকরা ঝিনুক সহ বিভিন্ন মাছ। জলজ প্রাণী মাঠে পানা পুকুরে এরা বে। ওঠে ।পরে বর্ষায় জল পেয়ে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী নদীনালা সহ বিভিন্ন জলাশয়ে ছা।য়ে পড়ে । জমে থাকা জলে সারাবছর নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। পরে বর্ষার জলে বংশবিস্তার করে প্রচুর বৃষ্টি হলে নদীনালা পুকুর জল মাঠে রাস্তায় ড্রেন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।অনেক মানুষ এই মাছ ধরে, বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এবং মানুষ খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে । অনেকের বড় মাছের চেয়ে চুনো পুঁটি মৌরলা মাছের তৃপ্তি আলাদা। বর্তমানে চুনো মাছ চাহিদা তুলনায় বাজারে কম আসে কম। তাই দাম অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছগুলি যেসব জলাশয় বেড়ে ওঠে পুকুর ডোবা, কাঁদর নদী নালা। বর্ষায় জলে ভোরে যায় ।জল থাকে সারা বছর। পরিমানে কম হলেও কিছু কিছু জল জমে থাকে সারা বছর । বিগত কয়েক বছর বর্ষা কম । গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে, দেশী, তাপমাত্রা বেশী, বেশিরভাগ জলাশয়ে মাছ থাকার মতো বা পাখিতে খাওয়ার মতো জল থাকেনা । বরং বালি মাটি তপ্ত হয়ে ওঠে। বালি কাদার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না ফলে অনের বেড়ে ওঠা চুনোমাছ মাঠে পুকুরে কাঁকড়া, শামুক গুগলি নানান জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে ।এছা।া মাঠের জমিতে কীটনাশক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাছ সহ জলজপ্রাণী বাঁচতে পারছে না। কোনরকম বেঁচে গেলেও হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রজনন ক্ষমতা। জলে নতুন করে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না। নতুন করে মাছ চাষ করার জন্য পুকুরে এক ধরনের নিম খোল দেওয়ার ফলে ছোট বড় মাছ সহ সমস্ত জলজ প্রাণী মারা যায়। আবার নদী বা বড়ো জলাশয়ে মাছ শিকার করার জন্য বা ধরার জলে বিষ দেওয়া হচ্ছে। (সু ন্দরবন এলাকা সহ বিভিন্ন নদীতে) যে মাছ ধরা পরছে না, কিন্তু পরে মরে যাচ্ছে বা তারা বংশবিস্তার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে মাছ কমে যাওয়ার মাছের চাহিদা তুলনায় যোগান কম হচ্ছে ফলে এইসব মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাকা বেশী হাতে পাওয়ার লোভে এই মাছ ধরার আগ্রহ বা একশ্রেণী মেছুয়াদের। ফলে অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছ জলজ প্রাণী কমছে। মানুষের রসনায় টান পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র, জীববৈচিত্র্য । ছোট ছোট মাছ জলজ প্রাণী বড়ো বড়ো মাছ পাখি অন্যান্য প্রাণীর প্রধান খাদ্য। বেঁচে থাকার রসদ । প্রচন্ড গরমে জল শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে । পশু পাখিদের খাবার মতো জল নেই। দ্রুত মাছ সহ জলজ প্রাণী হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র ও জীববৈচিত্র্য। শুধু প্রখর গ্রীষ্মে জন্য নয় জল থৈ থৈ বর্ষা হয়নি কয়েক বছর। ফলে মাছ নির্দিষ্ট জলাশয়ে আটকে যাচ্ছে। সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জলের অভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারছেনা । ভালো বৃষ্টি হলে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে। বর্ষা বংশ বিস্তার করে । জলের অভাবে বংশ বিস্তার হচ্ছে না । মোট আবার অন্যান্য বড়ো মাছ সহ জলজ প্রাণী ও পাখিদের বেঁচে থাকায় রসদ। দ্রুত মাছ কমতে থাকায় জলজ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে জলে থই থই করে ভাসতে ভাসতে নদী, নাল ফলে মাছগুলি ছড়িয়ে পড়ে তাদের জীবনধারন সহজ হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর বর্ষা নেই। ফলে যে মাছগুলি আছে সবে নির্দিষ্ট জলাশয়ে। ফলে সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এমনিতে অনেক মাছ হারিয়ে গিয়েছে। অনেকে শুধু নাম জানা যায় বই থেকে। ধীরে ধীরে সেই হারিয়ে যাওয়া মাছের তালিকা দীর্ঘ হবে খুব তাড়াতড়ি। এখন যে মাছগুলি রয়েছে কিন্তু কমছে সেগুলি দেখে নেওয়া যাক। পুঁটি কুচো চিংড়ি, মৌরলা, চাঁদকুড়ো, কই, স্ড, সিঙ্গী, মাগুর, চ্যাঙ, ল্যাটা ছিঙড়ি, খলসে, ভেলে, টাঙরী, স্ডগুতে ছুঁই মৌরলা বোরলি, , ওলসা মাছ, গুচি, দারকিনা মাছ, পাবদা জলুই, বাশাপাতা মাছ বা কাজলী, চেলা। আরও অনেক মাছ আছে নাম না জানা বা না মনে প।ছে না। এইসব মাছের নাম ও ছবি হযতো এদের মনে করাবে। জেলা থেকে বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির দেশে প্রকৃতির অনেক জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তার থেকেও বেশী দায় কিন্তু মানুষের। মানুষ বেহিসাবি কাজকর্ম প্রকৃতির আচরণ পাল্টাচ্ছে। প্রকৃতির সুফল মানুষই বেশী ভোগ করে। তাই মানুষকেই প্রকৃতির সম্পদ চুনোপুঁটি বাঁচাবার উদ্যোগ নিতে হবে।

৩০ জুন ফের শোনা যাবে মন-কি-বাত, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ লোকসভা ভোটের জন্য প্রায় ৩ মাস বন্ধ থাকার পর আগামী ৩০ জুন আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তাঁর প্রথম মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। জনসাধারণ নিজেদের বক্তব্য এবং পরামর্শ ২৮ জুনের মধ্যে ১৮০০-১১-৭৮০০-এই নম্বরে জানাতে পারবেন।৩০ জুন মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১১-তম পর্ব। বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত সম্প্রচারিত হবে। তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদী কি বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

জন্মদিনে রাহুলকে শুভেচ্ছা খাড়গের, দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা কংগ্রেস সভাপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধীকে তাঁর ৫৪-তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। জন্মদিনে রাহুলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন খাড়গে। বুধবার এক্স-এ শুভেচ্ছা বার্তায় খাড়গে লিখেছেন, রাহুল গান্ধীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা।এরপরই খা।গে লিখেছেন, ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত মূল্যবোধের প্রতি আপনার অটল অঙ্গীকার ও লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের প্রতি আপনার সহানুভূতি, এই গুণগুলিই আপনাকে আলাদা করে। কংগ্রেস দলের বৈচিত্র্য, সম্প্রীতি এবং সহানুভূতির মধ্যে ঐক্যের নীতি আপনার সমস্ত কাজে দৃশ্যমান, আপনি ক্ষমতার কাছে সত্যের আয়না দেখিয়ে শেষ ব্যক্তির দাঁড়িয়ে থাকা চোখের জল মুছতে নিজের মিশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষের রান্না করার মতোও জল নেই, দিল্লি সরকারকে একহাত নিয়ে মন্তব্য বীরেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ জল সঙ্কট ইস্যুতে দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। বুধবার উদ্বেগ প্রকাশ করে বীরেন্দ্র বলেছেন, মানুষের রান্না করার মতোও জল নেই। জল সঙ্কট ইস্যুতে বুধবার সকালে দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এবং নতুন দিল্লির বিজেপি সাংসদ বাশুরি স্বরাজও। এএপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হন তাঁরা। সাধারণ জনসাধারণের সমস্যার কথা তুলে ধরে বীরেন্দ্র বলেছেন, জনসাধারণ বলছেন হয় আমাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হবে অথবা জলের জন্য সারারাত অপেক্ষা করতে হবে। এমনকি রান্না করার জন্যও মানুষের কাছে জল নেই।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৮৬ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লুটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রাথমিক বাণিজ্যে, ব্র্যান্ড ক্রুড ০.০৩ ডলার বা ০.০৪ শতাংশ বেড়ে ৮৫.৩৬ ডলারে লেনদেন করছে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লুটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.০৭ ডলার বা ০.০৯ শতাংশ কমে ৮১.৫০ ডলারে লেনদেন করছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটারে ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন অভিজিৎ দাস,সেই অভিজিতকে ‘শাস্তি’ দিল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ডায়মন্ড-হারবার লোকসভা কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসকে বরখাস্ত করল দল। সাময়িকভাবে তাঁকে বরখাস্ত করেছে বিজেপি-র দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি।গত মঙ্গলবার রাতেই অভিজিৎকে শোকজের চিঠি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিজেপির ‘তথ্যানুসন্ধানী'কে দলকে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হওয়াতেই অভিজিতের বিরুদ্ধে ওই সিদ্ধান্ত। ভোট পরবর্তী ‘ সন্ত্রাস পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছে ওই ‘ তথ্যানুসন্ধানী দল। যার আহ্বায়ক ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারে সেই প্রতিনিধি দল বিজেপিরই ঘরছাড়াদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। ওই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্য বিজেপি।দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিজেপির দীর্ঘ দিনের কর্মী হিসাবেই পরিচিত অভিজিৎ। একাধিক বার পদ্ম প্রতীকে ভোটেও লড়েছেন তিনি। এ বার লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন। সেই অভিজিকেই কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠিয়েছে বিজেপি। করেছে বরখাস্তও। অভিজিকে কেন শোকজ, তার ব্যাখ্যা দিয়ে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের তরফে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবারের ‘ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গরহাজির থাকা, ভোট-পরবর্তী ‘হিংসায় আক্রান্ত'দের সেই বৈঠকে যেতে না দেওয়া এবং কর্মীদের দ্বারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ঘেরাও, অনৈতিক মন্তব্য এবং পরবর্তী কালে ডায়মন্ড হারবারের বিজেপির জেলা অফিসে বিশৃঙ্খলায় অভিজিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে নিজের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে তাঁকে। নেতৃত্বের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তাঁকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করার কথাও চিঠিতে লেখা রয়েছে।স্ববিজেপির অন্দরের একটি

অংশের দাবি, সপ্তম দফায় ডায়মন্ড হারবারে ভোটের দিন থেকেই তাল কাটার শুরু। সে দিন ফলতা এলাকায় শ'চারেক বুথে ‘ পুনর্নির্বাচন দাবি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই দাবি নিয়ে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি রাজ্য বিজেপির নেতাদের। ঘনিষ্ঠমহলে তা নিয়ে ‘অসন্তোষ' প্রকাশ করেন অভিজিৎ। এ ছাড়াও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ সর্দারের কর্মকাণ্ড নিয়েও একাধিক বার ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন প্রার্থী অভিজি। টাকাপয়সা নিয়েও ক্ষোভ ছিল অভিজিতের। অনেকেই মনে করছেন, সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছে গত মঙ্গলবার। সে দিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন আমতলায়। কিন্তু অভিযোগ, দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক করলেও অভিজিতের বাড়িতে আশ্রয়-নেওয়া ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করতে যাননি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন ঘরছাড়াদের একাংশ। তাঁরা পথের মধ্যেই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ‘ দলের আহ্বায়ক বিপ্লবের গাড়ি আটকে দেন। সরাসরি ক্ষোভের কথা জানান তাঁকে। কিন্তু অভিযোগ, তবুও কেন্দ্রীয় টিমকে তাঁদের আশ্রয়স্থলে নিয়ে যেতে পারেননি ঘরছাড়ারা। এর পরেই স্থানীয় বিজেপি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন বিক্ষোভকারী ঘরছাড়াদের একাংশ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে এ ভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসায় অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। তার পরেই তড়িঘড়ি অভিজিকে শোকজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০জুন মার্ট ঃবৃহঃবার, ৫ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৃনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৫ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪৫ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৭টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৯ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। শুভ দিন হবে। **বৃষভ রাশিঃ**বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। **মিথুন রাশিঃ** আপনার স্ত্রীর মনোরম মেজাজ আপনার দিনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। সংসারে শান্তি হবে। **কর্কট রাশিঃ**অতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় আপনি আপনার ব্যবসায় ভাল করতে পারবেন যা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে। **সিংহ রাশিঃ**প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিযন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। **কন্যা রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। **তুলারাশিঃ**আনন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** সামাজিকতার ভয় আপনাকে বলহীন করে তুলতে পারে। এটি সরাতে আপনার আত্ম-সম্মানকে উসাহিত করুন। **ধনু রাশিঃ**কোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। বিবাহের যোগ। **মকর রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সন্তান হতে পারে। **মীন রাশিঃ**যদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং চিন্তা অত্যধিক সেই প্রয়োজনীয় অব্যাহতি দেবে। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয়

বরানগরে নাগরিক সমস্যা সমাধানে কিউয়ার কোড চালু

বরানগর, ১৯ জুন ঃ বরানগর বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ের পরই নাগরিক সমস্যা সমাধানের জন্য তপর নব নির্বাচিত বিধায়ক সায়ন্তিকা বংঃদ্যাপাধ্যায়। চালু করলেন কিউয়ার কোড। তৃণমূল সূত্রে খবর, বরানগরবাসীর সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করতেই এই অত্যাধুনিক পদ্ধতি চালু করেছেন সায়ন্তিকা। কিউআর কোড উদ্বোধন করেছেন তিনি। সেখানে নিজেদের যে কোনও সমস্যা এলাকাবাসী সরাসরি নব নির্বাচিত বিধায়ককে জানাতে পারবেন। সায়ন্তিকা বলেন, আমার প্রথম ক্যাম্পেন এটা। এই কিউআর কোড স্ক্যান করে মানুষ আমায় নিজের নিজের সমস্যা জানাতে পারবেন। এখানেও বিধায়ক অফিসও খোলা হবে। সেখানেও সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। তবে যাঁরা আসতে পারবেন না তাঁরা এই কোড স্ক্যান করে সমস্যা তুলে ধরতে পারবেন। অবশ্যই এটা দুয়ারে সায়ন্তিকা। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনই বরানগর উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। দেখা যায়, কখনও সজল ঘোষ এগিয়ে যাচ্ছেন, কখনও আবার এগোচ্ছেন সায়ন্তিকা। তবে শেষ হাসি বজায় রাখলেন তৃণমূল প্রার্থী। এর আগের বিধানসভায় বাঁকুড়া থেকে লড়াই করেন সায়ন্তিকা। কিন্তু সেখানে জিততে পারেননি। তারপরও এলাকা ছাড়েননি। রীতিমতো অফিস বানিয়ে এলাকায় কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীতে বরানগর উপ-নির্বাচনে তাঁকে দাঁড় করায় তৃণমূল।

সল্টলেকে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ সল্টলেকের এইচ পি ঘোষ হাসপাতালে কলকাতায় প্রথম প্রবীণ নাগরিকদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসক ও নার্স সমন্বিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হল। হাসপাতালের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে বসবাসকারী প্রবীণ নাগরিকরা বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন। স্বাস্থ্য এমনই একটা ক্ষেত্র, যেখানে হাজার আধুনিক পরিষেবার মাঝেও সেবা ও মানবিকতার একটা দায় থাকে। সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এইচ পি ঘোষ হাসপাতালের এই প্রকল্প। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের ডাইরেক্টর মেডিক্যাল সার্ভিস ডা. তৃণাঞ্জন সারেঙ্গী, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের প্রধান ডা. হীরক ভট্টাচার্য, এবং হাসপাতালের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এঁদের সঙ্গে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও জরুরী বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিসকেরা এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ও সংকটাপন্ন অবস্থায় মুমূর্ষু রোগীর প্রাথমিক ও পরবর্তি পর্যায়ের চিকিৎসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। গত বছরে ১৯২৩এ শুরু হয়ে ধীরে ধীরে এইচ পি ঘোষ হাসপাতাল একটি পূর্ণাঙ্গ অত্যাধুনিক চিকিসাকেন্দ্রের রূপ নিতে চলেছে। প্রচলিত চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কলকাতায় অনন্য কিছু অত্যাধুনিক পরিষেবাও নিয়ে আসছেন। 'স্মার্ট আইসিইউ' ও 'পালমোনারি চেস্ট ট্রি'র পর আজকের এই বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্প এ বিষয়ে এক গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ। ডা. তৃণাঞ্জন সারেঙ্গী জানান যে দমকলের মতোই জরুরী ভিত্তিতে এই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কাজ করবে। ঘটনাস্থলে পৌছেই চিকিসক রোগীর জীবনদায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করবেন।

ডা. হীরক ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে এই পরিষেবা সপ্তাহে সাতদিনই চব্বিশ ঘণ্টা পাওয়া যাবে। হাসপাতালের সিইও সোমনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন যে আমাদের পূর্বসূরী প্রবীণ নাগরিকদের সুষ্ঠ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। এই ফ্রি চিকিসক ও নার্স সমন্বিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা তাঁদের দ্রুত সুষ্ঠ অত্যাধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করবে। এই প্রকল্প শুধু মানুষের জীবনদান করবে না মানুষের কাছে আমাদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

খরিফ ও রবি মরশুমে উৎপাদনে সরকারের বেশকিছু পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ খরিফ ও রবি মরশুমে রেকর্ড শস্য উপাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার বেশকিছু পরিকল্পনা নিয়েছে। ফসল ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, রাজ্যের অধীন কৃষি খামারগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় ফলের গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খামারগুলিতে পর্যাপ্ত জলের জোগান নিশ্চিত করতে পুকুর কাটা হবে। এছাড়া দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় ধানের বদলে বিকল্প চাষের উপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের পাশাপাশি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো অন্য রুক্ষ এলাকাগুলিকেও এমন অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে জেলায় জেলায় কতটা সারের প্রয়োজন এবং কতটা জোগান রয়েছে, তা দেখতে এলাকায় এলাকায় কৃষিদপ্তরের আধিকারিকরা যাবেন বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সারের অতিরিক্ত দাম নিলে ডিলারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলার কৃষি আধিকরিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সারের জোগান ঠিক রাখতে কেন্দ্রকেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, কৃষিক্ষেত্রে এরাজ্যকে মডেল নির্বাচিত করেছে কেন্দ্র। রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্পের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজও রাজ্যে ভালোভাবে রূপায়িত হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার কাজে রাজ্য নতুন নজির গড়েছে । ফলে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক বৈঠকে পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের আধিকারিকদের সামনে এরাজ্যকে মডেল হিসেবে তুলে ধরেছে কৃষিমন্ত্রক। রাজ্যের কৃষি পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি প্রতিটি জেলার সঙ্গে বৈঠকে বসেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন কৃষিসচিব ওঙ্কার সিং মিনা, কৃষি অধিকর্তা আশুতোষ মণ্ডল। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বৈঠকেও রাজ্যের এই সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে আরও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন সে বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে।

অণ্ডালে শিবকালী মন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, অণ্ডাল, ১৯ জুন ঃ মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডাল থানার মদনপুরে। সেখানকার এক শিবকালী মঃিদরে গতকাল রাতে চুরি করে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, ওই মন্দিরে থাকা সিসিটিভি ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা ডিভিআর মেশিন নিয়েও পালিয়ে গিয়েছে। ঘটনাকে কেঃদ্র করে বুধবার সকালে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ কোনা এক্সপ্রেসওয়েকে যানজট মুক্ত করতে প্রস্তাবিত এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ছয় লেনের এই করিডোর তৈরি করবে। ৭ কিলোমিটারের বেশি এলাকাজুড়ে এই ফ্লাইওভারের কাজ হবে। এর মধ্যে মাত্র ২৫০ মিটার অংশে জমি হস্তান্তর বাকি রয়েছে। যা দ্রুত শেষ হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ক্যারি রোডের ফুটবল গেটের কাছ থেকে খেজুরতলা পর্যন্ত এই করিডর তৈরি হবে। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সরাসরি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, বম্বে রোড, দিল্লি রোডের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। সেই রাস্তাকে ছয় লেন করা হলে স্বাভাবিক ভাবেই গাড়ির চাপ অনেকটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৩৯ কোটি টাকার।

সল্টলেকে মুদির দোকানে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ সাত সকালেই অগ্নিকাণ্ড সল্টলেকে। বুধবার সকালে সল্টলেকের নয়াপট্টিতে একটি মুদির দোকানে আচমকাই আগুন লেগে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কী থেকে আগুন লাগল ওই মুদির দোকানে তার কারণ জানা যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সকালে নয়াপট্টিতে একটি মুদির দোকানে আচমকাই আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল, দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

বেলুড় বিস্ফোরণ-কাণ্ডে ধৃত ১, তোলা হলো আদালতে

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ মঙ্গলবার দুপুরে বেলুড় বিস্ফোরণ-কাণ্ডে ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই গোডাউন মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। তিনি আসল মালিকের থেকে গোডাউনটি ভাড়া নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম প্রদীপ মিত্র। ওই এলাকা থেকেই তাঁকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বুধবার দুপুরে ধৃতকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। আদালতে ধৃতের ২ দিনের পুলিশ হেফাজত হয় বলে আদালত সূত্রের খবর।

জিতলে পুরস্কার হিসাবে মিলবে ১০ কেজির ছাগল

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ , ১৯ জুন ঃ সুন্দরবনের ১৩ নং স্যান্ডেলের বিল গরামে ঐতিহাসিক হিন্দুস্তান পাকিস্তান মাঠে আকর্ষণীয়.ফুটবল খেলার উপহার আস্ত ছাগল। স্থানীয়রা জানান, এই খেলা প্রায় ৩০-৩৫ বছর ধরে চলছে । এই খেলার পুরস্কার হিসাবে ট্রফি, শিল্ড, নগদ টাকা, বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের রীতিই চালু ছিলো। কিন্তু অধুনা নিয়ম বদলিয়েছে। ট্রফির বদলে পুরস্কার হিসাবে এসেছে ছাগল। ২০২৪ সালে আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে খেলার সূচনা পর্ব। বিয়ে যেভাবে হয়, ঠিক সেই ভাবেই মালা বদল করে শুরু হয় খেলা। পরস্পর প্রতিদ্বন্ধী দুটি দলের একটিতে থাকছে মেয়ের বাবারা, আরেকটি দলে থাকছে ছেলের বাবারা। ৩০ মিনিটের এই খেলার পুরস্কার হিসাবে আছে, তিনটি তিন রংয়ের খাসি। এক একটি ছাগলের ওজন প্রায় ১০ কেজি ।এই খেলা দেখার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে ক্রীড়া প্রেমীরা ভিঁড় জমান হিন্দুস্তান পাকিস্তান মাঠে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল চালু হল

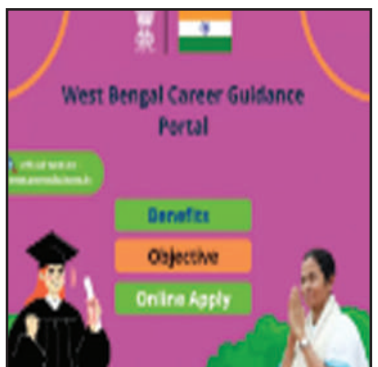

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল চালু করল রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতর। আগামী ২৪ জুন থেকে দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। এই আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত। বুধবার বিকাশ ভবনে এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয, ৪৬১টি কলেজে স্নাতক স্তরে ৭২১৭টি কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে এই পোর্টালের মাধ্যমে। তবে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়ার বাইরে রয়েছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, স্বশাসিত কলেজ, সংখ্যালঘু কলেজ, বিএড, ফাইন আর্টস, পারফর্মিং আর্টস, ক্রাফ্‌টস, নৃত্য, সঙ্গীত কলেজের কোর্সপ্রোগ্রাম। দেশের যে কোনও প্রান্তের শিক্ষার্থী এই পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বিনামূল্যেই আবেদন করা যাবে। প।ড়য়ারা কীভাবে কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত জানান হয়েছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অফিশিয়াল পেজে। প্রথমে ওয়েবসাইট 'উচ্চশিক্ষা'-য় যেতে হবে প।ুয়াদের। এরপর হোমপেজের ডানদিকের উপরে 'Admission Portal' লেখা আছে। তাতে ক্লিক করতে হবে। খুলে যাবে একটি নতুন পেজ। সেই পেজের নীচের দিকে ' Your Preferred Institutions and Courses Programmes' আছে। সেখানে জেলা, প্রোগ্রাম, বিষয়, কলেজ বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ধরে খোঁজার অপশন রয়েছে। তারপর নিজের পছন্দের কোর্স, কলেজ বেছে নিতে হবে প।ুয়াদের। এরপর সার্চ করতেই সংশ্লিষ্ট কলেজের পেজ ওয়েবসাইট দেখাবে। সেখানে কলেজের ওয়েবসাইট, আসন সংখ্যা, কোর্স ফি এবং যোগ্যতা দেওয়া আছে। কোন কোর্সে কত আসন আছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পাবেন তাঁরা। এরপর ' ক্লিক করলে একটি পপ-আপ উইন্ডো খুলে যাবে। থাকবে কলেজের বিবরণ, কলেজের ওয়েবসাইট, ইমেল আইডি এবং ফোন নম্বর। কেন্দ্রীয় পোর্টাল ব্যবহারে অনেক সুবিধে পাবেন প।ুয়ারা। কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে সর্বাধিক ২৫টি কলেজে আবেদন করা যাবে। বিভিন্ন কলেজে আবেদন পুরোপুরি বিনামূল্যে। পোর্টালে যেহেতু ২৩টি জেলার কলেজের নাম দেওয়া আছে। তাই জেলাভিত্তিক কলেজের তালিকা বেছে নিতে পারবেন পড়ুয়ারা। এছাড়াও কোনও পড়ুয়া কোনও কলেজে ভর্তি হলেও অন্য কলেজে যেতে পারবেন। যদি দেখা যায় দ্বিতীয় কলেজের ফি কম, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা ফেরত পাবেন তাঁরা।

জামশেদপুর থেকে গ্রেপ্তার পার্ক স্ট্রিট গুলি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সোনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ল পার্ক স্ট্রিট গুলি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সোনা। জামশেদপুর থেকে মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের গুণ্ডাদমন শাখা। নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়। পার্ক স্ট্রিট গুলি কাণ্ডে প্রথম থেকেই পুলিশের নজরে মহম্মদ ফইউদ্দিন ওরফে সোনা। তদন্তকারীদের ধারণা ছিল, আপাতত গা ঢাকা দেওয়া সোনা বিহারে পালিয়েছে। কারণ, বিহার দ্বারভাঙায় সোনার আসল বাড়ি। তার শ্বশুরবাড়ি বিহারের সাসারামে। ওই দুই জায়গায়ই তার সম্পত্তি রয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। সোনার সন্ধানে যেন কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে তল্লাশি চলছে, তেমনই তাকে খুঁজতে বিহারেও পুলিশের টিম তল্লাশি চালায়। অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল সোনাকে। প্রসঙ্গত, তিলজলার কুখ্যাত গ্যাংস্টার রশিদ আলম ওরফে গব্বর তার শ্যালক ফইউদ্দিন ওরফে সোনাকে সঙ্গে নিয়েই গ্যাং তৈরি করে। তার আগে মধ্য কলকাতার কুখ্যাত গ্যাংস্টার রিপন স্ট্রিটের আখতার মেহমুদের দলে ছিল সোনা। পরে গব্বর ও সোনার গ্যাং মধ্য কলকাতা, পূর্ব কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতায় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে। খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, মাদক পাচার, প্রোমোটিং ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলাবাজিতে গব্বর-সোনার গ্যাং সিদ্ধহস্ত। ১৯৯৭ সালে বাদশা ও ১৯৯৮ সালে সাদিক খুনের অভিযোগে সোনা গ্রেপ্তারও হয়েছিল। তিলজলায় বান্টি খুনের ঘটনায় ২০০১ সালের ডিসেম্বরে গব্বর গ্রেপ্তার হয়। তার আগেই সোনা তিলজলার চুন্নু মিঞার গ্যাংয়ে যোগ দেয়।

মানিকতলায়ও প্রার্থী দিচ্ছে হাত শিবির, দুটি নাম নিয়ে চর্চা শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ জোট ধর্ম না মানার দায় বামফ্রন্টের উপর চাপালো কংগ্রেস। তার পরে বাগদা আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস। জল্পনা বাড়িয়েছে মানিকতলা কেন্দ্র। বার বার শরিক দলের সঙ্গে গোলমাল সামলাতে না পারার জেরে তার ধাক্কা জোট ধর্মে এসে লাগছে। তাই ফ্রন্ট বিশেষ করে সিপিএমের উপর চাপ বজায় রাখতে মানিকতলা আসন নিয়েও প্রদেশ কংগ্রেস ভাবছে বলে খবর। এআইসিসির কাছে সেই সংক্রান্ত প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সম্ভাব্য দুটি নামও চর্চায় রাখা হয়েছে। কিন্তু জোটে সিপিএমের উপর চাপ বাড়াতে মানিকতলা আসন নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা সেরে রেখেছে প্রদেশ কংগ্রেস। যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থেকেও ফরওয়ার্ড ব্লকের চাপে কার্যত তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সিপিএম। তাতে নিজেদের পুরনো আসনের দাবি থেকে সরে আসতে হচ্ছিল কংগ্রেসকে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় নেতৃত্বের চাপেই বাগদায় প্রার্থী দেয় প্রদেশ নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতেই পাল্টা চাপে মানিকতলা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এআইসিসি রাজি হলে মানিকতলায় সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি রানা রায়চৌধুরি অথবা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্রের পরিবারের কোনও সদস্যের নাম সামনে আসতে পারে।

রাতে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্লু লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ১৯ই জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য মেট্রো রেলওয়ে ২৪,০৫,২০২৪ থেকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্লু লাইনে বিশেষ রাত্রিকালীন মেট্রো পরিষেবা চালাচ্ছে। আপ এবং ডাউন উভয় দিকের এই পরিষেবা দু'টি সোম থেকে শুক্র রাত ১১ টায় কবি সুভাষ এবং দমদম স্টেশন থেকে ছা।ছে। রাতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের চাহিদা পূরণ করা যাবে এই আশা নিয়ে চালু করা হয়েছিল এই পরিষেবা। তবে দেখা যাচ্ছে যে রাতের এই পরীক্ষামূলক পরিষেবাগুলি মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, দমদম এবং কবি সুভাষের মধ্যে যাতায়াতকারী রাত ১১ টার প্রতিটি ট্রেনে গড়ে মাত্র ৩০০ জন যাত্রী হচ্ছে। এই পরিষেবাগুলি চালাতে মেট্রো রেলের প্রচুর খরচ হচ্ছে (চালানোর খরচ হিসাবে প্রায় ২.৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খরচ হিসাবে ৫০ হাজার টাকা)। কিন্তু বিনিময়ে এই দুটি ট্রেন থেকে আয় হচ্ছে খুবই কম (গড়ে মাত্র ৬ হাজার টাকা)। এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে অনেক স্টেশনে কাউন্টার খোলা রেখে গড়ে মাত্র ১ বা ২ টি টোকেন বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ টোকেন বিক্রির হারও খুবই কম। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আগামী ২৪০৬২০২৪ (সোমবার) থেকে এই পরীক্ষামূলক রাত্রিকালীন পরিষেবার সময় ২০ মিনিট এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৪০৬২০২৪ তারিখ থেকে ব্লু লাইনে এই পরীক্ষামূলক রাত্রিকালীন পরিষেবাগুলি কবি সুভাষ এবং দমদম থেকে রাত ১০.৪০ টায় ছাড়বে। এই পরিষেবাগুলি সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাওয়া যাবে এবং সমস্ত স্টেশনে থামবে। কোনও স্টেশনে টোকেন, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি বিক্রির জন্য কোনও টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে না। যাত্রীদের ইউপিএ পেমেন্ট মোড ব্যবহার করে সমস্ত স্টেশনে বসানো ASCRM মেশিন থেকে টোকেন কেনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। স্মার্ট কার্ড থাকা যাত্রীরাও এই পরীক্ষামূলক রাতের পরিষেবায় চড়তে পারবেন। আগামী ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ থেকে রাত্রিকালীন পরীক্ষামূলক পরিষেবা দু'টি দমদম ও কবি সুভাষ থেকে আর ১১.০০ টায় ছাড়বে না।

হাওড়া পুর এলাকার ২৬নং ওয়ার্ডে জন্ডিসের প্রকোপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুন ঃ হাওড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে এবার জন্ডিসের প্রকোপ দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকায় পুরসভার পানীয় জলে পোকাপাক। মিলছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। কার্যত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই পাল্টা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা হাও।ার প্রাক্তন মেয়র পরিষদ শ্যামল মিত্র। বুধবার ওই এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা গেলে তাঁদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অভিযোগ, হাওড়া পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জল থেকে অনবরত বের হচ্ছে পোকা। এর পাশাপাশি জলও নোংরা আসছে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সেই জল খেয়েই অসুস্থ হয়ে প।ছেন এলাকার বহু মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই এই এলাকায় জল থেকে ময়লা ও পোকা বেরচ্ছে। বারবার পুরসভাকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তথা এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্যামল মিত্র। শ্যামলবাবু দাবি করেন বারবার হাওড়া পুরসভাকে জানিয়েও কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন যখন বাড়াবাড়ি হয়েছে তখন ভিডিও কল করে দেখানোর পর স্বাস্থ্যকর্মীদের পাঠানো হয়েছে এলাকায়। এদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকায় পৌঁছতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। স্থানীয় বাসিন্দারা স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে হাওড়ার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডেও দেখা গিয়েছিল ডায়রিয়ার প্রকোপ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের জন্ডিসের প্রকোপ হাওড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওযার্ডের কাসুন্দিয়া ও মল্লিকপাড়ায়। পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু হয়েছে। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের সেখানে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি সেই এলাকার পানীয় জলের স্যাম্পেল নিয়ে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে পদ্মপুকুর জল প্রকল্পে ল্যাবরেটরিতে। দু'একদিনের মধ্যেই সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। স্থানীয় বাসিন্দা তমালী চক্রবর্তী বলেন, অনেক দিন ধরেই পেটের সমস্যা হচ্ছিল। দেখা গেল হেপাটাইটিস-এ পজিটিভ। ডাক্তারবাবু বারেবারে বলেছেন জলের জন্যই এই সমস্যা। জল পরিস্কার না হলে এই সমস্যা থাকবে। এপ্রিল থেকে এই সমস্যা চলছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। গোটা পাড়া ছেয়ে যাবে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, জলের সমস্যার জন্য জন্ডিস, পেটের রোগ হয়েছে। হাওড়া পুরসভার কেউ খবর নেয়না। প্রায় ২ মাস ধরে ঘটছে এমন অবস্থা। হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্র বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় জলের মধ্য থেকে নোংরা, পোকা বেরচ্ছে। ঘটনাটি জানতে পেরে বিষটি পুরপ্রধানকে জানানো হয়। কিন্তু উনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। এদিন ভিডিও কল করে কমিশনারকে সমস্ত বিষয় জানাই। কমিশনারকে জানানোর পর সঙ্গে সঙ্গে উনি হেলথের টিম পাঠান। হাওড়া পুরসভার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খুব খারাপ। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, এটা ক্রনিক সমস্যা নয়। এটা হটাই ঘটেছে। জলের পাইপে কোথাও কোনও লিক হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি জানার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম, মেডিকেল টিম, জলের টিম সেখানে গিয়েছেন। আমাদের দপ্তরের কর্মীরা সেখানে গিয়েছেন। যদি পাইপের কোথাও কোনও লিকেজ থাকে তাহলে তা সারানো হবে। ঘটনাস্থল থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তা টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। জলের ট্যাঙ্ক যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পাঠানো হয়। যদি এর মধ্যে পাইপ লাইন ঠিক হয়ে যায় তাহলে ট্যাঙ্ক পাঠানোর প্রয়োজন নেই। না হলে ট্যাঙ্ক পাঠানো হবে।

সুইমিংপুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ১৯ জুন ঃ সুইমিংপুলে সাঁতার শিখতে গিযে.জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। প্রতীক বিশ্বাস বয়স আট। বারাকপুর নোনা চন্দন পুকুর অ্যাথলেটি ক্লাবে দু বছর ধরে সাঁতার শেখে সে। এসেছিল মায়ের সাথে অনেক বাচ্চা সেখানে সাঁতার কাটছিল হঠ্যাই জলে তলিয়ে যায় প্রতীক। বাড়ির লোকের অভিযোগ সাঁতার শেষ হয়ে গেলেও সেই বাচ্চাকে জল থেকে সে উঠে পড়ে তারপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতীকের গার্জিয়ানের অভিযোগ ট্রেনারের গাফিলতিতে প্রাণ যায় প্রতীকের। বারাকপুর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃতবলে ঘোষণা করে এলাকার শোকের ছায়া। এরপর সাঁতার শেখাতে আসা অভিভাবকরা ট্রেনারের শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে। এরপর টিটাগর থানা পুলিশ এসে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে।

গাঁজা খাওয়ার প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৯ জুন ঃ হাসনাবাদের ভেবিয়া সাদিগাছি পশ্চিমপাড়ার ঘটনা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পশ্চিমপাড়া সংলগ্ন একটি জলকরের পাশে বসে গাঁজা খাচ্ছিলো কয়েকজন যুবক। তার প্রতিবাদ করেন আলাউদ্দিন মন্ডল। প্রতিবাদ করায় তারা আরো দুজন কে ডেকে আনে ও পাঁচ জনে মিলে তাকে মারধোর করে, এমনকি মেরে জলকরের জলে চুবানো হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় এক যুবক তা দেখতে পেয়ে তৎক্ষনাৎ সেখানে গিয়ে ধস্তাধস্তি করে কোনক্রমে আলাউদ্দিন কে উদ্ধার করে। তৎক্ষনাৎ তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে ও তারপর টাকী গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় আলাউদ্দিন কে। রাতে হাসনাবাদ থানার দারস্থ হবে বলে জানায় আলাউদ্দিনের পরিবার।

শুভজিতের কফিনবন্দি দেহ ফিরল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুন ঃ ট্রেন সফর পরিণত হয়েছে শেষযাত্রায়। বুধবার ভোরে বালিগঞ্জের জামির লেনের বাড়িতে ফিরল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত শুভজিৎ মালির নিথর দেহ। মেয়ের জন্মদিনেই বাবার মৃত্যু হয়েছে। শোকে স্তব্ধ পরিবারের সদস্যরা। মেয়ের জন্মদিন বলেই তৎকালে টিকিট কেটে বাড়ি ফিরছিলেন শুভজিৎ। আনন্দ বদলে গিয়েছে বিষাদে।

বুধবার শুভজিতের বাড়িতে যান মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আরও একবার রেলকে

নিউবারাকপুরে বিচিত্রানুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১৯ জুন ঃ নিউবারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের বহুমুখী সামাজিক, সেবা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিপ্লবী সংঘের উদ্যোগে মঙ্গলবার মধ্যরাতে নিজস্ব সংঘ ময়দানে বিচিত্রানুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় ও বহিরাগত জি বাংলা, দূরদর্শন খ্যাত খ্যাতনামা স্বনামধন্য সংগীত শিল্পীরা সুদৃশ্য বিশাল মঞ্চে সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করেন। শুরুতে পুনশ্চ সংস্থার শিল্পী কলাকুশলিরা উদ্বোধনী দুটি সংগীত পরিবেশন করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ আষাঢ়, ১৪৩১

অভিনেতা ছবি বিশ্বাস

বাঙালি জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখালেন তিনি। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আপনি 'বেঙ্গল কেমিক্যালস' এর ওষুধের নাম জানেন? এ কালের অনেকেই হয়তো বলবেন, ওসব বেঙ্গল-ফেঙ্গল এখন চলে না। মডার্ন মেডিসিনের যুগ। 'ভারতীয় রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থপয়িতা', 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' ও তার প্রতিষ্ঠাতা রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নাম হয়তো এখন খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই জানেন। স্বাদেশিকতা বোধ তো দূর অস্ত। আশ্চর্যের বিষয় হল প্রফুল্ল রায়ের জন্মদিনটা ২ আগষ্ট কি না কনফার্ম হবার জন্য তিনটে বাংলা ক্যালেন্ডার ও দুটো ইংরেজি ক্যালেন্ডার দেখতে গিয়ে অবাক হলাম কোথাও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের জন্মদিনের উল্লেখ না দেখে। অথচ কত বাবা, ক্ষ্যাপা প্রমুখের জন্মদিন, ছটপুজো, কৌমুদী পুর্ণিমা এ সবেরই উল্লেখ আছে। নেই শুধু স্যার পি সি রায়ের নাম। বাঙালির এই অধঃপতিত অবস্থার কথা শতবর্ষাধিক আগেই লিখে গেছেন তাঁর 'অন্ন সমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ১৮৬১ সালে জন্মেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালির মনন থেকে মুছে গেছেন। অথচ তিনি বার বার 'ডিগ্রিপ্রিয় ,চাকরি প্রিয় বাঙালিকে' 'বিলাসের আরামশয্যা' থেকে জাগাবার চেস্টা করে গেছেন, তাদের দোষ ত্রুটি শুধরে নিতে পথনির্দেশ করেছেন। বাঙালি 'আলস্যের নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখে', 'বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হইয়া' জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দেয়। ফলে 'বাঙালি সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপদ হইতেছে'। রসায়নের ক্লাস। ছাত্রদের সামনে এক টুকরো হাড় হাতে নিয়ে বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে মুখে পুরে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ছাত্রদের শেখালেন, এটা ক্যালসিয়াম ফসফেট। এছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা কোন প্রাণীর হাড় তা-ও আর চেনার উপায় রইল না। রসায়ন দিয়ে শুধু রসায়ন শিক্ষাই নয়, ছাত্রদের মনে ধর্মান্ধতার মূল উপড়ে ফেলার মন্ত্রটিও প্রবেশ করিয়ে দিতেন তিনি। যত টুকু দরকার, তার বাইরে কতটুকুই বা পড়ার আগ্রহ আছে আমাদের বইবিমুখ আগামীর? অথচ, বই পড়ার আগ্রহ থেকেই জন্ম হয়েছিল এই বাঙালি মনীষীর। নিজের সফলতাকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সার্থকতার শিখরে। ১৮৬১, ২ অগস্ট অবিভক্ত বাংলাদেশের রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রপিতামহ মানিকলাল রায় ছিলেন নদিয়া (কৃষ্ণনগরের) ও যশোরের কালেক্টরের দেওয়ান। পিতামহ আনন্দলাল রায় ছিলেন যশোরের সেরেস্তাদার। পিতা হরিশচন্দ্র রায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। বাবা মায়ের আদরের সেই ছোট্ট ফুলু পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন 'মাস্টার অফ নাইট্রাইটস' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কেমন ছিল তাঁর এই জীবন পথ? নিজ গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই তাঁর শিক্ষার সূচনা।

বিশ্ব জুড়ে ইজরায়েলি বিজ্ঞান

কোকাকোলা বয়কট করেন তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু লিস্ট শুধু কোক না লিস্টটা অনেক লম্বা।পড়তে পড়তে আপনার দাঁত ভেঙ্গে যেতে পারে। শুরুটা ইনটেল , মাইক্রোসফট , উইকিপিডিয়া , গুগল ও ফেসবুক দিয়ে শুরু করা যাক। আপনি যে কম্পিউটার ব্যবহার করছেন তার প্রসেসরটা ইহুদীদের তৈরী।একটা ১৪ ইনটেল প্রসেসরের দাম প্রায় ৬৯০০০ টাকা।ওটা নিশ্চয়ই আপনার দুই লিটার কোকের দাম নয় যে চাইলেই ফেলে দিবেন। এতবড় আত্মা এখনো এই দেশে কম্পিউটার ব্যাবহারকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের হয় নাই। ডেল, লেনোবা যাই ব্যাবহার করুন ওদের কাছে আপনি না চাইলেও খত দিতে হবে।সবার ঘরে ঘরে তো আর কম্পিউটার নাই!! আপনার হাতের যে মোবাইলটা তার বিভিন্ন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এই ইহুদিদের তৈরী। ফেসবুক , গুগল , ইউটিউব এসব ব্যাবহার করতে করতে যারা হাতের আঙ্গুল ব্যাথা করে ফেলছেন তারা বড়জোর নির্লজ্জের মত ফেসবুক ভিউ পেতে পোস্ট করেই শেষ। আমাদের দেশের বিভিন্ন বুলডোজার ইহুদিদের তৈরি। ওদের তৈরি Dell– GE – HP এগুলো আপনারা ছাড়বেন না তাতো বহু আগে থেকেই জানা। আরব বিশ্বে ইহুদীদের ম্যাকডোনাল্ড এর সংখ্যা কেন দিন দিন বাড়তেছে সেই প্রশ্ন কখনো নিজেকে করছেন? ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি এসব দেখলেই যাদের জিহ্বা লিকলিক করে তারা শুধু ফেসবুকে বয়কট লিখেই জিহ্বা চাটতে চাটতে বাসায় ফিরে যাচ্ছেন সেটাও আমি জানি। যে নোকিয়া মোবাইল দিয়ে আপনার মোবাইল ব্যাবহার শুরু করেছিলেন সেটাও তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্ববিখ্যাত মোটোরোলাও তাদের। আপনি হয়তো ভাবছেন আজ থেকে পাকিস্তানি মোবাইল ব্যবহার শুরু করবেন কিন্তু সেই মোবাইলের ভেতরের যন্ত্রাংশ ও তাদের। আপনাদের শুধু আছে মুখ আর মুখোশ। মাত্র ৬০ লক্ষ জনসংখ্যার একটি দেশ আপনাদের পুতুলের মত নাচাচ্ছে আর আপনারা নেচে নেচে তাদেরই ফেসবুকে এসে পোস্ট দিচ্ছেন ' বয়কট!! আপনার এই পোস্টেও লাভ তাদেরই হচ্ছে । ইসরাইলের পণ্য জানার জন্য গুগলে সার্চ করছেন এতেও লাভ তাদের হচ্ছে। আপনারা যত বেশি নাচানাচি করবেন তাদের লাভ ততবেশি।। আপনি খাইলেও তাদের লাভ। না খেয়ে সিএনএন, বিবিসি,ডিজনি ও খেলার চ্যানেল সহ ডিসকভারি দেখলেও তাদের লাভ। ভলবো বাসে করে আপনি ঘুরতে গেলেও তাদেরই লাভ। ব্রান্ড স্টার কফিতে চুমুক দিয়ে উদাসী হবেন এতেও তাদের লাভ।বিশ্বকে জানতে নামিদামি পত্রিকা পড়বেন তাতেও তাদের লাভ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মা সেই জ্ঞান এবং শক্তি দিয়ে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই মা তার সন্তানদের জ্ঞান এবং শক্তি অর্জন করার মন্ত্র দেন। মাই হচ্ছেন জগৎ গুরু। মাকে আরাধনাকরা মানেই শক্তি এবং জ্ঞানের পুজো করা। দেশকে দুষ্কর্ম হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে মায়ের উরদেশকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবেই অপশক্তি দূরীভূত হবে। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জ্ঞনই হচ্ছে ইশ্বর। শক্তিই হচ্ছে ভগবান। জ্ঞান এবং শক্তি দুই থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তার জন্য সাধনা করার খুবই প্রয়োজন। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া জগত একেবারে অচল। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে জ্ঞনই হচ্ছে ইশ্বর। শক্তিই হচ্ছে ভগবান। জ্ঞান এবং শক্তি দুই থাকার প্রয়োজন রয়েছে। মা সেই জ্ঞান এবং শক্তি দিয়ে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই মা তার সন্তানদের জ্ঞান এবং শক্তি অর্জন করার মন্ত্র দেন। মাই হচ্ছেন জগৎ গুরু। মাকে আরাধনাকরা মানেই শক্তি এবং জ্ঞানের পুজো করা। দেশকে দুষ্কর্ম হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে মায়ের উরদেশকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবেই অপশক্তি দূরীভূত হবে। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। মাকে প্রণাম মানে বিশ্বকে প্রণাম করা।

কলকাতার বউবাজারের বাসিন্দা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 'ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের' ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৮৫৫ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের ফিফথ ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছেন ডাক্তার আর্চার। পড়াতে পড়াতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন শিক্ষক আর্চার। ক্লাসের উপস্থিত ছাত্ররা কেউ উত্তর দিতে পারলো না। হঠাৎ একটি ছেলে তার উত্তর দিয়ে দিল ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়েই। ডাক্তার আর্চার অবাক হলেন। ছাত্রটিকে ডাকলেন ক্লাসে। জানতে পারা গেল ছেলেটি এই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পাশের ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধ নিতে এসেছেন আত্মীয়ের জন্য। ছেলেটিকি ক্লাসে বসিয়ে আরও বেশ কয়েকটি শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলেন ডাক্তার আর্চার পরীক্ষা করার জন্য। অবাক কাণ্ড। ছাত্রটি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলেন। বিস্মিত হলেন ডাক্তার আর্চার এবং অন্যান্য অধাপকেরা। তাঁর খবর কলেজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। এরপর থেকে না। বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর ডাক পড়তে শুরু করলো। তাঁর আসামান্য জ্ঞান এবং মেধার কথা ছড়িয়ে রড়তে শুরু করলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কী করে সে অতি অল্প সময়ে এতো জ্ঞান অর্জন করলেন? তার উত্তরে ছেলেটি বলেছিল তিনি নানা ধরনের উন্নতমানে ডাক্তারি বই পড়েন। সিলেবাসের বাইরেও তিনি ডাক্তারি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। গ্রীস, চিন, ইতালি, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কী কী ব্যবহার করা হতো এবং রোগ নিরাময়ের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো তা তিনি বই নিয়ে এসে রাতের বেলায় এক মনে পড়াশুনা করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানবদেহ নিয়ে চর্চাও করতেন। মানব দেহ নিয়ে যত বেশি চর্চা করা যাবে ততই রোগের জটিলতাকে দূর করা সম্ভব হবে। ১৮৩৩ সালে ২নভেম্বর হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এইবিস্ময়কর বালক যার নাম মহেন্দ্রলাল সরকার। পিতার নাম তারকনাথ সরকার এবং মাতার নাম অঘোরমণি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। পিতাকে হারনোর মূল কারণ হচ্ছে রোগ। শিশু মহেন্দ্রলাল সরকার পিতাকে হারানোর দিন থেকেই সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছিলেন তিনি চিকিৎসক হবেন। সাধারণ মানুষের চিকিৎসক হবেন।

এরপরে তিনি কলকাতায় মামার বাড়িতে চলে আসেন এবং ১৮৪০ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কয়েক বছর তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং ১৮৫৪ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তখন মেডিকেল কলেজে শরীরবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পড়ানো হতো। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি ছাত্রদের তিন ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হতো। ১) মেডিসিন এবং সার্জারি লাইসেন্সিয়েট (এলএমএস), ২) মেডিসিন স্নাতক (এমডি) এবং ৩) মেডিসিনে ডক্টরেট (এমডি)। এলএমএস এবং এমবি-এর পাঠক্রম একই ছিল। যেসব ছাত্ররা

এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হতো তারা এলএমএস ডিগ্রি লাভ করতেন। আর বিএ পাশ করে ভর্তি হলে তাদেরকে দেওয়া হতো এমবি ডিগ্রি। তারপরে বিশেষ পরীক্ষা করে এমডি ডিগ্রি দেওয়া হতো। মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বিতীয় এমডি ছিলেন। প্রথম এমডি লাভ করেন চন্দ্রকুমার দে মহাশয়। কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার এবং চন্দ্র কুমার দে। প্র্যাকটিস শুরু করা কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সুনাম অর্জন করতে শুরু করেন। বিনা পয়সা রোগী দেখা শুরু করে দিয়েছিলেন চিকিৎসায় জীবিকা গ্রহণ করার সময়ে। গরিব রোগীদের কাছ থেকে তিনি টাকা নিতেন না। উল্টে তাদের ওষুধ কেনার পয়সা না থাকলে নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন ওষুধ কেনার জন্য। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তখন বহু ডাক্তাররা তাঁর কাছে

রোগী পাঠাতেন। আবার বহু জটিল রোগ নিয়ে চিকিৎসকেরা তাঁর সঙ্গে আলোচনাও করতেন। শৈশব কালের দারিদ্রতা তাঁকে কঠিন করে তুলেছিল। যদিও তিনি ভিতরে ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। তাঁর পরবর্তী জীবন কালের দিকে তাকালে আমরা সবটা বুঝতে পারবো কেন তিনি কঠিনভাবে জীবনকে অতিবাহিত করতেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইংরেজি শিক্ষাবিদের কাছ থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তিনি যুক্তিবাদী হয়ে উঠেন। সহজে তিনি কোনও ধর্মীয় নীতি বা সামাজিক রীতিনীতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতেন না যদি না তার মধ্যে সত্যের প্রকাশ না

থাকে। ভারতীয় হওয়ার কারণে তিনি বারবার ইংরেজদের কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহার লাভ করেননি। যেন আচার্য জগদীশ বোস থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দকে লড়াই করতে হয়েছিল সাহেব শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। দেখা গিয়েছে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেলেও সাহেবদের তুলনায় ভারতীয়দের মাইনে খুবই কম ছিল। পদমর্যাদা ভারতীয়দের দেওয়া হতো না। চাকরি এবং পেশাগত দিক দিয়ে শুধু বঞ্চনা চলছিল তা নয়, অন্যান্য দিকের অবস্থা ছিল একই রকম। শিক্ষিত ভারতীয় ডাক্তারেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছিল না। সম্ভবত এর প্রতিবাদে তিনি তাঁর ডাক্তারি ফি রেখেছিলেনঅন্যান্য ডাক্তারদের তুলনায় সর্বোচ্চ যা সাহেব ডাক্তারদের তুলনায় বেশি ছিল। ফলে সাহেব ডাক্তাররা তাঁর

ওপরে কুপিত হয়েছিল। চিকিৎসা জীবন শুরু হওয়ার সময় থেকেই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর অলক্ষ্যে হেসেছিলেন তখন। পরে দেখতে পাওয়া গেল তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শুরু করে দিয়েছিলেন। এ্যালোপাথি চিকিৎসা ত্যাগ করেছেন। মরগ্যানের লেখা 'ফিলোজফি অব হোমিওপ্যাথি' বইটি রিভিউ করার জন্য পড়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। আরও ভালোভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বোঝার জন্য তিনি রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন ভারতের 'ফাদার অব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক'। ডাক্তার রাজেন্দ্রলা দত্তের হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নিজেও বেশ কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করে বুঝতে পারলেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত। এরপরেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এলোপ্যাথি ত্যাগ করবেন। নিজেকে একেবারে হোমিও চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করবেন। অ্যালোপাথি চিকিৎসক হিসাবে তিনি যখন খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করছেন তখন স্বার্থ ত্যাগ করে হোমিও প্যাথিতে আত্মনিয়োগ করাটা খুবই কঠিন কাজ ছিল। ১৮৬৭ সালে তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে চতুর্থ বছরের সভায় তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন। তার ফলে তাঁকে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসিয়েশন থেকে বহিস্কার করা হলো। ডাক্তার সরকার একে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েননি। তিনি ১৮৬৮ সালে নিজের সম্পাদনায় একটি মেডিকেল পত্রিকা প্রকাশ করলেন নাম ছিল 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'। সেখানে তিনি হোমিও প্যাথি প্রসারের কথা লিখলেন। অ্যালোপাথি চিকিৎসায় যেমন রকম সুনাম অর্জন করে ছিলেন দেখতে পাওয়া গেল কিছু দনের মধ্যে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রসার লাভ করতে শুরু করেছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা ভোলার নয়। ডাক্তার সরকার যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মনে তখনকার সময়ের সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও চিন্তাবিমুখতা খুবই পীড়া দিত। ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত লাভ না করতে পারলে ভারতের মুক্তি নেই। সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি এবং

যুক্তিবাদী মনকে তৈরি করা ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজশক্তি ছিল উদাসীন। তারা নিজেদের স্বার্থে গুটি কয়েক সংস্থা স্থাপন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রভৃতি। সেখানে বিজ্ঞান চর্চার কাজ হতো অতি সামান্য। তাও আবার মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খুব কমই ভারতীয় সেখানে কাজ করার সুবিধা পেতো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান গবেষণার করা কোনও সুযোগ তখন ছিল না। ১৮৬৯ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন। সেখানে তিনি লিখলেন-' লণ্ডনে রয়্যাল ইন্সটিটিউশন' ও ' ব্রিটিশ অ্যাসো সিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স' -এর উদ্দেশ্য ও নীতি অনুসরণ করে তৈরি করতে হবে এই সভা। যে প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন ছাড়া স্বদেশি মানুষ জনদের দানে গড়ে উঠবে'। ৩ জানুয়ারি ১৮৭০ সালে 'দি হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকায় ডাক্তার সরকার একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সমর্থন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭৩) পত্রিকায় লিখেছেন- অনেকে বলেন ইউরোপীয়ানরা কেবল বাহুলবেলই এই ভারবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটিকে অত্যুক্তিদাযে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞানবলেই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পুত্র-কন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবেন? একবার মুক্তহস্তে দান করিয়া বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া উড্রসাহেব যা বিজ্ঞান গুণ-অস্বীকার দোষ বঙ্গ-সমাজ মস্তকে আরোপ করিয়াছেন তারা দূর করুন।' বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদনে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য করতে। যেমন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রজা দিগম্বর মিত্র, ফাদার লাফোঁ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীমোহন প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক। অবশেষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হল। ১৮৭৬ সালে ২৯ জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'

(আইএসিএস) এর প্রতিষ্ঠা হল ২১০ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটে। এটি ছিল একটি ভাড়া বাড়ি। মহেন্দ্রলাল সরকার শুরু থেকে আজীবন এই সংস্থার সম্পাদক ছিলেন। বাংলার বহু বিখ্যাত মনীষীরা এই সংস্থায় বক্তা রূপে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মহেন্দ্রলাল সরকার আন্তরিক প্রচেষটা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অর্থাভাব। বিজ্ঞান সভায় উপস্থিত সকলের কাছে তিনি আবেদন করতেন গবেষণার জন্য অর্থ দান করুন। দিনরাত গবেষণা নিয়ে মেতে না থাকলে মৌলিক গবেষণা হতে পারে না। ১৯০২ সালে মহেন্দ্রলাল আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে। আমি সে কাজ সম্পন্ন করতে পারি নি- যার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। আন্তরিক প্রচেষ্টা কোনদিন ব্যর্থ হয় না। মহেন্দ্রলাল সরকারের তিন বছর প্রয়াণের পর ভারত সরকারের অর্থবিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ কলকাতা অফিসে কাজ করার সময়ে 'আইএসিএস'তে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিভি রমণকে 'পালিত প্রোফেসর' হিসাবে সায়েন্স কলেজে নিযুক্ত করেন। 'আইএসিএস'তে গবেষণার করার সুযোগ বেশি থাকায় অধ্যাপক রমণ সেখানেই গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। ১৯৩০ সালে আলো নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আলোকরশ্মির বিকিরণের নতুন তথ্য আবিস্কার করেন যা 'রমণ এফেক্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন। ঠাকুর আবার হোমিও চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের বহু কথা লিখে গিয়েছেন। স্বদেশি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যার চিকিৎসক ছিলেন তিনি। বৈদ্যনাথ ধামে গিয়ে সেখানে বহু কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করেছেন এবং পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করে দেন। তাঁর স্ত্রীর নামানুসারে এটির নাম দেওয়া হল ' রাজকুমারী লেপার অ্যাসাইলাম'।

জাদুকর পি সি সরকারের জাপান যাত্রা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে সহযোগিতা

বিশেষ প্রতিবেদক

আপনার ভিসা কোথায় ? আর এখানে কি করতে এসেছেন ? প্রতুল বললেন, ভিসা নেই,আমি ম্যাজিক দেখাই। বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতুলকে জাপানে ঢুকতে বাধা দিলেন। প্রতুল বললেন,আমাকে যেতে হবেই,আমি লিখে দিচ্ছি আমি ম্যাজিক দেখাবো না কিন্তু শুধু আমাকে দেশে ঢোকার অনুমতি দিন। বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুন ভিসা দিল আর উপরে লিখে দিল 'ম্যাজিক দেখিয়ে ব্যবসা করা যাবে না।' পারফরমিং আর্টসের মধ্যে সম্ভবত ম্যাজিকই একমাত্র শিল্প যা' কখনও মানুষকে দু খ দেয় না। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ভক্তরা প্রিয় দল বা মানুষ ব্যর্থ হলে মাঠের মধ্যে কী রকম উন্মত্ত আচরণ করেন, দু খ পান, কেঁদে ফেলেন বা মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করেন, তা'তো খবরের কাগজের পাতা খুললেই রোজই দেখা যায়। বিলায়েৎ খান কিংবা নিখিল ব্যানার্জীর সেতার শুনতে শুনতে অনেকের চোখে জল এসে যায়। ম্যাজিক কিন্তু চোখে জল আনে না। বরং সারাদিনের ক্লান্তি, বিরক্তি, হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, বেদনা থেকে মুক্তি পেতে জীবন যুদ্ধে জেতবার জন্য না হোক, অন্তত খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে ম্যাজিক সাহায্য করে। মন খারাপ করা মানুষ হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে ঘন্টা তিনেক কাটা বার পর, নির্ভেজাল বিনোদনের এরকম মাধ্যম দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার মনে হয় না।

আধুনিক বাঙালিদের মধ্যে যে কয়জন ক্ষণজন্মা মানুষ আন্ত র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, ঐন্দ্রজালিক পি.সি. সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জাদু শিল্পী পি. সি. সরকারের পুরো নাম প্রতুল চন্দ্র সরকার। ১৯১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার আশেকপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। স্থানীয় শিবনাথ হাইস্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পিতার নাম ভগবান চন্দ্র সরকার ও মায়ের নাম কুসুম কামিনী দেবী। পি. সি. সরকাররা ছিলেন দু'ভাই। পি. সি. সরকার বড়, ছোট ভাই অতুল চন্দ্র সরকার (এ. সি. সরকার)। পি.সি. সরকার বাল্যকাল থেকেই জাদু বিদ্যার প্রতি কৌতুহল এবং কিছুটা বংশগত ঐতিহ্যও তাঁকে এ পেশায় আগ্রহী করে তোলে। সেকালের বিখ্যাত জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর জাদু

বিদ্যার গুরু। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তিনি জাদু দেখানো শুরু করেন। পরবর্তীকালে টাঙ্গা ইলের করটিয়া সাদত কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় সহপাঠীদের জাদু দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। তবে সাধারণ লেখাপড়া এতে বাধা গ্রস্ত হয়নি। ১৯২৯ সালে প্রবেশিকা এবং ১৯৩৩ সালে গণিত শাস্ত্রে অনার্স সহ বি.এ পাস করে তিনি জাদুকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে কিছুদিন তিনি গণিতের শিক্ষকতা পেশায়ও নিয়োজিত ছিলেন। জাদু জগতে ব্যাপক প্রচার লাভের উদ্দেশ্যে তিনি একসময় নিজের পদবী সরকার বাদ দিয়ে ইংরেজী 'সোরকার' শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেন। কারণ শব্দটির অর্থ 'জাদুকর'। তবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করবার পর তিনি আবার নিজের 'সরকার' পদবিই গ্রহণ করেন।

পি.সি. সরকার শুধু জাদু শিল্পীই ছিলেন না। তিনি একজন লেখকও ছিলেন বটে। জাদু বিদ্যা বিষয়ে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - 'ম্যাজিক শিক্ষা', 'হান্ড্রেড ম্যাজিক্স ইউ ক্যান ডু', 'ছেলেদের ম্যাজিক', 'ম্যাজিকের কৌশল', 'সহজ ম্যাজিক', 'ম্যাজিকের খেলা', 'মেসমেরিজিম', 'যাদুবিদ্যা', 'হিন্দু ম্যাজিক', 'হিপনোটিজম', 'ইন্দ্রজাল' প্রভৃতি।

জাদু শিল্পে পি. সি. সরকারের কৃতিত্ব হলো তিনি বহু প্রাচীন জাদু খেলার মূল সুত্র আবিস্কার করেন। এক্সরে-আই করাত দিয়ে মানুষ দ্বিখণ্ডিত করা। তাঁর এই খেলাটি দেখে দর্শকগণ অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর অপূর্ব প্রকাশ ভঙ্গির অসাধারণ বাস্তবতার গুণে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যান। দ্বিখন্ডিত তরুণটির কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা নিয়ে বি.বি.সি অফিসে এত টেলিফোন আসতে থাকে যে, দুঘন্টা পর্যন্ত অফিসের সমস্ত টেলিফোন লাইন জ্যাম হয়ে যায়। নিউইয়র্কের টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এই খেলাটি দেখাবার জন্য তাঁকে বিশেষ বিমানে আমেরিকায় নিয়ে যায়। আমেরিকায় তিনি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও সম্মান লাভ করেন। ওয়াটার অব ইন্ডিয়া পি.সি. সরকারের আর একটি জনপ্রিয় খেলা। ১৯৩৪ সালে তিনি সর্বপ্রথম বিদেশে গমন করেন এবং ৭০ টির মতো দেশে জাদুপ্রদর্শন করে ব্যাপক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এ সময় তিনি পর্যাপ্ত অর্থ ও উপার্জন করেন। পি.সি. সরকারের সাথে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কলকাতা ইম্পেরিয়াল রেষ্টুরেন্টে 'শের এ বাংলা' এ. কে. ফজলুল হক-কে যে জাদু দেখিয়ে তিনি মুগ্ধ করেন, তার শিরোনাম ছিল বাংলার মন্ত্রি মন্ডলীর পদত্যাগ এ শিরোনামের একটি সাদা কাগজে প্রথমে তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শের এ বাংলা ফজলুল হককে কিছু লিখতে বলেন এবং তার নীচে মন্ত্রিগণ স্বাক্ষর করেন। কিছুক্ষণ পর শেরে বাংলা ফজলুল হক তাঁর নিজের লেখার পরিবর্তে দেখেন আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সকলেই এই মুহূর্তে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলাম এবং আজ হতে জাদুকর পি.সি. সরকারই বাংলার মূখ্যমন্ত্রী। এটা ছিল FORCE WRITING এর জাদু। ফোর্স রাইটিং খেলাটি দেখিয়ে ভারতের সংবাদপত্র মহলে মহা আলোড়ন ফেলে দেন। ঠিক তারপরই বিদেশে একটি বিশেষ দ্রুতগামী রেলগাড়ী আসার মাত্র ৩৮ সেকেন্ড আগে তিনি হাতকড়ি বন্ধ অবস্থায় ট্রেন লাইন থেকে মুক্ত হয়ে আসেন। এই হাতকড়িটি খুলতে ১৭টি চাবি ব্যবহার করা হতো। সেই জন্য (ক্রমমশ)

গোর্কি'র 'মা' গ্রন্থটি আজ সকলের মা হিসাবে পরিচিত

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি'র প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা । বিশ্ববিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ বা ম্যাক্সিম গোর্কি নিজেই তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম হিসেবে বেছে নেন 'গোর্কি' অর্থাৎ 'তেতো' নামকে। তাঁর অনেক বিখ্যাত রচনার মধ্যে 'মা' একটি কালজয়ী উপন্যাস। 'পৃথিবীর পাঠশালা', 'আমার ছেলেবেলা', 'পৃথিবীর পথে' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ম্যাক্সিম গোর্কি একজন কবিও ছিলেন, তার কবিতায় লিখেছেন ঃ- এখুনি ঝড় উঠবে। ঝড় উঠতে দেরি নেই। তবু সেই দুঃসাহসী ঝ'ড়ো পাখি বিদ্যুতের ভিড়ে, গর্জমান উত্তাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে দীপ্ত পাখসাটে উড়ে চলে। তার চিৎকারে পুলকিত প্রতিধ্বনি ওঠে, চূড়ান্ত জয়ের ভবিষ্যবাণীর মতো সমস্ত ভীষণতা নিয়ে ভেঙে পড়ুক, ঝড় ভেঙে পড়ুক। ম্যাক্সিম গোর্কি ২৮ মার্চ ১৮৬৮ সালে রাশিয়ার নিঞ্জি নভগরদ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। তারপরে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৮৮০ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি তার দাদিমাকে খুঁজতে গৃহত্যাগ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান এবং দীর্ঘ ৫ বছর ধরে পায়ে হেঁটে সমগ্র রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৮৮২ সালে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি জেহুদিয়েল কামিদা ছদ্মনামে লিখেছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কীর সর্বপ্রথম রচনা গল্প 'মাকার চুদ্রা'। সেটি প্রকাশিত হয় তিবিলিসির সংবাদপত্র কাভকাজে। সাংবাদিক হিসাবে প্রাদেশিক সংবাদপত্রে কাজ করছিলেন। স্কুলের গণ্ডি পার করতে না পারলেও কোনো এক অজ্ঞেয় কারণে বইয়ের প্রতি তার আসক্তি তৈরি হয় এবং তিনি নিজে নিজেই লেখাপড়া করতে থাকেন। সম্পূর্ণই স্বশিক্ষিত এক মানুষ বলা যায় গোর্কিকে। প্রথাগত রচনার বাইরে গোর্কি তার লেখায় প্রাধান্য দেন সমাজের নিচুশ্রেণির খেঁটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবনের গল্পকে। ১৮৯৮ সালে তার লেখা প্রবন্ধ ও গল্প নিয়ে একটি সংকলন রেখাচিত্র ও কাহিনী প্রকাশিত হয়।

বিশ্ব যখন অস্থির সময় পার করছিলো, ঠিক তখন রাশিয়ায় চলছিলো জারের স্বৈরাচারি রাজত্বকাল। দেশজুড়ে তখন চলছে শাসনের নামে শোষণ আর অত্যাচার। বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত হয়েই গোর্কি পরিচিত হন মার্ক্সের রচনাবলির সাথে। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজনীতি, দর্শনসহ নানান বিষয়ের বই পড়তে শুরু করেন। হয়ে উঠেন মার্ক্সবাদী দর্শনের অনুসারী। কমরেড লেনিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্বজন ছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গোর্কির গৃহ বলশেভিকদের অফিসঘর হয়ে উঠেছিল। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তাঁর অবদান ছিলো অসামান্য। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ ৫ বছর ধরে পায়ে হেঁটে রাশিয়া ভ্রমন করেন। তাঁকে 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ম্যাক্সিম গোর্কি বেশ কয়েক বছর গৃহবন্দি ছিলেন, তারপর নিমনিয়ায় আক্রান্ত ১৮ জুন ১৯৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আজকে গোর্কির নাম শুধু রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বিপ্লবের দেশগুলির নাগরিকদের কাছে তিনি অত্যন্ত পরিচিত। রুশ ভাষায় তাঁর সেলখা বই মা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তার মা বইটি এত বেশি অনুবাদ গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ লাভ করেছি তা আর কোনও বই এত বেশি অনূদিত হয়নি। রুশ বিপ্লবের মা আজকে সারা বিশ্বের বিপ্লবের মা হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন।

হলং বনবাংলোতে অগ্নিকাণ্ড ঃ পর্যবেক্ষণে যাচ্ছে বন দফতরের চার সদস্যের টিম

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ জুন ঃ জলদাপাড়ার হলং বনবাংলোতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বন দফতরের চার সদস্যের দল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন তিনি নিজেও কয়েকদিন পরে ওই এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতো নতুনভাবে এই পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। সেই বিষয়ে আজ, বুধবার বনমন্ত্রী সহ বন দফতরের শীর্ষ কর্তারা এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। এর পর তিনি জানান, হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানারকমের খবর ছড়ানো হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে আসার পর গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে। হলং বনবাংলো পুড়ে যাওয়ার পর তদন্তের কাজে এলেন উত্তরবঙ্গ সিসি এফ ওয়াইল্ড লাইভ ভাস্কর জেভি। সঙ্গে রয়েছে ডিএফ ও পরভীন কাসওয়াঁ। সিসি এফ ভাস্কর জেভি বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হবে। সব লেভেলে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। এটা শট সার্কিটে হয়েছে বলে প্রাথমিক

অনুমান। এদিকে পর্যটন ব্যাবসায়ীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা চাইছেন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হোক। কেন আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখা দরকার। গতকাল রাত ৯ টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে হলং বন বাংলোয়। সম্পূর্ণ বন বাংলো পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাঙালির প্রিয় পর্যটনস্থল হলং বাংলোতে আগুন। জলদাপাড়ায় হলং বাংলোতে অগ্নিকাণ্ড। ৮টি ঘর পুড়ে ছাই। এসির শর্ট সার্কিট থেকে আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান। মঙ্গলবার রাত ৯ টা নাগাদ সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই হেরিটেজ বাংলোয় আগুন লাগে। আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভিতরে অবস্থিত হলং বনবাংলো পুড়ে ছাই। দমকলের দুটো ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাংলোটি শেষ পর্যন্ত পুরোটাই ছাই হয়ে যায়। তবে ১৫ জুন থেকে জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলোটিতে এই সময় কোনও পর্যটক ছিলেন না। জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ শাখার ডিএফও পারভিন কাসওয়াঁ বলেন, রাত ৯টা নাগাদ আগুন লাগার খবর আসে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মীরা জানান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে বনবাংলোতে। সেই আগুন থেকে বনবাংলোর একটি এসি-তে বিস্ফোরণ হয়। অগ্নিকাণ্ড চলাকালীন উপস্থিত বাংলোর কর্মীরা অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানো চেষ্টা করলেও তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। সম্পূর্ণ বাংলোটি কাঠের তৈরি হওয়ায় দ্রুত তাতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই বাংলো। ভিভিআইপি থেকে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটকরা এই বাংলোতে আসতেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নিয়মিত এই বাংলোতে যেতেন জ্যোতি বসু। ডুয়ার্সের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভিতরে ৫০ বছরের বেশি পুরনো এই বনবাংলো। ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজ্যম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এই বাংলোটির পরিচালনা করতেন বলে জানা গেছে।

ঘাটাল মেচোগ্রাম রাস্তার দখলদারি মুক্ত করতে পথে পূর্ত দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৯ জুন ঃ ঘাটাল মেচোগ্রাম রাস্তার দখলদারি মুক্ত করতে পথে পূর্ত দপ্তর। ঘাটালে মাইকে প্রচার অবশেষে রাস্তার বেআইনি দখলদারি মুক্ত করতে উদ্যোগী পূর্ত দপ্তর। একের পর এক পূর্ত দপ্তরের জমি দখল থেকে শুরু করে নয়নজুলি দখল করছিল একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। রাজ্য সড়কের পাশে ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসা চলছিল অবাধে। তার ফলে দুর্ঘটনা বেড়েই চলছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছিল ক্ষোভ। এবার সেই দখলদারি উচ্ছেদে নামল ঘাটাল মহকুমা পূর্ত দপ্তর। ইতিমধ্যেই মাইক প্রচার করে শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। ঘাটাল পাঁশকুড়া চার নম্বর রাজ্য সড়ক সদ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্প্রসারণের কাজ শেষ হতেই আবারও ফুটপাত থেকে শুরু করে পূর্তদপ্তরের ফাঁকা জায়গা জবরদখল। গড়ে উঠেছে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ। সম্প্রতি মহকুমা শাসকের অফিসে, মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে ঘাটালের এসডিপিও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকের সাথে মিটিং হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঘাটাল পাঁশকুড়া রাজ্য সড়ক দখলমুক্ত করা হবে। রাজ্য সড়ক দখলমুক্ত করতে উদ্যোগ নেবে পূর্ত দপ্তর এবং তাকে সাহায্য করবে পুলিশ প্রশাসন। সেই সিদ্ধান্ত মত শুরু হয়েছে মাইক প্রচার।

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No. Pant/NIT/97/2024, Pant/NIT/98/2024, Pant/NIT/99/2024, Pant/NIT/100/2024, Pant/NIT/101/2024, Pant/NIT/102/2024, Pant/NIT/103/2024, Pant/NIT/104/2024, Pant/NIT/105/2024, Dated 19/06/2024.** Last Date of Submission of Bid through online **28/06/2024 upto 11.05AM.** For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

Office pf the Namkhana Panchayat Samiti

PO+PS- Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743357
Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 16 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2024_ZPHD_695180_1 to 2024_ZPHD_692180_8. Last Date and time 25-06-2024, 2:00 PM and 2024_ZPHD_695868_1 to 2024_ZPHD_692868_8. Last Date and time 26-06-2024, 2:00 PM.

Sd/-Executive Officer
Namkhana Panchayat Samiti
District South 24 Parganas

জেমস কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড

রেজি অফিস- ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ২ তলা, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০০৭
CIN : L51109WB1983PLCO35777 ওয়েবসাইট : www.gemscommercial.co.in
ইমেল : gemscom@yahoo.com, ফোন নং- +৯১-১২০-৪১৬৯১৯৫

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল

১. কোম্পানির সদস্যদের ৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অর্থাৎ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ২ তলা, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০০৭ এ সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য।

২. এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির কাছে উপলব্ধ তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com-এও উপলব্ধ করা হবে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে পঠিত, কোম্পানি তার সকল সদস্যদেরকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। এই বিষয়ে আরও সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১২ জুলাই, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ শুরু হবে এবং ১৪ জুলাই, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ এ শেষ হবে। এই সময় এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

খ. দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ সদস্যদের ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল সোমবার, ০৮ জুলাই, ২০২৪। একজন ব্যক্তি যার নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যসুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকবে এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

গ. যে ব্যক্তি শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি আমাদের সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান লগইন-আইডি / পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ঘ. ভৌত শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্য তাদের ফোলিও নং ব্যবহার করবেন।

ঙ. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এ HELP বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন অথবা helpdesk.evotingcdslindia-এ CDSL-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা কল করুন ১৮০০২০০৫৫৩৩ (টোল ফ্রি নম্বর)।

৪. বুক ক্লোজার ঃ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ থাকবে সোমবার ০৮ জুলাই, ২০২৪ থেকে সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই) এজিএমের উদ্দেশ্যে।

জেমস কমার্শিয়াল কোং লিমিটেডের জন্য
এসডি / রাজেশ সেঠি
(পরিচালক)
তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪
স্থান ঃ নয়ডা
DIN: 00418933

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT

Panchla, Howrah

NOTICE INVITING TENDER No. (1) GGP/67/2024, (2) GGP/68/2024

Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 16(Sixteen) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from 19/06/2024 up to 5 p.m. on 04/07/2024. The tender will be opened on 08/07/2024 after 1 PM. For details, please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Gangadharpur Gram Panchayat

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেড

রেজিঃ অফিস- ২০ / ১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ২য় ফ্লোর, কলকাতা (ডব্লুবি)-৭০০০০৭
CIN: L28939WB1982PLC035023; ওয়েবসাইট ঃ www.hepcl.co.in
ই-মেলঃ harvatex@yahoo.com ফোন নং- +৯১-১১-২৫৭৬৯১১১

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল

১. কোম্পানির সদস্যদের ৪২ বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ ২০১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ২য় তলা, কলকাতা (ডব্লুবি)-৭০০০০৭ সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪-এ ১০.০০ এএম এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য।

২. এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশ কোম্পানির কাছে উপলব্ধ তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hepcl.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট http//:www.cse-india.com -এও উপলব্ধ করা হবে।

১. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর শেষ হিসাবে, ২০১৫-এর বিধি ২০-এর সাথে পড়া হয়েছে। কোম্পানি তার সকল সদস্যদেরকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। এই বিষয়ে আরও সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১২ জুলাই, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ শুরু হবে এবং ১৪ জুলাই, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ এ শেষ হবে। এই সময় এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

খ. দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ সদস্যদের ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল সোমবার, ০৮ জুলাই, ২০২৪। একজন ব্যক্তি যার নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যসুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকবে এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

গ. যে ব্যক্তি শেয়ার গ্রহন করেছেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি আমাদের সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান লগইন-আইডি/ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ঘ. ভৌত শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্য তাদের ফোলিও নং ব্যবহার করবেন। লগইন করার জন্য ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com-& HELP বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ এস) ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia-এ CDSL-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা কল করুন ১৮০০২০০৫৫৩৩ (টোল ফ্রি নম্বর)।

৩. বুক ক্লোজার ঃ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ করা হবে **সোমবার ০৮ জুলাই, ২০২৪ থেকে সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত** (উভয় দিনই) এজিএমের উদ্দেশ্যে।

হারভেটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-
মোহনন থ্রাইল
(পরিচালক)
তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪
স্থান ঃ নয়ডা
DIN- 08310232

রেলে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হলো একই গ্রামের দুই মহিলার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৯ জুন ঃ বুধবার ঘটে গেলো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রেলে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হলো একই গ্রামের দুই মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসির পারাজ রেল স্টেশনে। যার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশ ও গলসি থানার পুলিশ। মৃত্য দুই মহিলা মানু বাউরী বয়স আনুমানিক ৪৯ ও তপি বাউরীর বয়স আনুমানিক ৪৬। তাদের দু'জনেরই বাড়ি গলসির কোলকোল গ্রামে। স্থানীয়দের কাছে জানা যায়, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই দুই মহিলার দেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রেল লাইনের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রেল পুলিশ এসে ওই দুই মৃত্যু মহিলার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। কি করে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে রেলপুলিশ।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন ঃ শরীরকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন আধাঘণ্টা যোগা করা প্রয়োজন, আর্ট অফ লিভিং শিলিগুড়ির এই বার্তা দিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পাল করতে চলেছে ২১ জুন। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সভা কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আর্ট অফ লিভিং শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করতে চলেছে। সংস্থার পক্ষে চেয়ারম্যান বিনোদ আগরওয়াল জানান, ২১ জুন শিলিগুড়ির ১৩ টি স্থানে যোগ অনুশীলনের মধ্যদিয়ে যোগা দিবস উদ্যাপিত করা হবে। সকলকে অনুরোধ জানান যে দিনে অন্তত ৩০ মিনিট যোগ অনুশীলন করতে। তাহলে শরীর স্বাস্থ্য সব ঠিক থাকবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোনা আগরওয়াল, রাখি সুবোদ, শান্তি অসওয়ার ও সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি, বিপর্যস্ত জনজীবন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন ঃ উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই রাতভর বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি। তিস্তা মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা। NH ৩১ জলঢাকা নদীতে সংরক্ষিত এবং অসংরিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা। গত কয়েকদিন থেকে একটানা বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। বৃষ্টির কারণে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত। রাতভর ভারী বৃষ্টি। বুধবার ভোর থেকেই থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে বুধবার NH ৩১ জলঢাকা নদীতে হলুদ সর্তকতা এবং তিস্তার মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা রয়েছে। ফুঁসছে তিস্তা সহ জেলার বিভিন্ন নদীগুলো। চিন্তা নদী পাড়ের বাসিন্দাদের। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে এদিন সকালে জানা যায় ১১৪৭.৯৫ কিউসেক সকাল ৬ টায় জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমান।

সিকিমে আটকে থাকা সমস্ত পর্যটকদের উদ্ধারকাজ সম্পন্ন

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ১৯ জুন ঃ টানা তিনদিন অভিযানের পর বুধবার সিকিমে আটকে থাকা সমস্ত পর্যটকদের উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এদিন মোট ১৫০ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়। গত সোমবার থেকেই উদ্ধারকাজ শুরু হলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে তা বাধা পেয়েছে একাধিকবার। তা সত্ত্বেও সোমবার চুংথাংয়ে আটকে থাকা ৫০ জন পর্যটককে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল। অন্যদিকে মঙ্গলবার লাচুং ও সংলগ্ন এলাকা থেকে মোট ১২৩৭ জন পর্যটক ও স্থানীয়দের উদ্ধার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার থেকেই ভারী বৃষ্টির কারণে সিকিমের একাধিক জায়গায় ধস নেমে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর সিকিমের লাচুং, চুংথাং, জঙ্গুতে আটকে পড়েন বহু পর্যটক। তারপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তৎপর হয় মঙ্গন জেলা প্রশাসন ও এনডিআরএফ। পরবর্তীতে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন বা বিআরও কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, রবিবারই আকাশপথে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে থেমে যায় উদ্ধারকাজ। তারপর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলি থেকে ধস সরিয়ে দুর্গম পথে পায়ে হেঁটেই পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে তাঁদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

আহত সহকারী চালককে দেখতে হাসপাতালে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় আহত সহকারী চালককে দেখতে

হাসপাতালে এলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে আহত মন্নু কুমারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তবে অসুস্থতার কারণে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি মেয়র। এদিকে, মৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার গার্ড আশিস দে-র বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন গৌতম দেব। তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত, সোমবার ফাঁসিদেওয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। রাঙাপানি স্টেশন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই ট্রেনটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ি। যার ফলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনের দিকে একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়। একটি কামরা উঠে যায় মালগাড়ির উপর। এই সংঘর্ষে মালগাড়িও লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের রয়েছেন মালগাড়ির চালকও। দুর্ঘটনার পরে মালগাড়ির সহ- চালক মন্নুকে উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ি রেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছেন মন্নু। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

e-tenders are invited by Prodhan, Lowa-Ramgopalpur Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 5th SFC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_695860_1 . Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 25/06/2024 up to 12.00 IST. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

CITATION

In the Court of the Ld. District Judge at Balurghat
Dist. Dakshin Dinajpur

O.C. Suit No. 02/2022 (Probate)

Mita Chakraborty (Talukder), W/O Late Swadesh Chakraborty, of Vill.-Rabindrapally, PO & PS.-Raiganj, Dist.- Uttar Dinajpur.
..........Petitioner

Whereas the aforesaid mentioned petitioner has filed an application under the Indian Succession Act, 1925 for the grant of Probate or Letter of Administration in connection with the will executed by Smt. Archana Talukder (Since Deceased), W/O Ramendra Nath Talukder, of Vill. Malaopara, P.O. Kaldighi, P.S. Gangarampur, Dist.- Dakshin Dinajpur in respect of the below mentioned properties. If any person having any objection in this regard then he/She may come before this Ld. Court on 26.7.2024 at and may file objection either by personally or through authorized representative;

MAIN SCHEDULE

Dist.-Dakshin Dinajpur, P.S.- Gangarampur, Mouza-Rajibpur, J.L. No.84, khatian No.1055 (L.R. 62), Plot No. R.S. 3949 L.R. 5764, area 11.50 dec. along with structure thereon.

SHARE OF RUPAM TALUKDAER "(KA)"

Dist.-Dakshin Dinajpur, P.S.-Gangarampur, Mouza Rajibpur, J.L.No.84, khatian No.1055 (L.R. 62), Plot No. R.S.3949 L.R.5764, area 02 dec. out of 11.50 dec.

SHARE OF MANOJ TALUKDAER "(KHA)"

Dist.-Dakshin Dinajpur, P.S.-Gangarampur, Mouza-Rajibpur, J.L. No.84, khatian No. 1055 (L.R. 62), Plot No. R.S. 3949 L.R. 5764, area 02 dec. out of 11.50 dec.

SHARE OF SANHITA SANYAL (TALUKDER) "(GA)"

Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Gangarampur, Mouza - Rajibpur, J.L. No. 84, khatian No. 1055 (L.R. 62), Plot No. R.S. 3949 L.R. 5764, area 1.75 dec. out of 11.50 dec.

SHARE OF MITA CHAKRABORTY "(CHA)"

Dist.- Dakshin Dinajpur, P.S. - Gangarampur, Mouza - Rajibpur, J.L. No. 84, khatian No. 1055 (L.R. 62), Plot No. R.S. 3949 L.R. 5764, area 1.75 dec. out of 11.50 dec.

Claim of the petitioners as per schedule of will except schedule Nos. 'GHA' & 'UMA'

Uttam Majumdar
18/06/2024
Serestadar, District Judge,
at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Construction of PCC Road under Pursurah Panchayat Samity. **NIT No. 03/PUR/ 24-25 Dt.-19.06.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_695923_1 to 3**. Last date for submission of Tender: **26/06/24 up to 5.00 P.M. Wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

জমি বিক্রয়

আমি লক্ষ্মীরাম হেমব্রম পিতা- রখুনাথ হেমব্রম, আমার ২৫ শতক শালী জমি দাগ নং ৯৬, খাতিয়ান নং ৪০৫ জেলা-হুগলী, মৌজা- তেলাকোনা, থানা-ধনিয়াখালি, জমিটি বিক্রি করিতে চাই। ইচ্ছুক ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন ৭৩৬৩০২২১০১।

মালিগাঁওয়ে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম এবং অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৩ অফ ২০২৪, তারিখ: ১৭-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-১০-২০২৪; **কাজের নাম:** মালিগাঁওয়ে - কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম এবং অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা (পুনঃ টেন্ডার)। **টেন্ডার মূল্য:** ৮৬,৬১,১২৫.২২ টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৭৩,২০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধ/ খোলার তারিখ ও সময়** ০৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৩:০০ ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 01/DGP/15 th FC & 5 th SFC/2024-25 & 02/DGP/15 th FC & 5 th SFC/2024-25 & 03/DGP/15 TH FC & SBM/2024-25 Dated: 18-06-2024.The last date for online submission of tender is 26-06-2024 up to 11:00 Hours. NIT-04/DGP/15 th FC/2024-25 Dated: 18-06-2024.The last date for online application of tender is 27-06-2024 up to 14:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No-MSD/KAN/ GOK- II/01/2024-25. Last date of submission 24/06/ 2024 up to 16.00 Hrs. For details visit https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১) শ্রী সারদা প্রসাদ মান্ডি পিতা ৺ টিক মান্ডি ২) শ্রীমতী উর্মিলা হাঁসদা স্বামী শ্রী সারদা প্রসাদ মান্ডি সাকিম - ধগড়া, পোঃ - পোলমী, থানা- পুড়া জেলা- পুরুলিয়া, মৌজা - পাঁচবাগা জে . এল নং ২২৫, সাবেক ও হাল ৩৬ নং দাগে LR 115/1 নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৫০ বর্গফুট এবং সাবেক ও হাল ৩৫ নং দাগে LR ১৭, ২২৯ ও ১৫৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৪৮৫ বর্গফুট সর্বমোট ১৮১৫ কাফুট কানালি শ্রেনী ভুক্ত বর্তমানে বাস্ত যোগ্য ফাঁকা জায়গা ১) শ্রী তপন ঘোষ ২) শ্রীমতী মালা ঘোষ ৩) শ্রীমত্যা বেলা মন্ডল ৪) শ্রীমতী শীলা ঘোষ ৫) শ্রীমতী নীলারানী ঘোষ ৬) শ্রীমত্যা গেনুবালা ঘোষ ৭) শ্রীমতী গৌতম মন্ডল ৮) শ্রী অভিজিত মন্ডল পক্ষে বাঁকুড়া ADSR অফিসে ০১০২০২৯১৪ / ২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ও ১০) ইলা গিরি পক্ষে বাঁকুড়া DSR অফিসে IV ২৪২/ ২০১৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী প্রশান্ত ঘোষ পিতা ৺ধ্রুবলোচন ঘোষ ওর্কে ধ্রুব ঘোষ সাকিম ও পোঃ - শালবনী, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া এবং ১১) শ্রী নরেন কাপড়ী ১২) শ্রী সন্তোষ কাপড়ী ১৩) শ্রী ধরনী কাপড়ী ১৪) শ্রী স্বপন মন্ডল ওর্ফে কাপড়ী পিতা- ৺কিস্কর মন্ডল কাপড়ী ১৫) শিবানী কাপড়ী, ১৬) শ্রীমতি কল্যানী মাল, পক্ষে বাঁকুড়া DSR অফিসে ০১০১০৩৫৬০ / ২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ও স্বয়ং ১৭) শ্রী ফটিক কাপড়ী, পিতা কিস্কর কাপড়ী, ১৮) শ্রীমতী লতিকা কাপড়ী ১৯) শ্রীমত্যা ভাদু মন্ডল- এর নিকট হইতে I-০১০১০২১৮৯ / ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছেন, এক্ষনে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনোপ্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথা প্রমান লইয়া আগামী ২০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L. & L.R.O.- II অফিসে জানাইবেন অন্যথায় আমার মন্ডেল উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে পত্তন করাইবেন।

Kajal Kumar Bhuin 13.06.24
Advocate
District Judges Court Bankur
Mob-9933003000

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রী মানিক ঘোষ পিতা ৺ নগেন ঘোষ সাকিম ও পোঃ শালবনী থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, মৌজা - পাঁচবাগা, জে . এল নং ২২৫, সাবেক ও হাল ৩৭ নং দাগে এল. আর ১৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ১.৮০ শতক ও এল. আর ২২৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ১.৫ শতক কানালি শ্রেনী ভুক্ত বর্তমানে বাস্ত যোগ্য ফাঁকা জায়গা ১) শ্রী নরেন কাপড়ী ২) শ্রী সন্তোষ কাপড়ী ৩) শ্রী ধরনী কাপড়ী সর্ব্বপিতা ৺ কিস্কর কাপড়ী ৪) শ্রী স্বপন মন্ডল ওর্ফে কাপড়ী পিতা- ৺ কিস্কর মন্ডল কাপড়ী ৫) শিবানী কাপড়ী, পিতা- ৺ কিস্কর কাপড়ী, সর্ব্বসাকিম - সোনারেখ, পোঃ - মানকানালী, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, ৬) শ্রীমতি কল্যানী মাল, স্বামী- শ্রী দয়াময় মাল, সাকিম - নবান্দা, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পক্ষে বাঁকুড়া DSR অফিসে 010103560/ 2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী ফটিক কাপড়ী পিতা- কিস্কর কাপড়ী, নিকট হইতে I-010102183 / 2024 নং কোবালা দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছেন, এক্ষনে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনোপ্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া আগামী ২০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L. & L.R.O-11 অফিসে জানাইবেন অন্যথায় আমার মক্কেল উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে পত্তন করাইবেন।

Kajal Kumar Bhuin 13.06.24
Advocate
District Judges Court Bankur
Mob-9933003000

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 3 nos. e-tender for "Construction of RCC Drains at Ward 8" vide Tender ID: 2024_MAD_695925_1, 2024_MAD_695998_1 & 2024_MAD_696109_1. eTender Submission end date-20/07/2024. Details information will be available from the website (i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/CK/2024-2025
Name of the work: **Urgent work of chockage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-048.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,50,000.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/PH/2024-2025
Name of the work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No.-048.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,00.000.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/PIT/2024-2025
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/CP cover/inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-048.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/PIT/2024-2025
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover etc. according to requirement within 24 hours in Ward No.-049, BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **180 days (For Sl. No. 1 to 4).** Last date and time of submission of bid: **01.07.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of tender: **03.07.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **20.06.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/BR-VI/046/036/2023-2024/D (2nd Call)
Name of the work: **Repairs to paver block and cobble stone footpath (disturbed due to different P. U. Agencies and Natural Wear and Tear) at S. N. Banerjee Road, Grant Street, Esplanade East and different places in Ward No.-46.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,87,855.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **50 days.**

(2) NIT No. : KMC/BR-VI/046/038/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of I.P footpath and cement concrete passage and footpath at 54, 54/1 Metcalf Street, 3 Shib Dey Lane, 11 Khairu Place, 133, 133/1 S. N. Banerjee Road, 4 Motisil Street etc. and its adjacent area in Ward No.-46.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,90,747.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **50 days.**

(3) NIT No. : KMC/BR-VI/051/027/2023-2024/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of I.P, concrete passage & I. pit disturbed by W.S Deptt. at 5A to 31 J. P. Lane, 46 D. D. Sarani to 13/2 J. P. Lane, 39 to 30C D. D. Sarani and 9 G. B. Street to 11 Kalidas Lane in Ward No.-51.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,30,093.00.** Earnest money: ₹ **8,700.00.** Period of completion: **40 days.**

(4) NIT No. : KMC/BR-VI/052/026/2023-2024/R (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of concrete, I.P.S passage near Premises No. 31, 115 Collin Street & asphaltum road at 24 Marquis Street and adjacent area disturbed by W/S Dept. & CESC in Ward No.-52, BR-VI.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,92,067.00.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/BR-VI/053/031/2023-2024/R
Name of the work: **Maintenance of collapse sewer at 29A Doctor Lane, Serang Lane and different places in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,93,997.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/BR-VI/061/031/2023-2024/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of paver block passage and footpath at 12 Bedford Lane, Elliot Road, 13 Elliot Lane and surrounding places in Ward No.-61.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,58,419.00.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/BR-VI/061/032/2023-2024/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of asphaltum and concrete road surface at Bedford Lane disturbed by Jio in Ward No.-61.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,25,858.00.** Earnest money: ₹ **8,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/BR-VI/062/036/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of IPS & concrete passage disturbed by CESC at 2 Imdad Ali Lane, 9 A. K. Md. Siddique Lane, 37B Taltala Lane etc. in Ward No.-62.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,73,742.00.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **50 days.** Last date and time of submission of bid: **01.07.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 8).** Tender opened on: **03.07.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2024 (6 p.m.) (For Sl. No. 1 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-56, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-57, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-58, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-59, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-64, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-65, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/ damaged sewer lines etc. in Ward No.-66, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/CHOCKAGE/24-25
Name of the work: **Urgent removal of chockage/collapse sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-67, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-56, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-57, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-58, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-59, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-64, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.**

(16) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-65, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(17) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-66, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

(18) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/PITCOVER/24-25
Name of the work: **Providing and fixing M H cover/G P cover/C P cover/inspection pit cover in Ward No.-67, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **180 days (For Sl. No. 1 to 18).** Last date and time of submission of bid: **28.06.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 18).** Tender will be opened on: **01.07.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 18).** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2024 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 to 9)** and **19.06.2024 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 10 to 18).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 18).**

(81/24-25)

টলি-বলি

অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে আহত প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

সিনেমার শুটিংয়ে তারকাদের আহত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে প্রায়ই তারকাদের আহত হওয়ার খবর শোনা যায়। এবার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জানালেন শুটিংয়ে আহত হওয়ার খবর। হলিউড ছবি ‘দ্য ব্লাফ’-এর শুটিং সেটে আহত হয়েছেন অভিনেত্রী। অস্ট্রেলিয়ায় চলছে সিনেমাটির শুটিং। তখনই চোট পেয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। চোটের ছবি নিজেই পোস্ট করেছেন দেশি গার্ল। গলায় আঘাতের চিহ্ন ছবিতে স্পষ্ট। প্রিয়াঙ্কার গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে ভক্তরা চিন্তিত হলেও, চোট নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা নেই খোদ অভিনেত্রীর। বরং তিনি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এ ধরনের চোট কাজ করতে গেলে লেগেই থাকে।’আরও একটি ছবি পোস্ট করেছেন দেশি গার্ল।

সেখানে তাঁর কন্যা মালতিকে দেখা যাচ্ছে খোশমেজাজে। সে তার বন্ধু তিহান দত্তের সঙ্গে খেলায় মজে আছে। দুজনই আঁকার খাতা ও রংপেনসিল নিয়ে নিজেদের মতো করে সময় কাটাচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে ‘দ্য ব্লাফ’-এর শুটিং সেটের ছবি শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী। চলতি বছরের শুরুর দিকেই শুটিং সেটে আহত হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। হলিউড সিনেমা ‘হেড অব স্টেট’-এর শুটিংয়ে আহত হন তিনি। তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর মুখের একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তাঁর ক্ষত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এ ছাড়া গত ১৬ এপ্রিলও ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কিছু ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তাঁর শরীরে ছিল রক্তের দাগ। ছবি শেয়ার করতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা লিখেছিলেন, ‘আমি জানি না গত কয়েক বছরে কতবার আহত হওয়ার ছবি পোস্ট করেছি।’

বিয়ে করতে চলেছেন ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়ার ছেলে মডেল সিদ্ধার্থ মালিয়া

বিয়ে করতে চলেছেন ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়ার ছেলে মডেল সিদ্ধার্থ মালিয়া। ইনস্টাগ্রামে সুখবরটি নিজের ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন সিদ্ধার্থ। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা জেসমিনকে চলতি সপ্তাহেই বিয়ে করতে চলেছেন সিদ্ধার্থ। একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘বিয়ের সপ্তাহ শুরু হয়ে গিয়েছে।’ সিদ্ধার্থের গায়ে সাদা রঙের স্যুট আর জেসমিন পরে আছেন ফ্লোরাল প্রিন্টের লং গাউন। অনেকেই জানেন না, একসময় বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে প্রেম করতেন সিদ্ধার্থ। প্রায়ই তাঁদের মুম্বাইয়ের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় দেখা যেত। আইপিএলের ম্যাচও একসঙ্গে দেখতেন বিজয় ও সিদ্ধার্থ। তবে তাঁদের সম্পর্ক বেশি দিন টেকেনি। এ প্রসঙ্গে দীপিকার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো ভারতীয় গণমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, সিদ্ধার্থের কর্তৃত্ববাদী আচরণে বিরক্ত ছিলেন অভিনেত্রী। একসময় যখন এটা সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন তিনি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। সিদ্ধার্থ মালিয়া গত বছরের নভেম্বরে জানিয়েছেন, তিনি হ্যালোইন উৎসবে জেসমিনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। দুটি ছবিও শেয়ার করেছিলেন। একটিতে তাঁকে হাঁটু মুড়ে বসে ডাইনির সাজে থাকা (হ্যালোইন পার্টির সাজ) জেসমিনকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে, জেসমিন তাঁর বিয়ের আংটি দেখাচ্ছেন। সেই পোস্টের ক্যাপশনে লেখা ছিল চিরকালের জন্য আমার সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেলে। ভালোবাসি। ‘হ্যাঁ’ বলার জন্য ধন্যবাদ। সিদ্ধার্থ অভিনেতা ও মডেল। তাঁর বাবা বিজয় মালিয়া ইউবি গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান। ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্মগ্রহণকারী সিদ্ধার্থ লন্ডন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বড় হয়েছেন। পরে তিনি রয়্যাল সেন্ট্রাল স্কুল অব স্পিচ অ্যান্ড ড্রামায় যোগ দেন।

হুগলির ভদ্রেশ্বরে নিখোঁজ শিশু, অভিযোগকে কেন্দ্রে করে ব্যাপক চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর হুগলি, ১৯ জুন ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বরে নিখোঁজ শিশু ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দিনভর তল্লাশি, নিখোঁজ শিশুর খোঁজে তল্লাশি। শিশু নিখোঁজের অভিযোগকে কেন্দ্রে করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির ভদ্রেশ্বরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেব বাগান এলাকায়। নিখোঁজ শিশুর নাম আরাধ্যা রাম। ইতিমধ্যেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে নিখোঁজ শিশুর পরিবার। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার এলাকার ঝোপঝাড় জঙ্গলের পাশাপাশি জলাশয়েও তল্লাশি চালান হয়।

জানা গিয়েছে, শিশুটি তার বাবা মায়ের সঙ্গে থাকে। সাহেব বাগান এলাকায় শিশুটির মামার বাড়ি। বিউটিশিয়ানের কোর্স করার জন্য বাপের বাড়িতে ছিলেন শিশুটির মা মনীষা রাম। সঙ্গে শিশুটিও ছিল। মঙ্গলবার বাড়ির কাছেই ছিল শিশুটি। কিন্তু তারপর হঠাৎই আর তার কোনও খোঁজ নেই। ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিশুটির মা মনীষা রাম। এই বিষয়ে মনীষা রাম বলেন, আমার মেয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে খেলে। ৫টা নাগাদ আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার বাড়িও দিয়ে যায়। আমি মেয়েকে খাইয়ে, জামা ও জুতো পরিয়ে দিই। এরপর মেয়ে আবার পাশের বাড়ির দিকে যায়। আমি আর বেশি খেয়াল করিনি। ভেবেছি পাশের বাড়ির মেয়েটার কাছেই গিয়েছে। পরে ৮টা-সাড়ে ৮টা নাগাদ যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বলল ওখানে যায়নি। তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু করি। ঘটনায় নিখোঁজ শিশুর বাবা বিকা রাম বলেন, শাশুড়ি ফোন করে বললেন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করি। পুলিশের কাছেও গিয়েছি। কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে কারও উপরে সন্দেহ রয়েছে কি না। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজও দেখছে। আমি চাই আমার মেয়ে ফিরে আসুক। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় এক মহিলা বলেন, এটা মেয়েটার মামার বাড়ি। কী ভাবে কী হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদেরও বাড়িতে বাচ্চা আছে। আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। এমন ঘটনার পর রীতিমতো ভয় লাগছে। মেয়েটা ফিরে এলে ভালো হয়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই হুগলির ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিখোঁজ শিশুর খোঁজে শুরু হয়েছে জোরদার তল্লাশি।

বুধবার ঘটনাস্থলের আশেপাশে বিভিন্ন ঝোপঝাড় ও জলাশয়ে তল্লাশি চালান হয়। একইসঙ্গে একটি পাতকুয়ার জল ছেঁচে সেখানেও চালান হয় তল্লাশি। যদিও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ শিশুর কোনওরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি বলেই জানা যাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে তল্লাশির সুবিধার্থে ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যও নেওয়া হবে।

রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে নার্সিংহোমে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ জুন ঃ জয়নগরে স্পন্দন নার্সিংহোমে বিনা চিকিৎসায় এক রোগী মৃত্যুকে ঘিরে নার্সিংহোম ভাঙচুর, উত্তেজনা। মৃতদেহ বুধবার ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলা থানার ৬ নং মনিরতটের বাসিন্দা বিমল সরকার মঙ্গলবার নিমপীঠে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন।পরিবারের তরফে অভিযোগ পথ দুর্ঘটনায় পায়ে চোট লাগে বিমল সরকারের,তাকে তড়িঘড়ি আনা হয় নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়,কিন্তু রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রোগীর পরিবার জয়নগরের স্পন্দন নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। তাদের অভিযোগ রগীকে এক্স রে রিপোর্ট করে বসিয়ে রাখা হয় দীর্ঘক্ষন। আর রোগীকে কোন ইনজেকশন বা ওষুধ দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষন পরে হার্ট অ্যাটাকে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে তার পরে উত্তেজনা শুরু হয়। রোগীর পরিবার ভাঙচুর করে জয়নগর স্পন্দন নার্সিংহোম,তাতে আহত হয় দুজন নার্সিংহোমের কর্মী।

জয়নগর

অবশ্য এ ব্যাপারে ঐ নার্সিংহোমের মালিক হরিসাধন নস্কর জানান, ঐ রোগীকে ভর্তি করা হয়নি, ডাক্তার দেখাতে এসেছিল ডাক্তার আসতে দেরী হয়। আর তার আগে ওই রোগী মারা যায়। এর জন্য নার্সিংহোম পক্ষ দায়ী নয়।তবে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বুধবার ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে মৃতদেহ বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় জয়নগর পুলিশ। নার্সিংহোমে কেন রোগীকে ভর্তি করা হলো না। কেন তাদের বারংবার ডাক্তার আসার কথা বলা হল।

সারাকে পরামর্শ দেন ‘চ্যাম্পিয়ন’ দাদি

বাবা সাইফ আলী খান ও মা অমৃতা সিংহের যখন বিবাহবিচ্ছেদ হয়, সারা আলী খানের বয়স তখন মাত্র ৯ বছর। তারপর মা আর ভাইয়ের সঙ্গেই থাকতেন অভিনেত্রী। বাবার সঙ্গে সারার সম্পর্ক ভালোই। সাইফ আর করিনা কাপুরের বিয়ের পরও সারার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়নি সাইফের। তবে মা-বাবার বিচ্ছেদের পর দাদি শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে সারার রসায়ন আরও জমজমাট হয়। ষাট ও সত্তর দশকে বলিউডে শর্মিলা ঠাকুরে মুগ্ধ হননি, এমন সিনেপ্রেমীর সংখ্যা বিরল। টানা টানা চোখ, বাহারি কেশসজ্জায় বঙ্গললনা রীতিমতো রুপালি পর্দা কাঁপিয়েছিলেন। রাজেশ খান্নার সঙ্গে শর্মিলার পর্দার রসায়নে মজেছিল বি-টাউন। যদিও ক্রিকেট তারকা মনসুর আলী খান পতৌদিকে বিয়ে করেন শর্মিলা। একসময় যেমন শর্মিলাকে নিয়ে খুব চর্চা হতো, তেমনই এখন চর্চায় নাতনি সারা। তাঁর ও কার্তিক আরিয়ানের সম্পর্ক নিয়ে বলিউডের নানা মহলে নানা জল্পনা। এ ছাড়া সম্প্রতি জাহ্নবী কাপুরের প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়ার ভাইয়ের সঙ্গে সারার প্রেমের চর্চা চলছে বলে খবর। তবে পুরুষ সঙ্গীদের নিয়ে সারা যাবতীয় বুদ্ধি নেন তাঁর দাদি শর্মিলার কাছ থেকে। তাঁকে ‘বড়ি আম্মি’ বলেন অভিনেত্রী। দাদিই যে তাঁদের পরিবারের ভিত্তি, সে কথাই জানালেন সারা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফিল্মফেয়ারে সারা বলেন, ‘দাদিই আমাদের পরিবারের প্রধান। ২০২০ সালে যখন খুব কঠিন সময় দেখলাম, সে সময় দাদিই সামলেছিলেন। আমার বাবাও ছিলেন সঙ্গে। দাদিমা আমাদের শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে রাখতে সাহায্য করেন। তিনি যেমন ঐতিহ্যকে আগলে রাখেন, ততটাই আধুনিক। আমাকে তো ছেলেদের বিষয়ে ভালোমন্দ দিকগুলো তিনিই বুঝিয়ে দেন। আমার দাদি এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। আমাকে প্রতিমুহূর্তে আগলে রাখেন তিনি।’

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১৯ জুন ঃ ঘরে স্ত্রী রয়েছেন। রয়েছেন সন্তানও। তারপরও নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে আসে এক তরুণীর প্রেমে পড়ে যান চিকিৎসক। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। নিত্য তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক। বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন চিকিৎসক। অন্তত তেমনটাই দাবি করছেন তরুণী। কিন্তু সময় আসতেই বিয়ে করতে অস্বীকার। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়ায়। অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ জুন চুঁচুড়া মহিলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। আকাশ ঘোষ নামে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ। তিনি চুঁচুড়াতেই একটি নার্সিংহোমে প্র্যাকটিস করেন। অভিযোগ সেই সূত্রেই ওই চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দীর্ঘদিনের সম্পর্কে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন তাঁরা। তরুণীর দাবি, চিকিৎসক তাঁকে বিয়ে করারও প্রতিশ্রুতি দেন। অভিযোগ, একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পর যখনই বিয়ের কথা বলতেন তরুণী, তখনই চিকিৎসক এড়িয়ে যেতেন। তারপর সন্দেহ হওয়ায় খোঁজ খবর করা শুরু করেন তরুণী।

TYROON TEA COMPANY LIMITED
(AN ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 AND HACCP CERTIFIED COMPANY)
CIN : L15421WB1890PLC000612
Registered Office: Mc Leod House, 3, Netaji Subhas Road,Kolkata- 700 001
Phone No. (033) 2248 - 3236 / 6071/ 9931
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **29th** (Post IPO) Annual General Meeting (AGM/Meeting) of the Members of Tyroon Tea Company Limited (the Company) will be held on **Monday, July 15, 2024 at 3.00 p.m**. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the Meeting (Notice). The venue of the AGM shall be deemed to be the registered office of the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2024 have been sent in electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has been completed on **June 19, 2024** in conformity with the regulatory requirements.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide facilities for Members to exercise their right to vote on resolutions proposed in respect of the business to be transacted at the Meeting by electronic means only, through remote e-Voting system prior to the AGM and through e-Voting system during the AGM, for which purpose, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities.

Please refer to the Notice of the AGM for details for joining the AGM and the manner of casting vote etc. The details relating to e-Voting in terms of said Act and Rules, are as under.

1. The date and time of commencement of remote e-Voting on **Friday, July 12, 2024 at 09. a.m.**
2. The date and time of end of remote e-Voting on **Sunday,July 14, 2024 at 5.00 p.m.**
   Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-Voting modules shall be blocked by NSDL for voting thereafter.
3. The cut-off date - **July 8th 2024.**
   Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting or the facility of e-Voting during the Meeting and are requested to join the AGM through VC/OAVM mode, by following the procedure mentioned in the Notice. Persons who are not Members as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
4. A person, who acquires shares and becomes a Members of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain their login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or rdinfo.investors@gmail.com. However, if a Member is already registered for e-Voting, then existing User ID and password can be used for login and casting vote.
5. Members who have cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting shall be eligible to vote through the e-Voting system at the AGM.
7. Website address of the Company where the Notice of the AGM is displayed: Company: www.tyroontea.com. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
8. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with e-Voting :

Particulars	National Securities Depository Ltd.	R & D Infotech Pvt. Ltd.
Name & Designation	Mr. Vikram Jha, Manager	Mr.Ratan Mishra
Address	Trade World "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013	15C Naresh Mitra Sarani, Kolkata - 700026.
E-mail id	evoting@nsdl.co.in	rdinfo.investors@gmail.com
Phone No.	1800 1020 990/1800 224 430	033-24192641

9 Mr.Dhruba Charan Sahoo, Practicing Company Secretary (ACS14008, CP:5508) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and casting of votes through e-Voting process during the AGM in a fair and transparent manner.

10 The declared results of voting along with a Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.tyroontea.com immediately after the declaration of results and also be forwarded to the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board
Tyroon Tea Company Limited
Sd/-
(K. C. Mishra)
Company Secretary & CFO
eCSIN - EA013288A000046618

Place : Kolkata
Date : June 20th 2024.

Name Change
I previously called MD.ZAHEERUDDIN (old name) S/o Ramzan Ali R/o 36B/1B Kabitirtha sarani khidderpore p.s Watgunge kolkata -700023 . Shall henceforth be known as MD.ZAHIRUDDIN (new name) video an affidavit No 96AB747454 by the notary public Kolkata on 14-06-2024 . Therefore MD.ZAHEERUDDIN and MD.ZAHIRUDDIN are same identical persons, not two different ones.

Name Change
I previously called SHAIKH MOHAMMAD SHAIFUDDIN (old name) s/o, late . SK. SAMSUL Bari R/o , vill, Ayodhya nagar, P/o Shirakole , p.s Usthi, Dist-south 24 parganas -pin - 743513. Have changed my name as SAIFUDDIN SK (new name) video an affidavit NO 96AB747455 by the notary public Kolkata on 14-06-2024 . Therefore SHAIKH MOHAMMAD SHAIFUDDIN and SAIFUDDIN SK are same identical persons not two different ones.

Name Change
I, VIBHA DUBEY & VIBHA DE AND VIBHA DE DUBEY, WIFE OF SAIKAT DE, RESIDING AT NAUTICAL, BLOCK-1/4F, 493, GARAGACHA, GARIA, PATULI, KOLKATA -700084, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIBHA DUBEY DE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/06/2024.THAT VIBHA DUBEY & VIBHA DE AND VIBHA DE DUBEY ALSO VIBHA DUBEY DE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, JAYANTA KR MONDAL (পুরাতন নাম) পিতা NITAI MONDAL , ঠিকানা - VILL-AKANDATALA, PO-SINDRANI, PS-BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে JAYANTA MONDAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। JAYANTA MONDAL (নতুন নাম) এবং JAYANTA KR MONDAL (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sharib Tanvir (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Wadud ঠিকানা Selar Hat, Barrackpore Road, P.O.- Nilganj Bazar, P.S.- Barasat, 24 Pgs. (N), Pin-700121, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Sharib Tanvir (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Sharib Tanvir (নতুন নাম) ও Sharib Tanvir (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Md. Anis Ahmed (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Aziz Ahmed ঠিকানা 3rd Floor, 19B, Prasanna Naskar Lane,24 Pgs. (S), Pin-700039, W.B., কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-06-2024 এর Affidavit no. 005/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Anis Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Anis Ahmed (নতুন নাম) ও Md. Anis Ahmed (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Basudev Sarkar (পুরাতন নাম) পিতা Srikanta Sarkar ঠিকানা Khrishthan Para, Guma, (City), Ashokenagar, 24 Pgs. (N), Pin-743704, W.B.কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-06-2024 এর Affidavit no. 85/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Basudeb Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Basudeb Sarkar (নতুন নাম) ও Basudev Sarkar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bimal Kumar Pahari (পুরাতন নাম) পিতা Bhutnath Pahari , ঠিকানা-Vill.- Khadalgobra, P.O.- Digha, P.S.- Digha Mohana Coastal, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721428, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bimal Pahari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bimal Pahari (নতুন নাম) এবং Bimal Kumar Pahari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Jyotsna Pahari (পুরাতন নাম) স্বামী Bimal Pahari, ঠিকানা-Vill.- Khadalgobra, P.O.- Digha, P.S.- Digha Mohana Coastal, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721428, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Joytsna Pahari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Joytsna Pahari (নতুন নাম) এবং Jyotsna Pahari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Safikul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Rostam Molla, ঠিকানা- Vill.- Alaquiliya Kashipur, P.S.- Uttar Kashipur, 700135, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Safikul Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Safikul Molla (নতুন নাম) এবং Safikul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SANTOSH KUMAR SHAW, S/O MAHENDRA SHAW, R/O 2ND FLOOR, FLAT NO TB2, BUBAI APARTMENT, 16, PANCHKARI GHOSH ROAD, PO BARISHA, PS THAKURPUKUR, KOLKATA - 700008, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTOSH SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT SANTOSH KUMAR SHAW AND SANTOSH SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOSTOFA SEKH, S/O ABDUL BARI, R/O VILL SABALARA, PO BALLUKHAT, EAST MEDINIPUR, PIN-721137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSTOFA SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT MOSTOFA SEKH AND MOSTOFA SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sandip Chattopadhyay (old name) S/O Krishna Pada Chattopadhyay, residing at Sonamoni Co-op, Flat- B4 23, East Point, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sandip Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/06/2024. Sandip Chatterjee (new name) and Sandip Chattopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Shobita Mandal (old name) W/O Dinesh Mandal, residing at T-33, Flat- 2A, Genexx Valley, Joka, Kolkata- 700104, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shobita Dinesh Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Shobita Dinesh Mandal (new name) and Shobita Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Dinesh Dilip Kumar Mandal (old name) S/O Dilip Kumar Mandal, residing at T-33, Flat- 2A, Genexx Valley, Joka, Kolkata- 700104, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dinesh Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Dinesh Mandal (new name) and Dinesh Dilip Kumar Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Pradip Kumar Gain & Pradip Gain (old name) S/O Shibratan Gain, residing at Vill- Haridaspur, P.S.- Petrapole, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743405, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prodip Gain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Prodip Gain (new name) and Pradip Kumar Gain & Pradip Gain (old name) all are same identical person.

Name Change
I RAJAT AGARWAL, S/O RAJ KUMAR AGARWAL, R/O 15, PANCHANAN TALA ROAD, PS HOWRAH, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJAT KUMAR AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT RAJAT KUMAR AGARWAL AND RAJAT AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TASNEEM NISHAT , C/O RAZIULLAH KHAN, R/O CONVENT ENCLAVE, 10 CONVENT ROAD, BLOCK-2, FLAT 3C, VTC ENTALLY, PO ENTALLY, SUB DISTRICT KOLKATA, PIN-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TASNEEM NISHAT KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT TASNEEM NISHAT KHAN AND TASNEEM NISHAT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Manmatha Jana S/o. Kanai Jana R/o. Vill.- Mahadadhipur, P.O.- Barakamarda, P.S.- Nandakumar, Dist.- East Medinipur, Pin-721648 shall henceforth be known as Manmathanath Jana. I declare that Manmathanath Jana and Manmatha Jana is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-06-2024.

Name Change
I, JYOTI KM SHAW, DAUGHTER OF ARBIND SHAW, RESIDING AT MATHURAPUR, SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700150, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JYOTI SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024.THAT JYOTI KM SHAW AND JYOTI SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, PRADIP NANDI, SON OF LATE DINESH NANDY, RESIDING AT 2/129, BIJOYGARH, PO & PS-JADAVPUR, KOLKATA, WEST BENGAL, PIN-700032, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRODIP KUMAR NANDI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18.06.2024.THAT PRADIP NANDI AND PRODIP KUMAR NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KOUSHIK GHOSH, S/O NARAYAN CHANDRA GHOSH, R/O BHASTARA HATPARA, PO BHASTARA, GURAP HOOGHLY RURAL, PIN-712303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAUSHIK GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT KOUSHIK GHOSH AND KAUSHIK GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MINOTI GHOSH, W/O NARAYAN CHANDRA GHOSH, R/O BHASTARA HATPARA, PO BHASTARA, GURAP, HOOGHLY RURAL, PIN-712303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINA GHOSH ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT MINOTI GHOSH AND MINA GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPASH BHOWMIK, S/O LATE JATINDRA BHUSHAN BHOWMIK, R/O 66, PRIYA NATH BANERJEE ROAD, SHREE DURGA PALLY, BARRACKPORE, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASH KUMAR BHOWMIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT TAPASH BHOWMIK AND TAPASH KUMAR BHOWMIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Jayshree Chattopadhyay (old name) W/O Sandip Chatterjee, residing at Sonamoni Co-op, Flat- B4 23, East Point, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jayshree Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/06/2024. Jayshree Chatterjee (new name) and Jayshree Chattopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Chitto Ranjan Pal (old name) S/O Maran Chandra Paul, residing at 13, Choudhury Para Road, Uttrayan, North Dum Dum, P.O.- Nimta, Barrackpore, Kolkata- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chitta Ranjan Pal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Chitta Ranjan Pal (new name) and Chitto Ranjan Pal (old name) both are same identical person.

Name Change
I SALMANUDDIN , S/O NASIRUDDIN MOLLA, R/O Y-1/1, DR A.K. ROAD, PO BADARTALA, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SALMAN UDDIN MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT SALMANUDDIN AND SALMAN UDDIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I OLIVIA MARY FERNANDEZ, W/O JOSEPH FRANCIS FERNANDEZ, R/O SHOVONA APPT, 3A, SHYAM NAGAR ROAD, KOLKATA -700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS OLIVIA FERNANDEZ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT OLIVIA MARY FERNANDEZ AND OLIVIA FERNANDEZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANUP KUMAR BISWAS, S/O NIRAPADA BISWAS, R/O VILL RAGHABPUR, PO PANPARA, RANAGHAT, NADIA, PIN-741201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUP BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT ANUP KUMAR BISWAS AND ANUP BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, RADHA DEVI JAISWAL (OLD NAME), WIFE OF PARAS NATH SHAW, RESIDING AT 86 ASHOKGARH, BARANAGAR (M)ISI PO, NORTH 24 PARGANAS - 700108,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RADHA DEVI SHAW(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MASIGITRATE (1ST CLASS) AT HOWRAH ON 13/05/2024.THAT RADHA DEVI JAISWAL AND RADHA DEVI SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, PARAS NATH JAISWAL (OLD NAME), SON OF LATE MUNNI LAL SHAW, RESIDING AT 86 ASHOKGARH, BARANAGAR (M) ISI PO, NORTH 24 PARGANAS - 700108, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARAS NATH SHAW (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MASIGITRATE (1ST CLASS) AT HOWRAH ON 13/05/2024.THAT PARAS NATH JAISWAL AND PARAS NATH SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, DEBASISH SARKAR, S/O. LATE KHAGENDRA NATH SARKAR, presently residing at NO.73, NEW GOVT. COLONY, BANSDRONI, KOLKATA 700070,WEST BENGAL. Shall henceforth be known as my name is DEBASIS SARKAR vide an affidavit sworn before the Notary Public, kolkata on 19/06/2024.DEBASISH SARKAR and DEBASIS SARKAR both are same & one identical person.

Name Change
I HAFIJUR MIDDYA, S/O LATE ABDUR RAHAMAN MIDDYA, R/O VILL DAKSHIN SANTOSHPUR, PO DAKSHIN SANTOSHPUR, PS JAGAT BALLAVPUR, DIST HOWRAH, PIN-711404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAFIZUR RAHAMAN MIDDYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT HAFIJUR MIDDYA AND HAFIZUR RAHAMAN MIDDYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SEKH AKBAR ALI, S/O SEKH ABUL HOSSAIN, R/O VILL - ARA SUCHIA, PO MOSAT , PS CHANDITALA, HOOGHLY -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK AKBAR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024,THAT SEKH AKBAR ALI AND SK AKBAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPASH BHOWMIK, S/O LATE JATINDRA BHUSHAN BHOWMIK, R/O 66, PRIYANATH BANERJEE ROAD, SHREE DURGA PALLY, BARRACKPORE, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASH KUMAR BHOWMIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT TAPASH BHOWMIK AND TAPASH KUMAR BHOWMIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RASHIDA MUFADDAL BADAMI, WIFE OF MUSTAFA DAHODWALA, RESIDING AT 1FLE-FR, PLOT NO-31, JAGATIPOTA,LILY GARDEN, RAJPUR SONARPUR (M), PANCHPOTA, SOUTH 24 PARGANAS - 700152, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHIDA MUSTAFA DAHODWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE 1ST CLASS AT KOLKATA ON 30/05/2022.THAT RASHIDA MUFADDAL BADAMI AND RASHIDA MUSTAFA DAHODWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মহিলাদের ভিডিও বানাতে বাথরুমে ক্যামেরা, গ্রেফতার ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ জুন ঃ ক্লাস ইলেভেনে পড়া ১৭ বছরের এক নাবালক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে কখনও গৃহস্থ বাড়ির বাথরুমে, কখনও স্কুলের বাথরুমে, মোবাইল বা গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে মহিলাদের নগ্ন ভিডিও তোলার। বুধবার ওই কিশোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি, যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ-সহ ওই কিশোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত কিশোর তার কুকীর্তির কথা স্বীকারও করেছে। ওই ছাত্রের কাছ থেকে দু'টি মেমোরি কার্ড মেলে। উদ্ধার হয় এলাকারই একাধিক মহিলার নগ্ন ছবি। দাসপুর থানার জোতঘনশ্যাম গ্রামের বাসিন্দা ওই কিশোর। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ১৭ বছরের ওই নাবালক বহুদিন ধরে গ্রামের বধূ ও স্কুল ছাত্রীদের গোপন ভিডিও বানিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপলোড করত। ওই কিশোর জোতঘনশ্যাম নীলমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। গত ১৭ জুন সোমবার গ্রামবাসীরা ওই কিশোরের এক বন্ধু মারফত জানতে পারে স্কুলে মহিলাদের বাথরুমে স্পাই ক্যামেরা লাগিয়েছে ওই ছাত্র। তখনই জানা যায়, গ্রামের একাধিক মহিলার স্নান করার ভিডিও রেকর্ড করে সেগুলি বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল করেছে সে। ঘটনা জানাজানি হতেই ওই নাবালককে বাড়ি থেকে তুলে আনে গ্রামের মানুষ। তার কাছ থেকে দুটি ফোন মেমোরি কার্ড উদ্ধার হয়। এতে আড়াইশোর বেশি অশ্লীল ভিডিও রয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এরপরই কিশোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শোরগোল পড়ে গোটা এলাকায়।

দুটি পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতিকে অপসারণ করলো তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জুন ঃ নানুরের দাসকল এক এবং কীর্ণাহার এক অঞ্চলের সভাপতিকে অপসারিত করলো জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। দাসকল এক পঞ্চায়েতের প্রভাত দাস এবং কীর্ণাহার এক পঞ্চায়েতের ইন্দ্রজিত দাসকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। সতেরোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পনেরোটা গ্রাম পঞ্চায়েতে লিড পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নানুর পঞ্চায়েত তৃতীয় স্থানে। দাসকল এক পঞ্চায়েতে ৭৫০ এবং কীর্ণাহার এক পঞ্চায়েতে ১১৭৩ ভোটে পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। দাসকল এক পঞ্চায়েতে লাভপুর বিধায়ক অভিজিত সিনহার জন্মভিটি। নানুরের কাজল সেখ বলেন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নানুর পঞ্চায়েত তৃতীয় স্থানে। সতেরোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পনেরোটা গ্রাম পঞ্চায়েতে লিড পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

জলসা দেখে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ জুন ঃ জলসার অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ যুবকের। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ জন। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে জামালপুর - দশঘড়া রোডের মাধবপুরে। মৃত ব্যাক্তি দুজনের নাম সেখ আব্বাস (২৬) ও নুরসেলিম সেখ (২৮)। মৃত দুজনের বাড়ি জামালপুর থানার মশাগ্রামের কেরেলি গ্রামে। মৃত সেখ আব্বাসের মা জানিয়েছেন, আব্বাস ঝাঁসিতে কাজ করতো। ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে বাড়িতে ছুটি নিয়ে এসেছিলো। মঙ্গলবার রাতে একটি চারচাকা গাড়ি করে ৬ জন তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল জলসা অনুষ্ঠান দেখার জন্য। ফেরার পথে ভোরের দিকে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গাড়িটি তিন চার পাল্টি খেয়ে রাস্তার পাশে ক্যানেলের জলে পরে যায়। গাড়িতে থাকা ৬ জনের মধ্যে ৪ জন ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় মানুষজন তাদের উদ্ধার করে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে নুরসেলিমকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে এবং গুরুতর আহত সেখ আব্বাস ও সেখ আলফাজ নামে দুজনকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে আব্বাস কে বুধবার সকালে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কিছুক্ষণের মধ্যে তারও মৃত্যু হয়। অপরজন চিকিৎসাধীন রয়েছে। মৃতদের পরিবারের লোকজনের দাবী ওই চারচাকা গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল তার কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

৪৮ ঘন্টা পর শিশুকন্যাকে ফেলে পালালো অপহরণকারীরা, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ জুন ঃ টানা ৪৮ ঘন্টা পর দুর্গাপুরের অপহৃতা এক রত্তিকে নিজের এলাকায় ফিরিয়ে দিয়ে গেল অপহরণকারীরা। আশ্চর্যজনকভাবে তার পরনে নতুন জামা। আর তাতেই আরও রহস্যের দানা বেঁধেছে। হাসিমুখে মায়ের কোলে ফিরে এলো ছোট্ট সুমিত্রা। যা দেখে মন জুড়িয়ে গেল বাবা ধর্মেন্দ্র ও মা চায়না সাউয়ের। কোথা থেকে কে বা কারা ফিরিয়ে দিয়ে গেল, তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুন রাতে নিজের বা।রি কাছে তিলক মাঠে দুই দিদির সাথে খেলছিল এক রত্তি সুমিত্রা। অভিযোগ, আচমকাই একটি বাইকে এক মহিলা ও এক যুবক তাকে প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে। বাইক আরোহীদের মাথা হেলমেটে ঢাকা ছিল, তারা মাঠে এসে সুমিত্রাকে বাইকে চড়িয়ে ঘোরানোর নাম করে বাইকে তুলে সুমিত্রার মাথা কাপড়ে ঢেকে নিয়ে চম্পট দেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। ঘটনার পরে পুলিশ তদন্তে নামে। সীমান্ত এলাকাগুলি নাকাবন্দি করা হয়। এমনকি নাকা তল্লাশিও জোরদার করা হয়। নানা জায়গার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করে পুলিশ। কিন্তু কোনো ভাবেই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে যত সময় যাচ্ছিল ততই উদ্বেগ ছিল সুমিত্রার পরিবার। পাশাপাশি শহরের নিরাপত্তায় চাপে পড়ে পুলিশ মহল। মঙ্গলবার এই পরিস্থিতির মাঝে আচমকাই ওই শিশুটিকে বাড়ির কাছেই নামিয়ে দিয়ে যায় অপহরণকারীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি চার চাকা সাদা গাড়িতে করে তিলকের মাঠে সুমিত্রাকে নামিয়ে দিয়ে যায়। তবে গাড়িতে কতজন ছিল সেটা বোঝা যায়নি। মাঠের মধ্যে একটি বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পেয়ে তিলক বস্তির মানুষজন গিয়ে দেখেন মাঠে সুমিত্রা। খবর চাউর হতেই হইচই পড়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন দুর্গাপুর থানার পুলিশ সহ ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান নেয় পুলিশ। সুমিত্রার জ্যাঠা জিতেন্দ্র সাউ বলেন, আমরা আমাদের বাচ্চাকে ফিরে পেয়েছি, খুবই খুশি। পুলিশের ভূমিকাতেও আমরা সন্তুষ্ট।

TENDER NOTICE

The Secretary, Nirasray Nari-O-Sishu Seva Bhaban, Cooch Behar invites 3 nos. e-tenders for "Supply Of Grocery & Stationery items, Vegetable, Fish, Meat, Egg items and Festival garment items" vide Tender ID No - 2024_MEE_695687_1, 2024_MEE_695824_1 & 2024_MEE_695835_1. eTender submission end date -26/06/2024. Details information will be available from the website-(i) http://wbtenders.gov.in

Sd/- Secretary,
Nirasray Nari-O-Sishu Seva Bhaban

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. 01 of 2024-25/PO/BCW/JAL, Dt. 19-06-2024 for construction of one new Sarna Than at Salbari under Matiali Dev. Block within the district of Jalpaiguri. For Details, please visit the office of the undersigned on any working day or log-on to www.wbtenders.gov.in.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

Raghunathpur Gram Panchayat

(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com

NIT NO:-001/RGP/2024-2025 Date:-19/06/2024
Tender ID :- 2024_ZPHD_695773_1
Bid submission end date:-28/06/2024 12:00PM
Bid opening date:-01/07/2024 12:00PM
NIT NO:-001/RGP/2024-2025 Date:-19/06/2024
Tender ID :- 2024_ZPHD_695540_1
Bid submission end date:-28/06/2024 12:00PM
Bid opening date:-01/07/2024 12:00PM
Sd/- Pradhan
Raghunathpur Gram Panchyat

ভালবাসার টানে ব্রাজিল থেকে নবদ্বীপের মেঠো পথে টিনের বাড়িতে ম্যানুয়েলা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ জুন ঃ পরনে নাইটি, গায়ে ওড়না, কপালে লাল টিপ! একেবারেই যেন আদ্যোপ্রান্ত গ্রাম্য বধূ। ভালবাসার টানে ব্রাজিল থেকে ভারতে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। তারপর মেঠো পথ পেরিয়ে একেবারে নবদ্বীপের ফরেসডাঙায় ব্রাজিলের মেয়ে ম্যানুয়েলা অ্যালভেস দা সিলভা। নবদ্বীপের ফরেসডাঙা এলাকার দিলীপ মণ্ডলের ছেলে কার্তিক থাকতেন সুরাটে। সেখানেই একটি ফার্মেসিতে কাজ করতেন তিনি। এরপর ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয় ব্রাজিলের মেয়ে ম্যানুয়েলা অ্যালভেস দা সিলভা-র সঙ্গে। এর পর প্রায় ৬ বছর এই ফেসবুকের মাধ্যমে কথা বলে এখন তাঁদের দুজনের হাত এক হতে চলেছে আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আগামি শুক্রবার গোধূলি লগ্নে একেবারে চার হাত এক হবে বাঙালি বধূ সাজে। প্রথমে তাঁদের ফেসবুকে আলাপ। তারপর কথাবার্তা চলতে থাকে। ৬ বছরের সম্পর্কের রঙ গাঢ় হতে থাকে। ভালবাসার সম্পর্ককে পরিণতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দুজনেই। মেয়ের পরিবারের সঙ্গে কথা হয় কার্তিকের। এবং মেয়েরও ছেলের পরিবারের সবার সঙ্গেও কথা হয়। ২ বছর আগেই বিয়ের সিদ্ধান্ন নেন দুজনে। শুক্রবার চার হাত এক হতে চলেছে। ম্যানুয়েলার বাড়িতে মোট ৬ জন সদস্য। তাঁদের বিদায় জানিয়েই এসেছেন তিনি। টিনের চালের বাড়িতে ভালবাসার বন্ধনেই থাকতে চান তিনি। কার্তিক যখন সুরাটে কাজের সূত্রে ছিলেন, ঠিক সেই সময় ম্যানুয়েলা ব্রাজিল থেকে দিল্লিতে চলে আসেন। এরপর দিল্লি থেকে কার্তিক ম্যানুয়েলাকে নিয়ে সোজা এই মেঠো গ্রামের বাড়িতে। বাংলায় কয়েকটা শব্দ শিখেছে ম্যানুয়েলা। যেমন কার্তিক যখন তাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর অনুভূতি শেয়ার করতে বলেন, তখন লজ্জা পেয়ে ম্যানুয়েলা বলেন, 'তুমি বলো।' ম্যানুয়েলা বাংলা শেখার চেষ্টা করছেন। আপাতত কার্তিকের পরিবারের সদস্যরা 'মোবাইল ল্যাঙ্গুয়েজে'র মাধ্যমেই ম্যানুয়েলার সঙ্গে কথা বলছেন। বিদেশি বৌমা পেয়ে খুশি কার্তিকের বাবা - মা। আর এদিকে, বিয়ের আগেই রোজ বিদেশি বৌমা দেখতে টিনের চালের ছোট্ট ঘরে ভিড় জমছে প্রতিবেশীদের।

আইফোন চেয়ে রেল ব্রিজের মাথায় মানসিক ভরসাম্যহীন যুবক

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৯ জুন ঃ কোলাঘাটের রূপনারায়ণ নদীর ওপর যে রেলব্রিজ রয়েছে তার মধ্যে ৩ নং ব্রিজের মাথায় উঠে পড়লো এক মানসিক ভরসাম্যহীন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। মঙ্গলবার বিকেল ৪ টের কিছু পরে ওই যুবককে ব্রিজের মাথায় দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ব্রিজের উপর দিয়ে একটি মেইল ট্রেন যাওয়ার সময় সেই মেইল ট্রেনের চেইন টেনে ব্রিজে নেমে পড়ে ওই যুবক। এরপরে আস্তে আস্তে ব্রিজের মাথায় চড়ে বসে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং রেল পুলিশ অনেকবার ওই যুবককে নামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। নামানোর চেষ্টা করলে রেলের হাইটেনশন লাইনে পা দেওয়ার ভয় দেখায়। মুহূর্তের মধ্যে হাইটেনশন লাইনের বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এবং ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে প্রায় দু'ঘণ্টা। স্থানীয় সূত্রে আরো জানা গেছে, ওই যুবক আইফোনের দাবি করেছিলেন, তাকে নিচ থেকে একটি ডামি ফোন দেওয়া হয়। ওই যুবক ওই ফোনটি নিতে নিচেও আসেন, iphone নয় বুঝতে পেরে আবার নাকি উপরে ওঠেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে তাকে নামানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা উপরে উঠে তাকে দড়ি বেঁধে নামানোর চেষ্টা করলে দড়ি ছিঁড়ে ওই যুবক মাটিতে পড়ে যান, তাকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা পাইকবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করেন, পরে তাকে তমলুকের রেফার করা হয়, যদিও এখন অবধি ওই যুবকের কোন পরিচয় মেলেনি।

PANCHLA GRAM PANCHAYAT

P.O.:Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. 121/XV FC TIED SBM(G)/NIT/PGP/2024

For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 4 (Four)Nos. different works. Last date of submission of tender(online) 28.06.2024 at 05.30 PM. Bid Opening on 01.07.2024 at 11:00 AM. For details visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ও/এসি/টি/৯১ অ্যান্ড ৯২/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা-১। কেস নম্বরঃ ও-এসি-টি-৯১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশনে ওপেন টেন্ডারঃ এইন/বিআরএল/এএসএন-এর অধীনে ব্রিজ নম্বর ৫, ৮২, ৯৫, ১১৯ (জেএসএমই-ডিইউএমকে শাখা) ইত্যাদির গার্ডার ও বিয়ারিং-এর পর্যবেক্ষণ সুবিধাবলীর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০৫,৩৬,৬৭১.৩৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০২,৭০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রমিক সংখ্যা-২। কেস নম্বরঃ ও-এসি-টি-৯২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশনে ওপেন টেন্ডারঃ এডিইএন/বিআরএল/এএসএন-এর অধীনে বিভিন্ন ব্রিজের গ্যাং পাথওয়ের বদল সহ সন্তষ্টকরণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬৪,৭০,৪২১.৫০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২৯,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৭.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা (ক্রমিক সংখ্যা ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-88/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal,
Office of the Assistant Engineer,
Haldia Sub-Division, Social sector, P.W.Directorate,
Durgachak Super Market, Haldia, Dist.- Purba Medinipur ,
PIN – 721602, e-mail Id –hldsdsspwd@gmail.com
Memo No- 29/NIT/HSD Date- 19.06.2024

Tender Notice

Government of West Bengal, Haldia Sub Division, Social Sector, P.W.Dte. 1 st Corrigendum against NIeT No.02 of 24-25. (Sl.No-03) for the Work- "Outside Cleaning & Front grill Colouring Work of Haldia Government College at Haldia in the District of Purba Medinipur due to upcoming NAAC Visit." The details can be obtained from the website http//wbtenders.gov.in 1).Tender I.D. No.:- 2024_WBPWD_691320_3. End Date:- 25.06.2024 at 17.00 hours. instead of 19.06.24 at 17.00 hours. Date of opening:- 27.06.2021 at 17.05 Hours Corrigendum or Addendum if issued will be published only through Website.

Sd/-
Assistant Engineer
Haldia Sub-Division, Social Sector, P.W.Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-০১/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ১৪.০৬.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত জোনাল সময়সীমার জন্য ডিভিসনাল টাউন ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধীনে নিম্নলিখিত মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত জোনাল কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিশেষতঃ রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ বা অন্য কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থার সাথে অতীতে অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে জোনাল ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০১-জোন-১-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ইস্ট/কেপিএ-এর অধীনে ইনস্টিটিউট ও ইটখোলা কলোনি সহ নিউ কলোনি, কবরস্থান এলাকা ও বাবু ব্লক কলোনি, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হসপিটাল, কাঁচরাপাড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স (স্টেডিয়াম), হসপিটাল কলোনি, এসটিসি ও আরপিএফ ব্যারাক [স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত] সমেত ফোরম্যান কলোনিতে পরিষেবা ও আবাসিক ভবনগুলির সাধারণ মেরামতি, চুনকাম, রঙকরণ, কাঠের কাজ ও রাস্তার কাজ (১) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২১-ভার-২-এর সমস্ত অধ্যায়। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০২-জোন-২-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ওয়েস্ট/কেপিএ-এর অধীনে ডাঙ্গাপানা কলোনি, সিটি বাজার, স্টোর ব্লক, ভূতবাগান কলোনি, এইচএলআর কলোনি, অফিসার্স কলোনি ও আমবাগান কলোনি [স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত] এর অধিক্ষেত্রে পরিষেবা ও আবাসিক ভবনগুলির সাধারণ মেরামতি, চুনকাম, রঙকরণ, কাঠের কাজ ও রাস্তার কাজ (১) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২১-ভার-২-এর সমস্ত অধ্যায়। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০৩-জোন-৩-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ডব্লুএস/কেপিএ-এর অধীনে লোকো শপ, লোকো শপ কমপ্লেক্স ও কেপিএ স্টোরের মধ্যে সমস্ত এলাকার [স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত] পরিষেবা ও অফিস ভবনগুলির সাধারণ মেরামতি, চুনকাম, রঙকরণ, কাঠের কাজ ও রাস্তার কাজ (১) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২১-ভার-২-এর সমস্ত অধ্যায়। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ৮০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৬০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০৪-জোন-৪-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ডব্লুএস/কেপিএ-এর অধীনে ক্যারেজ শপ, ক্যারেজ কমপ্লেক্স-এর মধ্যে সমস্ত এলাকার ও এইচএলআর স্টোরের [স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত] পরিষেবা ও অফিস ভবনগুলির সাধারণ মেরামতি, চুনকাম, রঙকরণ, কাঠের কাজ ও রাস্তার কাজ (১) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২১-ভার-২-এর সমস্ত অধ্যায়। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ৮০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৬০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৫। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০৫-জোন-৫-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/ডব্লুএস/কেপিএ-এর অধীনে জোন নম্বর ১ থেকে ৪-এর স্যানিটারি ও প্লাম্বিং সমেত পুরনো ও নতুন ফিল্টার হাউস, রিভার সাইড পাম্প হাউসে পরিষেবা ভবনগুলির জন্য যাবতীয় প্লাম্বিং ও স্যানিটারি কাজ। (১) সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২১-ভার-২-তে স্যানিটারি ও প্লাম্বিং-এর কাজ। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ৭০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৪০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৬। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০৬-জোন-৬-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এটিই/কেপিএ-এর অধীনে সিডব্লুএম বাংলো, অফিসার্স ক্লাব, অফিসার্স রেস্ট হাউস, স্টেশনের ত্রিকোণ উদ্যান, আরএমপি স্কুলের সামনে ত্রিকোণ উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ, দৃশ্যাবলী, বনসৃজন। [ডিএসআর হর্টিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং-২০২০-ভার-২-এর সমস্ত অধ্যায়]। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৭। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০৭-জোন-৭-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এটিই/কেপিএ-এর অধীনে [illegible] উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ, দৃশ্যাবলী, বনসৃজন [ডিএসআর হর্টিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং-২০২০-ভার-২-এর সমস্ত অধ্যায়]। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১০,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৮। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-০৮-জোন-৮-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এটিই/কেপিএ-এর অধীনে [illegible] (ইন্ডেন্ট-ইউএসএসওআর-২০২১-এর আইটেম অনুযায়ী)। **জোনাল কাজের আনুমানিক মোট মূল্যমান ঃ** ১৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অ-ফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা শেষের তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৫ (ক্র.নং. ১ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ (বেলা ২.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। কাজের পরিধি ইঙ্গিতবাহী মাত্র। বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ https://www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। প্রতিটি ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত টেন্ডার নথির মূল্য ও বায়নামূল্য শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে [illegible]। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** [illegible] **প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ** টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে, যে সময়কালে টেন্ডারদাতারা তাদের প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। [illegible] ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টায় এবং কর্মীবৃন্দ ও নেট সংযোগ প্রাপ্যতার ভিত্তিতে **একই তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোন সময়** টেন্ডার খোলা হবে। (MISC-77/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই-আরইউবি-ডিএনএইচএল-এসএইচবিসি-২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** শিডিউল এঃ এইএন/ডিকেএই-এর শাখায় কর্ড লাইনে শ্যালো গার্ডার ব্রিজ নম্বর ৮২-এর অপসারণের জন্য ধনিয়াখালিতে আরইউবি নির্মাণ। শিডিউল বিঃ এইএন/ডিকেএই-এর শাখায় কর্ড লাইনে শ্যালো গার্ডার ব্রিজ নম্বর ৮৯-এর অপসারণের জন্য শিবাইচণ্ডীতে আরইউবি নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৯৯,৯০,৩৩০.২৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৯৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২৮.০৬.২০২৪। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৬.২০২৪ তারিখে সন্ধ্যা ৬.০৬ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার পত্রের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে। (HWH-125/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে **শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-এসডিএএইচ-৫-২৪। ক্রমিক নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ** এবং **লট শেষের তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; এএ/১; এটিএম-এসডিএএইচ-বিবিটি-জিইএন-৩৪-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); বিরাটি রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিনিট। **২; এএ/২; এটিএম-এসডিএএইচ-জিইডিই-জিইএন-৫২-২৩-১** (এটিএম - জেনারেল); গেদে রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৪০ মিনিট। **৩; এএ/৩; এটিএম-এসডিএএইচ- বিআইআরএ-জিইএন-৪০-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); বিড়া রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৫০ মিনিট। **৪; এএ/৪; এটিএম-এসডিএএইচ-বিএআরএন -জিইএন-৪৫-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); বরানগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা। **৫; এএ/৫; এটিএম-এসডিএএইচ-ডিজিএনআর-জিইএন-৪৩-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); দুর্গানগর রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২.১০ মিনিট। **৬; এএ/৬; এটিএম-এসডিএএইচ-টিকেএনআর- জিইএন-২২-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); ঠাকুর নগর রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২.২০ মিনিট। **৭; এএ/৭; এটিএম-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-জিইএন-৩৬-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **৮; এএ/৮; এটিএম-এসডিএএইচ-এইচএনবি-জিইএন-৩৭-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); হাসনাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২.৪০ মিনিট। **৯; এএ/৯; এটিএম-এসডিএএইচ-সিডিপি-জিইএন-৪১-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); চাঁদপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১২.৫০ মিনিট। **১০; এএ/১০; এটিএম-এসডিএএইচ-এমজেটি-জিইএন-৩১-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); মাঝেরহাট রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১টা। **১১; এএ/১১; এটিএম-এসডিএএইচ-জিবিজি-জিইএন-২৩-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১.১০ মিনিট। **১২; এএ/১২; এটিএম-এসডিএএইচ-কেওএএ-জিইএন-২৪-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); কলকাতা টার্মিনাল রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম ১ স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১.২০ মিনিট। **১৩; এএ/১৩; এটিএম-এসডিএএইচ-এসএমএক্স-জিইএন-৩০-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); শিমুরালি রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **১৪; এএ/১৪; এটিএম-এসডিএএইচ-বিআরপি-জিইএন-৩৯-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); বারুইপুর রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম ১ স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১.৪০ মিনিট। **১৫; এএ/১৫; এটিএম-এসডিএএইচ-এইচআরও-জিইএন-৪৪-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); হাড়োয়া রোড রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ১.৫০ মিনিট। **১৬; এএ/১৬; এটিএম-এসডিএএইচ-এনএইচ-জিইএন-৫৪-২৩-১** (এটিএম - জেনারেল); নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ২টা। **১৭; এএ/১৭; এটিএম-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-জিইএন-৩৮-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের নিকট স্টাফ কলোনিতে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ০১.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা ২.১০ মিনিট। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স ফি (সকলের জন্য)। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬ (সকলের জন্য)। **লট শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০৭.২০২৪ বেলা ১১টা। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২। **লটের স্থিতিঃ** ড্রাফ্‌ট ক্যাটালগে নতুন।

(SDAH-87/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Market), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/MKT/SNROY/01/2024-25 (1st Call)
Name of the Work : **Renovation work for Health Chamber at ground floor in S N Roy Road Super Market.** Estimated Amount (Excluding GST + CESS) : **Rs. 2,74,656.00.** Earnest money : **Rs. 5,500.00.**

(2) NIT No.: KMC/MKT/COLLEGE ST/03/2024-25 (1st Call)
Name of the Work : **Installation of two nos. PVC Water Storage Tank in the Basement of A Block and Plumbing Sanitary Works at College Street Market.** Estimated Amount (Excluding GST + CESS) : **Rs. 2,83,215.00.** Earnest money : **Rs. 5,700.00.**

(3) NIT No.: KMC/MKT/BHOLANATH/01/2024-25 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing works at Bholanath Mukherjee and Debapriya Bose Market under Ward No. 118.** Estimated Amount (Excluding GST + CESS) : **Rs. 4,25,006.00.** Earnest money : **Rs. 8,600.00.** Period of completion : **45 days. [for Sl. No. 1 to 3].** Last date and time of submission of bid : **02.07.2024** at **10.30 a.m. [for Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of bid : **05.07.2024** at **12.30 p.m. [for Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [for Sl. No. 1 to 3].**

The Controlling Officer (EWS), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON3/24-25
Name of the Work : **Cleaning and sweeping work at different toilet, water closet (W.C.) & Urinal blocks of different workshop & officer's room at E.W.S.** Estimated Amount (Excluding GST + CESS & Contingency) : **Rs. 2,93,805.10.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **180 days.**

(2) NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON6/24-25
Name of the Work : **Repairing and maintenance of water supply distribution system at different workshop & officer room under E.W.S.** Estimated Amount (Excluding GST + CESS & Contingency) : **Rs. 1,93,194.00.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **90 days.**

(3) NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON7/24-25
Name of the Work : **Repairing and maintenance work of urinal, toilet block at Boiler Shop, along with other allied civil work at E.W.S.** Estimated Amount (Excluding GST + CESS) : **Rs. 2,41,523.50.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON9/24-25
Name of the Work : **Cleanning, sweeping and maintenance work of compound premises at different workshop, common passage, etc. within the premises of E.W.S.** Estimated Amount (Excluding GST & Contingency) : **Rs. 2,89,667.00.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **175 days.** Last date and time of submission of bid: **29.06.2024** at **1 p.m. [for Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **20.06.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [for Sl. No. 1 to 4].**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites tender online in two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/JHJP13/2024-2025
Name of the Work : **Renovation of 1300 mm dia Butterfly Valve Chamber with other allied works beside PST Raw Water Outlet SUMP of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,95,349.54.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/JHJP31/2024-2025
Name of the Work : **Replacement of defective power cable feeding HT Motor & Capacitor Bank-4 at Patuli BPS.** Estimated Amount : **Rs. 2,88,359.04.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/JHJP33/2024-2025
Name of the Work : **Renovation of 1400 mm dia Butterfly Valve Chamber beside CWPH-1 at Jai Hind Jal Prakalpa .** Estimated Amount : **Rs. 2,30,151.31.** Earnest money : **Rs. 5,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/JHJP34/2024-2025
Name of the Work : **Supply & laying of 100 mm dia MS Pipelines from clear Water Pump House-1 delivery manifold to feed coagulant mixing vats of process control Houses-2 at Jai Hind Jal Prakalpa .** Estimated Amount : **Rs. 2,79,387.92.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(5) NIT No.: KMC/JHJP25/2024-2025
Name of the Work : **Supply, delivery and erection of MS Fabricated Shed over 600 mm dia Butterfly Valve and 500 mm dia Sluice Valve Chamber beside Raw Water SUMP of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 1,78,393.66.** Earnest money : **Rs. 4,000.00.**

(6) NIT No.: KMC/JHJP29/2024-2025
Name of the Work : **Construction of cement concrete pavement around the 1400 mm & 600 mm dia Butterfly Valve Chamber and Restoration of paver block footpath infront of CWPH-1 of Jai Hind Jal Prakalpa .** Estimated Amount : **Rs. 2,43,402.88.** Earnest money : **Rs. 5,000.00.**

(7) NIT No.: KMC/JHJP30/2024-2025
Name of the Work : **Replacement of defective electrical actuator and control cable for clear water delivery Butterfly Valve of Pump No. 4 at Patuli BPS.** Estimated Amount : **Rs. 2,84,552.76.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion: **7 days [for Sl. No. 1 to 7].**

(8) NIT No.: KMC/JHJP14/2024-2025
Name of the Work : **Construction of cement concrete pavement from MPST desludging valve chamber to MPST Raw Water Inlet Valve Chamber at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,93,351.01.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(9) NIT No.: KMC/JHJP19/2024-2025
Name of the Work : **Supply, delivery and erection of MS Fabricated Shed over 1300 mm dia butterfly valve chambers at MPST Raw Water inlet of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,93,443.31.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(10) NIT No.: KMC/JHJP21/2024-2025
Name of the Work : **Supply, delivery and erection of MS Fabricated Shed over 1300 mm dia butterfly valve chamber 1 & 2 at PST Raw Water outlet of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,81,356.77.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **14 days [for Sl. No. 8 to 10].** Last date and time of submission of bid : **04.07.2024** and **1 p.m. [for Sl. No. 1 to 10].** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in [for Sl. No. 1 to 10].**

(11) NIT No.: WS/GRWW/PH-II/56/2023-24/25
Name of the Work : **Improvement and strengthening of Coagulant Melting Cage and supporting frame structure of Coagulant Tanks with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs. 2,44,702.00.** Earnest money : **Rs. 4,894.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **16.07.2024** at **2 p.m./19.07.2024** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Water Supply), Jai Hind Jal Prakalpa, KMC invites tender online in two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/JHJP/56/2024-2025
Name of the Work : **Restoration of Damaged Road surface beside Machine Room & CWPH-I of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount : **Rs. 2,95,817.08.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **14 days.** Last date and time of submission of bid : **04.07.2024** at **1 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), BPS, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/WS/KBPS/24-25/07/(1st Call)
Name of the Work : **Restoration of Pumping Service by placement of Submersible Pump No. 6 & 7 for delivery line at Kalighat BPS.** Estimated Amount : **Rs. 1,83,499.83.** Earnest money : **Rs. 4,000.00.** Period of completion : **10 days.** Last date and time of submission of bid : **29.06.2024** at **2 p.m.** Tender will be opened on : **02.07.2024** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

79/24-25

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

গম্ভীর কোচ হলে ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন শ্রেয়স!

মুম্বই, ১৯ জুনঃ ভারতীয় টিমের রাশ হাতে নিতে গৌতম গম্ভীরের আর বেশি সময় নেই। আর ঠিক ১০ দিন পর টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল। তারপরই শেষ হয়ে যাবে ভারতের হেড কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের চুক্তি। এখন শুধু গৌতম গম্ভীরের ভারতের হেড কোচ ঘোষণা হওয়া সময়ের অপেক্ষা। ক্রিকেট মহলে কান পাতলেই এমনটা শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গম্ভীর আগে থেকেই বোর্ডকে নিজের কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তিন ফর্ম্যাটে আলাদা ক্যাপ্টেন চান। তারপরই জোর খবর যে গম্ভীর কোচ হলে ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেনও হতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার। গৌতম গম্ভীর ও শ্রেয়স আইয়ারের জুটি ক্রিকেট প্রেমীদের বেশ পছন্দের। এ বছর এই জুটি কেকেআরের অনুরাগীদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। গৌতম গম্ভীর এ বারের আইপিএলে কেকেআরের মেন্টর ছিলেন। আর শ্রেয়স আইয়ার কেকেআরের

ক্যাপ্টেন। দু'জন একসঙ্গে কাজ করে সফল হয়েছেন। ফলে গৌতম যে রাহুল দ্রাবিড়ের হটসিটে বসে শ্রেয়সকে টিমে ফেরাবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক সূত্র বলেছে, "শ্রেয়স বর্তমানে এনসিএতে রয়েছেন। সেখানে আইপিএলে ভালো পারফর্ম করা ক্রিকেটাররা রয়েছে। যাদের জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য বাছা হতে পারে। অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, মায়াঙ্ক যাদব, হর্ষিত রানা, নীতীশ রেড্ডি, বিজয়কুমার বিশাখ, যশ দয়াল শিবিরে রয়েছে। কয়েকজন জিম্বাবোয়েতে টি২০ সফরে যাবে।" শ্রেয়স আইয়ারের গন্তব্য হয়তো জিম্বাবোয়ে নয়, হতে চলেছে শ্রীলঙ্কা। বিসিসিআইয়ের ওই সূত্র কথায়, "শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে খেলতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত শেষ যে ওডিআই ম্যাচ খেলেছিল তাতে শ্রেয়স ৫২ রান করেছিল। বিশ্বকাপে প্রায় ৫০ গড়ে ৫০০-র বেশি রান করেছিল শ্রেয়স। ওকে বাদ দেওয়া যায়?" টি২০ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর জিম্বাবোয়ে সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট টিম। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে সেই সিরিজে। তাঁদের বদলে একঝাঁক তরুণ মুখ দেখা যেতে পারে জিম্বাবোয়ে সফরে। যা শুরু হবে ৬ জুলাই। এই সফরে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে।

প্র্যাক্টিসে অনুপস্থিত তারকা ব্যাটার

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলাতে হয়, বললেন সূর্যকুমার

বার্বাডোজ, ১৯ জুনঃ গ্রুপ পর্ব শেষ। এ বার সুপার এইটের পালা। ২০টি দল নিয়ে এ বারের বিশ্বকাপ। এখনও অবধি সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০টি দল থেকে পরবর্তী রাউন্ডে মাত্র আটটি দল। ট্রফির লড়াই এখনও অনেক দূর। সুপার এইটে ভারত অভিযান শুরু করবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। বছরের শুরুতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল ভারত। যদিও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর বিশ্বকাপের মঞ্চে এক পরিস্থিতি নয়। গত কালের মতো এ দিনও ঐচ্ছিক অনুশীলন রেখেছিল ভারতীয় দল। একজন ছাড়া টিম ইন্ডিয়ার সকলেই প্র্যাক্টিসে ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলন করেন সূর্য। ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ দিয়ে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে ঋষভ পন্তের। আইপিএলে নজর কেড়েছেন। বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও জায়গা পেয়েছেন পন্থ। ব্যাটিং অর্ডারে তাঁকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে।

এত দিন মিডল অর্ডারেই ব্যাট করতেন। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে তিনে ব্যাট করেছেন পন্থ। ভারতের শেষ ম্যাচটি ভেস্তে গিয়েছিল। প্রথম তিন ম্যাচ জিতে সুপার এইট নিশ্চিত করেছিল ভারত। আর তিন ম্যাচেই ভালো পারফর্ম করেছেন পন্থ। ক্যারিবিয়ানে দ্বিতীয় দিনের ঐচ্ছিক অনুশীলনে ছিলেন না ঋষভ পন্থ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। প্রথম দু-ম্যাচে সে ভাবে ভরসা দিতে পারেননি। তবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো হাফসেঞ্চুরির ইনিংস খেলেছিলেন। সূর্য মূলত চারে ব্যাট করলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর আগে বাঁ হাতি ব্যাটার অক্ষরকে নামানো হয়েছিল। বিশ্বের এক নম্বর হওয়ায় প্রত্যাশার চাপও বেশি। তিনি ব্যাটিং পজিশন নয়, বরং অবদান রাখতেই মরিয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে সূর্য বলেন, "কেউ যদি দু'বছর ধরে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটারের জায়গা ধরে রাখে, তাঁর কখনও ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ভাবা উচিত নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। আমিও সেটাই চেষ্টা করি।" নিউ ইয়র্কের পরিস্থিতি ব্যাটারদের জন্য অস্বস্তির ছিল। আমেরিকার বিরুদ্ধে সেই কঠিন পরিস্থিতিতেই হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি। সূর্য আরও বলছেন, "ওখানকার পিচে গতি ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে শট খেলতে সমস্যা হয়। প্রতিপক্ষ প্লেয়াররা আমার খেলা সম্পর্কে জানে। সুতরাং, আমাকেও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং করতে হত। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলাতে হয়। ধৈর্য ধরে পড়ে থাকতে হয়। এক ম্যাচে সেটা পেরেছি।"

নতুন মরসুমের নতুন লক্ষ্য, দলবদলের বাজারে জোড়া চমক মোহনবাগানের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ ইস্টবেঙ্গলে গোলমেশিন ডেভিড নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে আগেই, এবার দলবদলে চমক মোহনবাগানের। আগামী মরশুমের জন্য সবুজ মেরুনে যোগ দিলেন দুই মিজো তারকা। মুম্বই সিটির মিডফিল্ডার লালেংমাউইয়া রালতে (আপুইয়া) এলেন তিন বছরের দল কলকাতা লিগ খেলবে। মোহনবাগান দল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবে। সেই লক্ষ্যে দলের রিজার্ভ বেঞ্চকেও শক্তিশালী করা হচ্ছে। এমনিতেই এবার বাগানে ভারতীয় দলের অধিকাংশ ফুটবলারকে সই করানো হয়েছে। আগে থেকেই ছিলেন আনোয়ার, অনিরুদ্ধ থাপা, আবদুল সামাদ,

চুক্তিতে। তাঁর সঙ্গে মোহনবাগানের রফা হয়েছে মোট ছ'কোটি টাকার। মুম্বই সিটির হয়ে গত মরশুমে দারুণ খেলেছিলেন আপুইয়া। তিনি মাঝমাঠের চালিকাশক্তি ছিলেন আইএসএল জয়ী দলের। আইএসএল ফাইনালে বাগানের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠছিলেন এই তরুণ তারকা। মোহনবাগান কর্তারা তাঁকে নিতে মরিয়া ছিলেন। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে তাঁর চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। আপুইয়াকেই নয়, এমনকী মিজোরামের অন্য তারকা লালরিনজুয়ালাকেও নিয়েছে বাগান। তিনি 'বি' দলের হয়ে প্রস্তুতি সারছেন কোচ ডেগি কার্ডোজোর তত্ত্বাবধানে। মোহনবাগান সিনিয়র দলের কোচ মোলিনা আসতে পারেন জুলাই মাসের শেষদিকে। তার আগে লিস্টন, মনবীররা। এবার আপুইয়া যোগ দেওয়ায় দল আরও জমাট হয়েছে। দলের বিদেশিদের মধ্যে দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, ভিক্টররা রয়েছেন। ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছেন অস্ট্রেলীয় আরও এক তারকা জেমি ম্যাকলারেন। আরও তিন বিদেশিকে নেওয়া হবে মোলিনা দলে যোগ দেওয়ার পরেই। বুধ সকালে মোহনবাগানের অনুশীলনে আরও এক চমক। বাগানের রিজার্ভ টিমের অনুশীলনে দেখা গেল আই লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে। আইজল এফসির হয়ে গত আই লিগে সাড়া ফেলে দেওয়া স্ট্রাইকার লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়াকে দেখা গেল বাগান অনুশীলনে। দীর্ঘক্ষণ রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজোর সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

টিম ব্যর্থ হতেই অবাক করা সিদ্ধান্ত, ছাড়লেন ক্যাপ্টেন্সি

ওয়েলিংটন, ১৯ জুনঃ দল খারাপ পারফর্ম করলে একা দায় ক্যাপ্টেনের হয় না। কিন্তু কোনও কোনও সময় অধিনায়করা দলের ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে নেতৃত্ব ছাড়েন। গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভরাডুবির পর তেমনটাই করেছিলেন পাক ক্যাপ্টেন বাবর আজম। এ বার টি২০ বিশ্বকাপের মাঝে সেই পথেই হাঁটলেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে সুপার এইটে উঠতে পারেনি কিউয়িরা। এ বার কিউয়িদের হয়ে সাদা বলের ফর্ম্যাটের নেতৃত্ব ছাড়লেন কেন উইলিয়ামসন। শেষ তিন টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল নিউজিল্যান্ড। ২০২১ সালের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের ফাইনালেও খেলেছিল কিউয়িরা। কিন্তু ট্রফির স্বপ্নপূরণ হয়নি নিউজিল্যান্ডের। আর এ বার তো গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল নিউজিল্যান্ড। তারপর দলের ব্যর্থতার দায় নিয়ে সাদা বলের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন কেন। এখানেই শেষ নয়। কেন উইলিয়ামসন পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালেন। ব্ল্যাকক্যাপসের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে জানানো হয় যে, কেন জানিয়েছেন তিনি ক্রিসমাসের আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৮টি ম্যাচ খেলবেন। এ ছাড়াও ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হতে চলা আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি টুর্নামেন্টেও উইলিয়ামসন খেলবেন।

স্টিমাচের হুমকির মাঝে কোচের জন্য বিজ্ঞাপন, বিদেশিই চাইছে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ এখনও গলার কাঁটা হয়ে রয়েছেন ইগর স্টিমাচ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে ছেঁটে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও তাঁর সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা পরিষ্কার হয়নি। ফেডারেশন প্রস্তাব দিয়েছে তিন মাসের বেতন তাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে। ক্রোয়েশিয়ান কোচের সাফ অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন কোচও আবেদন করার সুযোগ পাবেন। তবে শুধু কোচিং অভিজ্ঞতা নয়, একইসঙ্গে আবেদনকারীকে প্রাক্তন ফুটবলারও হতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে না খেললেও চলবে। অর্থাৎ ভারতের সিনিয়র টিমের দায়িত্ব নিতে হতে গেলে ভরপুর অভিজ্ঞতা থাকবে হবে

বক্তব্য, "১০ দিনের মধ্যে আমার বকেয়া মেটাও, না হলে আইনি পথে হাঁটব।" স্টিমাচ পালা যখন জমে উঠছে, তখন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দিল এআইএফএফ। যোগ্যতামান হিসেবে একগুচ্ছ শর্ত রাখা হয়েছে। যা পূরণ করতে পারলে তবেই কোচ বাছাই করা হবে। একটা বিষয় ফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তিতে পরিস্কার, দেশি নয় স্টিমাচের বদলে বিদেশি কোচই চাইছেন কর্তারা। ফেডারেশন যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা যেমন থাকতে হবে, তেমনই বিশ্বকাপে কোচিং করানোর কোচেরা অগ্রাধিকার পাবেন। কন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্ট বা মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় কোচিং করানোর কোচের। ন্যূনতম উয়েফা বা এএফসি প্রো লাইসেন্স থাকতে হবে। ৩ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে। তারপর ফেডারেশন সেই কোচেদের তালিকায় নিয়ে বসে শর্টলিস্ট করবে। তারপর হবে ইন্টারভিউ। এরপরই বেছে নেওয়া হবে ভারতীয় সিনিয়র টিমের নতুন কোচ। ভারতের কোচ হিসেবে কত মাইনে চান? আবেদন পত্রে তাও উল্লেখ করতে হবে আবেদনকারীকে। মোদ্দা কথা, এআইএফএফ চাইছে স্টিমাচের জায়গায় নতুন কোচ হিসেবে যত দ্রুত সম্ভব বিকল্প খুঁজে নিতে। ভারতের কোচ হতে আগ্রহী অনেকেই। কিন্তু বিশ্বের সেরা কোচেরা ভারতের মতো র‍্যাঙ্কিংয়ের তলানিতে থাকা দেশের কোচ হতে চাইবেন কিনা, সন্দেহ আছে।

মেসি প্রথম 'গোট', দ্বিতীয়টি কে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পেশাদার ফুটবল আর খেলেন না। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২১ সালে সের্হিও আগুয়েরো ফুটবলকে বিদায় বলেন। মাঠের ফুটবলকে বিদায় বললেও আর্জেন্টিনার ফুটবলকে তো বিদায় বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়! এখনো বড় টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার খেলা মানেই দলে না থেকেও আছেন আগুয়েরো। এবার কোপা আমেরিকা শুরুর আগেও তেমনটা দেখা যাচ্ছে। টুর্নামেন্টে মাঠে নামার আগে লিওনেল মেসিসহ আর্জেন্টিনাকে অভিনব উপায়ে স্বাগত জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রাক্তন এই ফুটবলার। আগামী পরশু শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কানাডার

বিপক্ষে আটলান্টার মার্সেডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে পাঁচটায় মাঠে নামবে তারা। এর আগে আমেরিকাতে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে আর্জেন্টিনা। তবে কোপা আমেরিকা সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে গতকাল একটি পোস্ট করেছেন আগুয়েরো। সেখানে আর্জেন্টিনার পতাকায় মোড়ানো দুটি ছাগল ও নিজের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'সবার উদ্দেশ্যে, এই গোটস দুটি কারা? মন্তব্য করুন, আমি পড়ব।' সেখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'গোটসরা চলে এসেছে।' গোটস মানে কী, সেটা নিশ্চয়ই সবারই জানা-গ্রেটেস্ট অব অল টাইম। বাংলায় যার অর্থ, সর্বকালের সেরা। আগুয়েরোর চোখে সর্বকালের সেরা কে, সেটাও মীমাংসিত প্রশ্ন। তিনি বারবারই বলেছেন, "লিওনেল মেসিই সর্বকালের সেরা। তবে কেন তিনি ছবিতে দুটি ছাগল রেখেছেন, সেটা নিশ্চিত নয়। অর্থাৎ দুটি ছাগলের ছবি পোস্ট করেছেন, রূপক হিসেবে একটিকে যদি মেসি ধরা হয়, তবে অন্যটি কে?" আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অবশ্য আগুয়েরোর পোস্টে উত্তর দিয়েছেন। তবে উত্তরের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নও রেখেছেন মার্তিনেজ, "অ্যাঞ্জেলিতো ও লিও?" অর্থাৎ মেসি ও আনহেল দি মারিয়াকে বুঝিয়েছেন মার্তিনেজ। তাঁদের নিয়েই ২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ জেতেন মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে ১৬ বছর ধরে সতীর্থ মেসি ও দি মারিয়া। এই সময়ে দু'জনে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে ১১০ ম্যাচ খেলেছেন, জিতেছেন ৭০ ম্যাচ, ড্র ২৭টি এবং ১৩ ম্যাচ হেরেছেন। অনলাইন ক্যাসিনো 'স্টেক'-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আগুয়েরো এই প্রতিষ্ঠানকে বলেছেন, "আমি সর্বকালের সেরার সঙ্গে খেলেছি। আর্জেন্টিনা যদি কোপা আমেরিকা জিততে পারে, তাহলে সর্বকালের অন্যতম সেরা দল হিসেবে নিজেদের নামটা জুড়ে দিতে পারবে। এই টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনা সব সময়ই ফেবারিট। চাপ? আমার মনে হয় না খুব বেশি থাকবে। আমরা এসবে অভ্যস্ত। এখন এটা দলের কৌশল ও প্রত্যয় ধরে রাখতে হবে। আমরা যা জিতেছি, এর কারণেই জিতেছি।" আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিও ভালোভাবে সেরেছে। টুর্নামেন্টের আগে খেলা দুটি প্রীতি ম্যাচেই জিতেছে তারা। ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারানোর পর গুয়াতেমালার বিপক্ষে তারা জিতেছে ৪-১ গোলে। গুয়াতেমালার বিপক্ষে মেসি করেন জোড়া গোল।

চেক প্রজাতন্ত্রের ভুলে পর্তুগালের নাটকীয় জয়

রোনাল্ডো-ফার্নান্দেজদের আক্রমণের ঢেউয়ের সামনে শান্ত থেকে, রক্ষণ জমাট রেখে ঘর আগলে রাখল চেক প্রজাতন্ত্র। প্রতিপক্ষের শত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আচমকা এক গোলে তারাই জাগাল জয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু তাদের ক্ষণিকের ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ পেয়ে গেল পর্তুগাল। আর শেষ মুহূর্তে বদলি নেমে, যোগ করা সময়ে দলকে জয়োল্লাসে ভাসালেন ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও।

ইউরো ২০২৪

লাইপজিগ, ১৯ জুনঃ লাইপজিগে মঙ্গলবার রাতে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ২-১ গোলে জিতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযান শুরু করল পর্তুগাল। পুরো ম্যাচে মাত্র ২৫ শতাংশ পজেশন রাখতে পারা চেক গোলের জন্য পাঁচটি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে একটি, তা থেকেই লক্ষ্যভেদ করেন লুকাশ প্রোভোদ। তিন পয়েন্টের জন্য সেটাই যথেষ্ট হতে পারত কিন্তু দুটি মারাত্মক ভুলে সব হারাল গত আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা দলটি। মাঠে নেমে নিজেদের গুছিয়ে নিতে যা একটু সময় নেয় পর্তুগাল, এরপর শুরু করে একের পর এক আক্রমণ। অষ্টম মিনিটে ভালো একটি সুযোগও পায় তারা রাফায়েল লেয়াওয়ের ক্রসে ঠিকঠাক হেড করতে পারেননি ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। প্রবল চাপের মুখে দারুণ দৃঢ়তায় রক্ষণ সামলাতে থাকে চেক। ২৪তম মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের অনেক দূর থেকে নেওয়া শট একজনের পায়ে লেগে ক্রসবারের একটু ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। দুই মিনিট পর হতে পারত গোল কিন্তু ফার্নান্দেজের গোলমুখে বাড়ানো ক্রসে স্লাইড করেও প্রয়োজনীয় ছোঁয়াটা দিতে পারেননি লেয়াও। ৩২তম মিনিটে ফার্নান্দেজ বক্সে দুর্দান্ত এক থ্রু পাস বাড়ান, গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান রোনাল্ডো। তবে ছুটে গিয়ে প্রথম ছোঁয়ায় নেওয়া তার শট দারুণ ক্ষিপ্রতায় রুখে দেন গোলরক্ষক স্তানেক। লক্ষ্যে এটাই তাদের প্রথম শট। প্রতিপক্ষের আক্রমণের ঢেউ সামলাতে পুরোপুরি রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে চেক। বিরতির আগে আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড

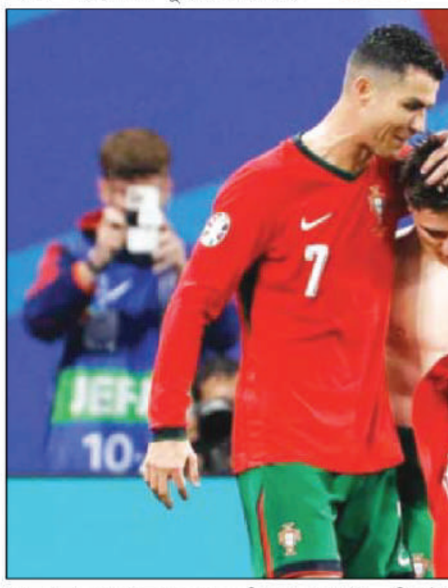

গোলদাতা রোনাল্ডোর আরেকটি জোরাল শট দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে দেন স্তানেক। প্রথমার্ধে বল দখলে একচেটিয়া আধিপত্য করে, গোলের জন্য ৯টি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে পর্তুগাল। বিরতির পরও একইভাবে চাপ ধরে রাখে তারা। বলা যায়, আক্রমণে ওঠারই সুযোগ পাচ্ছিল না চেক। সেই তারাই ৬২তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শট নিয়েই এগিয়ে যায়। একটি কর্নারের ফলশ্রুতিতে সতীর্থের কাটব্যাক বক্সের বাইরে পেয়ে জোরাল বাঁকানো শটে দল-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে ভাসান মিডফিল্ডার প্রোভোদ। সাত মিনিট পর প্রতিপক্ষের দুর্ভাগ্যে পর্তুগিজ শিবিরে সমতার স্বস্তি ফেরে। নুনো মেন্দেজের হেড গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে ফেরালেও বল হাতে রাখতে পারেননি, আলগা বল সামনেই থাকা ডিফেন্ডার রবিন হ্যারানাচের হাঁটুতে লেগে জালে জড়ায়। নির্ধারিত সময় শেষের খানিক আগে রোনাল্ডোর হেড পোস্টে লেগে ফেরার পর দিয়েগো জটা জালে বল পাঠালে বাঁধভাঙা উদযাপন শুরু করে পর্তুগাল। যদিও মুহূর্ত পরই তা হতাশায় রূপ নেয়, সামান্য ব্যবধানে অফসাইডে ছিলেন রোনাল্ডো। এরপর ৯০তম মিনিটে ভিতিনিয়াকে তুলে কনসেইকাওকে নামান কোচ রবের্তো মার্তিনেস। আর মাঠে নামার ১১০ সেকেন্ডের মধ্যে, প্রথম ছোঁয়াতেই ব্যবধান গড়ে দেন ২১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড কনসেইকাও। বাঁ দিক থেকে ছয় গজ বক্সে নিচু পাস বাড়ান পেদ্রো নেতো। বল ঠেকাতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন আত্মঘাতী গোল দেওয়া হ্যারানাচ ফাঁকায় বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে দলকে জয়ের ঠিকানায় পৌঁছে দেন প্রাক্তন তারকা উইঙ্গার সের্জিও কনসেইকাওয়ের ছেলে ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে পর্তুগালের জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নেমেই দলের নায়ক হয়ে উঠলেন কনসেইকাও। ২০০০ সালের ইউরোয় গ্রুপ পর্বে জার্মানির জালে হ্যাটট্রিক করে আজও দেশের ফুটবলে স্মরণীয় হয়ে আছেন বাবা সের্জিও কনসেইকাও।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com